বাংলার মেয়ে

সামাজিক নাটক

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

কর্ত্তৃক

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

"পথের শেষে" উপন্যাসের

নাট্যরূপ

রঙ্ মহলে প্রথম অভিনয়

২রা আশ্বিন, ১৩৪[illegible]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঁচসিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর "পথের শেষে" উপন্যাসের মাত্র গল্পাংশটুকু লইয়া "বাংলার মেয়ে" নাটক রচিত হইল। গল্পটীর নাট্যরূপ বিবৃত করা ছাড়া এ নাটকে আমার নিজস্ব বক্তব্য-বিষয়ও কিছু সন্নিবেশ করিয়াছি। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও দ্বন্দ্বে আমাদের জাতীয় জীবনে যে বিপ্লব ঘটিতেছে এবং তাহার ফলে আমাদের অন্তঃপুর-চারিণীরা নীরবে যে দুঃসহ দুঃখ সহিতেছেন, তাহা দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি; সেই সূত্রে বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনধারার আবেষ্টনী অনুসারে কয়েকটী বিভিন্ন নারীচরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এইখানেই "বাঙ্লার মেয়ে" নামের সার্থকতা। এই চরিত্রগুলির অনেকগুলিই মূল গল্পে আছে, শুধু নাটকীয় রূপের জন্য বর্ণ-বৈচিত্র্যের তারতম্য ঘটাইতে হইয়াছে।

বিলাতী টেক্নিকে নাটক বিচার করিতে বসিলে, নাটকের দু'একটী চরিত্র ও দৃশ্য অনাবশ্যক মনে হইতে পারে; কিন্তু বর্ত্তমান নাটকের বিষয়-বস্তু বিচার করিলে আমার এই পথ ছাড়া অন্য পথে যাইবার উপায় ছিল না। নাটকে যদি কোন ত্রুটী থাকে, সে ত্রুটী নাট্যকারের অর্থাৎ আমার; উপন্যাস-রচয়িত্রী তার জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। নাট্যরূপ দিবার জন্য মূল গল্পের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছি। আমার ধারণা, বাংলা নাটক রচনার জন্য সর্ব্বতোভাবে ইংরাজী টেক্নিকের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার আবশ্যক নাই।

এই নাট্যরচনার মূল উদ্দেশ্য, রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা বাঙালী

নাট্যরসিক দর্শকের চিত্তরঞ্জন। ভগবৎকৃপায় আমার সে উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সাধারণ দর্শক নাট্যাভিনয় দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

রঙ্‌মহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ, প্রযোজক, শিক্ষক, সুরশিল্পী ও নটনটীগণকে আমি আমার অভিনন্দন জানাইতেছি। তাঁহারা সকলে মন দিয়া একযোগে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই নাট্যাভিনয় সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

১৮ বি, বাগবাজার ষ্ট্রীট;
কলিকাতা
দীপান্বিতা, ১৩৫১

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী

নাটকীয় চরিত্রপরিচয়

—পুরুষ—

উপেন্দ্রনাথ	...	চন্দনডাঙ্গা-গ্রামবাসী (গৃহস্থ ব্রাহ্মণপণ্ডিত)
জিতেন্দ্রনাথ	...	ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র (কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার)
সত্যেন্দ্রনাথ	...	ঐ কনিষ্ঠপুত্র
প্রকাশ	...	সত্যেন্দ্রের সহপাঠী ও বন্ধু (এক গ্রামবাসী)
সুরেশ	...	উপেন্দ্রনাথের জামাতা
সুবিনয়	...	উপেন্দ্রনাথের বৈবাহিক, জিতেন্দ্রের শ্বশুর
অনিল	...	জিতেন্দ্রের জামাতা (ডাক্তার)
অজিত চ্যাটার্জ্জি	...	জিতেন্দ্রের বন্ধু (ব্যারিষ্টর)—ইলা দেবীর পিতা
শঙ্কর	...	সুবিনয়বাবুর বাড়ীর ভৃত্য
নিতাই	...	গ্রাম্য ভিখারী গায়ক
নটবর দাস	...	গ্রাম্য চাষা (উপেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী)

কুঞ্জলাল (সঙ্), দারোয়ান, পিওন ইত্যাদি—

—স্ত্রী—

মায়া	...	জিতেন্দ্রের স্ত্রী
দেবী	...	সত্যেন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী
ইলা	...	ঐ দ্বিতীয়া স্ত্রী
ভবানী	...	উপেন্দ্রের কন্যা
বীথি	...	জিতেন্দ্রের বড় মেয়ে
সরলা	...	মায়ার মা (সুবিনয়বাবুর স্ত্রী)
রমা	...	সরলা দেবীর পালিতা বালবিধবা
নিস্তারিণী	...	সুরেশের মা
শান্তি	...	নটবর দাসের সধবা মেয়ে (চাষার মেয়ে)
মলিনা	...	গীতির স্কুলের সহপাঠিনী বন্ধু

রঙ্‌মহলে উদ্বোধন-রজনী

৩রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ

সংগঠনকারিগণ ঃ

অধ্যক্ষগণ	শ্রীবিজয়েন্দ্রচন্দ্র মল্লিক শ্রীযামিনী মিত্র শ্রীসতু সেন
নাট্যরূপদাতা ...	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
প্রযোজক	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র শ্রীসতু সেন
সুরশিল্পী .	শ্রীনিতাই মতিলাল

উদ্বোধন-রজনীর নটনটীগণ

—পুরুষ—

উপেন্দ্রনাথ	শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী
জিতেন্দ্রনাথ	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
সত্যেন্দ্রনাথ	শ্রীরতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশ	শ্রীজহরলাল গাঙ্গুলী
সুরেশ	শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়
সুবিনয়	শ্রীঅমরনাথ বসু (এঃ)
অনিল	শ্রীভূমেন রায়
অজিত চ্যাটার্জ্জি	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
ডাঃ মুখার্জ্জি	শ্রীপ্রফুল্লনাথ মুখোপাধ্যায় পরে শ্রীসুধাংশু মিত্র
শঙ্কর	শ্রীহীরালাল চট্টোপাধ্যায়
নিতাই	শ্রীঅনিল বিশ্বাস
নটবর	শ্রীসনৎকুমার মুখোপাধ্যায় পরে শ্রীকালী বন্দ্যোপাধ্যায়
কুঞ্জলাল (সঙ্)	শ্রীকৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়
চোবে	শ্রীবিজয়কার্ত্তিক দাস
গ্রাম্য পোষ্ট পিওন	শ্রীবিনয় বসু
প্রস্তাবনাগায়ক	শ্রীশচীন দাসগুপ্ত, শ্রীরমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅনিল বিশ্বাস, শ্রীমণীন্দ্র রায়চৌধুরী

স্ত্রী

মায়া	...	শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা
দেবী	...	শ্রীমতী চারুবালা
ইলা	...	শ্রীমতী রেণুকা ঘোষ
ভবানী	...	শ্রীমতী রেণুবালা (সুখ)
বীথি	...	শ্রীমতী শেফালিকা (পুতুল)
গীতি	...	শ্রীমতী বীণাপাণি
সরলা	...	শ্রীমতী গিরিবালা
রমা	..	শ্রীমতী বীণাপাণি (কালো)
নিস্তারিণী	...	শ্রীমতী হরি সুন্দরী (ব্ল্যাকী)
শান্তি	...	শ্রীমতী আশমান তারা
মলিনা	...	শ্রীমতী রাধারাণী



প্রস্তাবনা

গান

(রঙ্গমঞ্চে নটকর্ত্তৃক গেয়)

ওগো বাংলা দেশের মেয়ে—
তোমার দুখের গাইব গাথা
বীণাপাণির প্রসাদ পেয়ে !
যেদিন আমার জন্ম হ'ল
এই বাংলা দেশের মাটির ঘরে,
"মা" হ'য়ে মা দিলে দেখা
তুলে নিলে কোলের পরে ;
প্রথম কথা ফুট্‌লো মুখে "মা"
মা তোমার মহিমা গেয়ে !
কন্যা, মাতা, ভগ্নী, জায়া
কতই রূপে বারে বারে—
স্নেহ, মায়া, মমতা নিয়ে
এলে আমার প্রাণের দ্বারে !
(এলে) স্বামীহারা সন্ন্যাসিনী
বিষাদে হৃদয় ছেয়ে

বাংলার মেয়ে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

চন্দনডাঙ্গা গ্রাম—উপেন্দ্রনাথের বাড়ী : সত্যেন্দ্রের শয়ন ঘর ;
ঘরের ভিতর পিছন দিকের দরজা দিয়া সত্যেন্দ্র ও তাহার
বন্ধু প্রকাশ ঘরে আসিল।

সত্যেন্দ্র। এখুনি বাড়ী যাবি? এখনো রাত বেশী হয়নি—একটু বস্‌বি আয়। তোমার জন্যে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট্ পর্য্যন্ত যোগাড় ক'রে রেখেছি।

প্রকাশ। সত্যি বস্‌তে বল্‌ছ, না মুখে ব'ল্‌ছ 'বস', আর মনে মনে বল্‌ছ—'আপদটা বিদেয় হ'লে বাঁচি'।

সত্যেন্দ্র। হ্যাঁ, বাড়ী যাবার জন্যে নিজের প্রাণটা আইঢাই ক'র্‌ছে—তাই বল্‌না!

প্রকাশ। তোমার মত মিথ্যে বীরত্বের বড়াই ক'র্‌বো না—প্রাণটা সত্যিই আইঢাই ক'চ্ছে! বউ মাথার দিব্যি দিয়েছে, সাড়ে নটার উপর যদি ৯-৩৫ হয়—

সত্যেন্দ্র। কি, তিনি বিরহসাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবেন?

প্রকাশ। আমায় আবার মান ভাঙাতে হবে!

সত্যেন্দ্র। আচ্ছা, সিগারেটটা ধরাও তো—

(ভবানী প্রবেশ করিল)

ভবানী। এই নাও প্রকাশদা—পান নাও; ছোড়দাদা—পান নাও।

প্রকাশ। ভবানী, তোমাদের ছোটগিন্নীকে ব'লে দেও—আজ যে আমায় খাওয়ালে—এ খাওয়ানো ঠিক মঞ্জুর হ'লনা—আসল খাওয়ানো হবে গাঁয়ের আর সব্বার সঙ্গে। সেটা এখন মুল্‌তুবি রইল; সত্য চাকরী ক'রে প্রথম মাসের মাইনে পেলে—তবে—এম-এ পাশের খাওয়ানো আর চাকরীর খাওয়ানো, দুই-ই এক সঙ্গে—তাঁকে ব'লে দিও।

ভবানী। বৌদি তো "একে পায় আরে চায়"! তবে বাবা ব'লেছেন, ছোড়দা চাকরী ক'রে আগে বৌদিকে নতুন গয়না গড়িয়ে দেবে—তারপর অন্য খরচ।

সত্যেন্দ্র। আঃ ভবানী, তোর সব কথায় অত কথা কইবার দরকার কি বল্ দেখি?

প্রকাশ। তুমি বোঝনা ভবানী, তোমার বৌদির গয়না-বিক্রী টাকায় কলেজে প'ড়ে উনি এম-এ পাশ করেছেন—এ কথা স্বীকার করতে তোমার ছোড়দার মাথা কাটা যায়!

সত্যেন্দ্র। (লজ্জিতভাবে) না-না আমি তা ব'ল্‌ছিনে, তা বল্‌ছিনে প্রকাশ—স্ত্রীর গয়না বেচা টাকা নিয়ে এম-এ পাশ করেছি, সে আমি জানি—আমার চেয়ে বেশী কেউ সে কথা জানে না।

ভবানী। আমার ঘাট হ'য়েছে দাদা—আর ব'ল্‌বোনা।

সত্যেন্দ্র। ভবানী, রাগ্ কর্‌লি আমার উপর!

ভবানী। না। [ভবানীর প্রস্থান।

সত্যেন্দ্র। ও হয়তো আজ রাগ করে কিছু খাবেনা—

প্রকাশ। না খাবেনা—তোমার বউ না খাইয়ে ছাড়্বে কিনা ?

সত্যেন্দ্র। আমার বউয়ের এত খবর তুমি কোত্থেকে পেলে বল দেখি ?

প্রকাশ। তোমার বউয়ের একটী পরম ভক্ত আছেন! তিনি স্ত্রীলোক—তোমার jealous হবার কোন কারণ নেই। আমি বাড়ী এলে তিনি আমার সঙ্গে যা কথা বলেন, তার বারো আনা তোমার বৌয়ের সুখ্যাতি—এ রকম বৌ নাকি কলিকালে আর হয়না!

সত্যেন্দ্র। তাহ'লে তো তাঁর সঙ্গে তাল রেখে চলাই আমার মুস্কিল! কলির মানুষের পক্ষে সত্য কি ত্রেতা যুগের মেয়ের স্বামী হওয়া কতখানি শক্ত বল দেখি!

প্রকাশ। হুঁ—'যাহা পাই তাহা চাইনা, যাহা চাই তাহা পাইনা'—কেমন ?

সত্যেন্দ্র। আজকের দিনে একটু সভ্য-ভব্য স্ত্রী কে না চায় বল ?

প্রকাশ। বিশেষ তোমার নিজের বাড়ীতে নিজের দাদার যখন ঐ রকম হাল ফ্যাসানের ideal স্ত্রী!

সত্যেন্দ্র। রক্ষে কর ভাই—বউদির মত ও রকম! তবে হ্যাঁ, এ কথা নিশ্চয়,—দাদা যদি একটু শক্ত হ'তেন, বউদি অতটা বাড়াবাড়ি করতে পারতেন না।

প্রকাশ। তোমার তো দেখ্ছি ভয়ানক পছন্দ! তুমি এদিকেও বাড়াবাড়ি চাওনা—ওদিকেও বাড়াবাড়ি চাওনা। তোমার পছন্দ মত ইংরিজী লেখাপড়া-জানা, গাইয়ে বাজিয়ে সীতাসাবিত্রী কোথায় পাওয়া যায়—বল দেখি ?

সত্যেন্দ্র। খোঁজ করলে হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

প্রকাশ। যাক্—সে chance যখন হারিয়েছ, তখন 'গতস্য শোচনা নাস্তি' ;—এই নিয়েই খুসী থাক! জীবন নভেল নয়—সুতরাং স্ত্রীটী যদি একেবারে নভেল-মার্কা স্ত্রী নাও হয়, খুব বেশী ক্ষেতি হবেনা!

সত্যেন্দ্র। আচ্ছা আচ্ছা—তোমায় আর মুরুব্বিয়ানা ক'র্‌তে হবেনা—থাম! কিরে ভবানী—রাগ প'ড়েছে?

(হাসিতে হাসিতে ভবানী আসিল)

প্রকাশ। ছোটগিন্নার কাছে কারো রাগ ক'রে থাক্‌বার উপায় নেই—সে আমি জানি। আমার কথা ব'লেছিলে তাঁকে?

ভবানী। তিনিই তো পাঠিয়ে দিলেন—

সত্যেন্দ্র। কেনরে—?

ভবানী। ছোট বৌদির কথা আমি প্রকাশদাকে বল্‌ছি—নেমন্তন্ন তো খেলে, রান্নাটী কেমন হ'য়েছে লোকে একটীবার শুন্‌তে চায় তো!

প্রকাশ। কে রেঁধেছে বল তো—তিনি না তুমি?

ভবানী। কেন, রাঁধুনীর নাম জেনে তারপর রান্নার বিচার ক'র্‌বে নাকি?

প্রকাশ। ভবিষ্যতের আশা যখন রাখি, তখন নির্জ্জলা নিন্দেটা আর উচিত হবেনা—কি বল সত্য?

সত্যেন্দ্র। সত্যি কথা বল্‌তে কি ভাই, আমি রান্নার ভালমন্দ কিছুই বুঝতে পারিনে। ভালমন্দ যা পাই খেয়ে যাই—

প্রকাশ। হ্যাঁ—গোপাল অতি সুবোধ বালক! নারে ভবানী, রান্না খুব ভাল হয়েছেরে। হ্যাঁরে, তোর বরের খবর কি? সে শালা আর আসেনা কেন?

সত্যেন্দ্র। হাঁ, ও তোমার সাম্‌নে বরের গল্প কর্‌বে—তেম্‌নি মেয়েই বটে!

প্রকাশ। না না—সত্যি, সুরেশটাকে বহুদিন দেখিনি। মাস ছয়েক হ'ল, হঠাৎ একদিন কল্‌কাতার রাস্তায় দেখা; তখন বুঝি ভবানী ওদের ওখানে?

সত্যেন্দ্র। তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল, তাতো আমায় বলনি কোন দিন!

প্রকাশ। মনে হয়নি বোধ হয়!

সত্যেন্দ্র। বাবা শুয়েছেন রে ভবানী?

ভবানী। এই তো সবে তাঁর জপ শেষ হ'ল! বৌদি খাবার দিতে গেল বাবাকে। তোমাদের আর কিছু দরকার থাকে তো এই বেলা বল—আমি বাবাকে বাতাস ক'র্‌তে যাব।

সত্যেন্দ্র। তুই যা না—দরকার হ'লে আমি ডাক্‌বোখন?

প্রকাশ। তুমি গিয়ে ছোটগিন্নীকে পাঠিয়ে দাও—আমি চ'লে যাচ্ছি। তোরা একেবারে সেকেলে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাড়ীর ঝি-বৌ—দেড়শো বচ্ছর পিছিয়ে আছিস্‌!

ভবানী। আশীর্ব্বাদ কর দাদা, তাই যেন জন্ম জন্ম থাকি!

[হাসিয়া প্রস্থান।

প্রকাশ। তোমাদের সংসারটী দেখ্‌লে একজন ইংরেজ এসে আক্ষেপ ক'রে ব'ল্‌বে—'বৃথা বঙ্গভূমি তোরে করিয়াছি জয়!'

সত্যেন্দ্র। বাড়ীর বড়কর্ত্তা আর বড়গিন্নীকে দেখ্‌লে তখন আর আক্ষেপ ক'র্‌বেনা। উঃ—দাদা যদি মানুষের মত হত—ঐ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ছেলে—একেবারে কালাপাহাড়!

প্রকাশ। জানতো—কালাপাহাড় নিজেই প্রথম জীবনে প্রচণ্ড নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন? ভাল নেগেটিভেই ভাল ছবি ওঠে!

সত্যেন্দ্র। হ্যাঁ, ভাল কথা—যার জন্যে ভবানীকে ওবরে পাঠিয়ে দিলাম। সুরেশের সঙ্গে তোমার ছ'মাস আগে দেখা হ'য়েছিল?

প্রকাশ। বৌবাজারের মোড়ে—বলে, বাড়ী যাচ্ছে—

সত্যেন্দ্র। নিশ্চয়ই টাকা ধার চাইল। কি ব'লেছিল—pick pocket?

প্রকাশ। হ্যাঁ। তুমি কি করে জান্‌লে?

সত্যেন্দ্র। ও আমার জানা আছে।

প্রকাশ। বল্লে—আপনার বোনের বড় অসুখ! ডাক্তার এমন ওষুধ prescribe করেছে, দেশের dispensaryতে পাওয়া গেলনা। ওষুধ আর কিছু ফলফুলুরি কিন্‌তে কল্‌কাতায় এলাম; এসে এক মহা ফ্যাসাদে প'ড়েছি! এই ট্রেণে ফিরে যাব—হঠাৎ দেখি মণিব্যাগটা বুক্ পকেটে নেই—তুখানা নোট, পাঁচটা টাকা, রিটার্ণ টিকিট্—এখন কি যে করি! সত্যদার কাছে যাবার সময়ও নেই—আর তার হাতে টাকাও তো বড় থাকেনা—

সত্যেন্দ্র। থাকলেই পেতেন কিনা! scoundrel! কত টাকা দিতে হ'ল!

প্রকাশ। পকেটে যা ছিল—আট টাকা ক' আনা! বল্লে, আমি পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব দাদা—ভগবান আপনাকে মিলিয়ে দিলেন!

সত্যেন্দ্র। হ্যাঁ—ভগবান মাঝে মাঝে মিলিয়ে দেন বটে, তবে চিরদিন দেন না!

প্রকাশ। যাকৃগে; রাত অনেক হয়ে গেল, এইবার আমি উঠি—আর আশ্রমপীড়ে ঘটাবনা।

(উপেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন)

উপেন্দ্রনাথ। কি প্রকাশ—উঠ্‌ছো না কি ?

প্রকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ জ্যেঠামশাই, অনেকক্ষণ এসেছি—আপনি তো জপে ব'সেছিলেন—তাই তখন—(প্রণাম করিল—সত্যও প্রণাম করিল)

উপেন্দ্রনাথ। দীর্ঘায়ু হও বাবা! তুমিও এম-এ পাশ ক'রেছ শুনলাম!

প্রকাশ। সত্যর মত না। সত্য ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছে, সেকেণ্ড ষ্ট্যাণ্ড করেছে—আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে কোন গতিকে ত'রে গেছি!

উপেন্দ্রনাথ। সত্য সম্মানের সঙ্গে এই যে এম-এ পাশ করেছে, এর জন্যে বৌমার কাছে সত্যর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত! উনি যদি তখন নিজের সর্ব্বস্ব না দিয়ে—

প্রকাশ। পতিকে সাহায্য করাই তো সতী স্ত্রীর কাজ!

উপেন্দ্রনাথ। পতিকে লেখাপড়া শেখাবার কাজ তো আর সতীর কাজ না। আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করতে পারি নি। আমার হ'য়ে বৌমা—

সত্যেন্দ্র। এ ঋণ আমি রাখ্‌বো না বাবা! যতদিন গহনার দরুণ পাঁচশ' টাকা আমি শোধ করতে না পারি—

উপেন্দ্রনাথ। কথাটা ভুলে যেও না। তুমি গয়না বিক্রী ক'রে এম-এ পাশ ক'রেছ, আমি হ'লে ওভাবে এম-এ পড়্‌তাম না।

(ভবানী পুনরায় দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল)

ভবানী। বাবা, বৌদি আপনাকে কি বল্‌বে!

উপেন্দ্রনাথ। মা কি বল্‌বেন—তা আমি জানিয়ে ভবানী, জানি!

প্রকাশ। লোকে স্ত্রীর গহনা বেচে কত অপকর্ম্ম করে—সত্য লেখাপড়া ক'রেছে ; আবার ওর সুবিধে মত শোধ ক'রে দেবে—এতে আর দোষ কি জ্যেঠামশাই! আচ্ছা জ্যেঠামশায়, আমি তাহ'লে উঠি আজ—

উপেন্দ্র। আচ্ছা বাবা, এস—

প্রকাশ। (দ্বারের কাছে জনান্তিকে ভবানীর প্রতি) তোর দাদা কিন্তু বেশ চ'টে আছে ভবানী! জ্যেঠামশায়কে একটু সাম্‌লে সুম্‌লে নিস্—আর ছোটগিন্নীকে শিখিয়ে দিও, তিনি যেন রাত্তিরে মান ভাঙান!

(ভবানী একটু মৃদু হাসিল ; প্রকাশ চলিয়া গেল)

উপেন্দ্র। এখন কি ক'রবে সত্য!

সত্যেন্দ্র। আপনি কি করতে আদেশ দেন!

উপেন্দ্র। আদেশ আমি দিচ্ছিনে। আমি শুধু বল্‌ছি—এখনি তোমার কিছু কিছু উপার্জ্জন করা দরকার, যা পার। হ্যাঁ—আমাদের চন্দনডাঙ্গা হাইস্কুলের সেক্রেটারী, সেদিন আমায় তোমার নাম ক'রে বল্‌ছিলেন—এখানকার হেড্‌মাষ্টার জয়নারায়ণ বাবু তো বুড়ো হ'য়েছেন—তুমি যদি স্কুলে কাজ কর, এখন এ্যাসিষ্টাণ্ট হেড্‌মাষ্টার হবে ; তারপর জয়নারায়ণবাবুর কাছ থেকে কাজকর্ম্ম একটু দেখে শুনে নিলে উনি যখন অবসর নেবেন—তখন তোমাকেই ওঁরা হেড্‌মাষ্টার ক'র্‌বেন।

সত্যেন্দ্র। আপাততঃ কি দেবেন?

উপেন্দ্র। ইস্কুলের আয় তো খুব বেশী নয়—আপাততঃ চল্লিশ টাকা পাবে ; তারপর হেড্‌মাষ্টার হ'লে—সত্তর পঁচাত্তর পর্য্যন্ত হ'তে পারে।

সত্যেন্দ্র। আপনি কি উপদেশ দেন?

উপেন্দ্র। সংসারে তো আমাদের ধান আছে, তা থেকেই চ'লে যায় ;

—তার উপর তুমি নগদ চল্লিশ টাকা ক'রে পেলে—এক বছর কি দেড় বছরের ভিতর বৌমার গহনার টাকা যোগাড় হ'য়ে যাবে। তারপর আমরা চারটে প্রাণী, রাজার হালে চ'লে যাবে।' শিক্ষাবিভাগের কাজ বেশ ভাল কাজ।

সত্যেন্দ্র। এম-এ পাশ ক'রে সারাটা জীবন ঐ সত্তর টাকায় প'ড়ে থাক্‌বো—বাবা!

উপেন্দ্র। এখানকার সত্তর টাকা তোমার কলকাতার একশ' টাকার বেশী। একপয়সা বাড়্‌তি খরচা নেই—যা রোজগার ক'র্‌বে, সবই জম্‌বে।

সত্যেন্দ্র। আপনি আমায় আর দুটো মাস সময় দিন—কল্‌কাতার ভিতর চেষ্টা ক'র্‌লে একটা প্রোফেসারি যোগাড় ক'র্‌তে পার্‌ব—অন্ততঃ পক্ষে শ'খানেক টাকা মাইনে। বরানগর কি বালী উত্তরপাড়া অঞ্চলে গঙ্গাতীরে ছোটখাট একটা বাসা ভাড়া নিলে—আপনিও গিয়ে রইলেন; আপনার গঙ্গাস্নানও চ'ল্‌বে—ঠাকুরসেবাও চ'ল্‌বে।

উপেন্দ্র। সে যেন সবই হ'ল—কিন্তু ভিটের উপায়?—পৈতৃক ভিটেটা তো আর সঙ্গে নিয়ে যেতে পার্‌বো না। না সত্য, সাত পুরুষ এ গাঁয়ে বাস! যাট বছরের উপর আমিই আছি। টাকা রোজ্‌গার ক'র্‌বো ব'লে সেকালে যদি বাইরে যেতাম, মা-লক্ষ্মী একেবারে বিমুখ হ'তেন না। দু'বার সুযোগও এসেছিল—একবার সংস্কৃত কলেজে স্মৃতির অধ্যাপকের পদ খালি হয়—আর একবার বর্দ্ধমান মহারাজের সভাপণ্ডিতের জন্যে দেওয়ান বাহাদুর নিজেই আমার পর্ণকুটীরে এসেছিলেন—গাঁয়ের মায়ায় সে লোভ ছেড়েছি। নিজের জন্যে যা করিনি, ছেলের রোজগার খাবার জন্যে তাই ক'র্‌বো?—না সত্য, সে হয়না!

সত্যেন্দ্র। তাহ'লে আপনি আমায় কিছু সময় দিন—আমি একটু ভেবে চিন্তে দেখি।

উপেন্দ্র। তা বেশ, সময় তুমি নাও— তবে খুব বেশী সময় তোমায় আমি দিতে পারবো না। তা ছাড়া, বৌমার গহনার টাকাটার ভাবনাই হ'য়েছে আমার সব চেয়ে বেশী। ভবিষ্যতের কথা তো কেউ কিছু ব'লতে পারে না। সংসারচক্র—কি ভাবে যে চলবে, এক সেই চক্রধারাই জানেন—আর তো কেউ জানে না বাবা!

(ভবানী পুনরায় আসিল)

ভবানী। বাবা, বৌদি আপনার বিছানা ক'রে মশারি টানিয়ে রেখে এসেছে—আপনি এখন শোবেন বাবা?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—এখনই শোব। হ্যাঁরে, তোদের খাওয়া হ'য়েছে?—বৌমা কি ক'চ্ছেন?

ভবানী। খাওয়া হ'য়ে গেছে—বৌদি রান্নাঘর গোছাচ্ছে—

[ভবানী চলিয়া গেল।

উপেন্দ্র। অমন লক্ষ্মী-বৌ হয়না সত্য! জিতেন আর বড়বৌমা যে ঘা দিয়েছিলেন, ভেবেছিলাম সে ঘা আর সাম্‌লে উঠ্‌তে পারবো না! ছোটবৌমাকে পেয়ে আমি সব ভুলে গেছি—কোন ক্ষোভ নেই! তুমি বড় ভাগ্যবান—কিন্তু খুব সাবধান। লক্ষ্মী যখন আসেন, তাও মানুষ জান্‌তে পারেনা;—আবার উনি যে কোন্ ফাঁকে চ'লে যান, তাও মানুষ বোঝে না—চ'লে যাবার পর হুঁস্ হয়। (উঠিলেন) তুমি কি এরই মধ্যে আবার কল্‌কাতায় যাচ্ছ?

সত্যেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ—দু'চার দিনের ভিতরেই যাব।

উপেন্দ্র। বাড়ীতে যাতে থাকতে পারো, সেইভাবে চিন্তা ক'রে দেখ। দেশে ঘরে থাকার কল্পনা তো করনি কখনো--তাই আমার কথাটা তোমার তেমন ভাল লাগেনি। হ্যাঁ শোন—এরই মধ্যে

একবার ভবানীর শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সুরেশের সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বে না ?

সত্যেন্দ্র। আমায় মাপ কর্‌বেন বাবা, আমি ওদের বাড়ীতে আর যাবনা। সেবার গেলাম, আমার সঙ্গে দেখাই কর্‌লে না !

উপেন্দ্র। মেয়েটীর দিকে চাইতে পারিনে—ওকে একরকম হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়াই হ'য়েছে !

সত্যেন্দ্র। তাতে আপনার আর দোষ কি বলুন ?—মানুষের সঙ্গে পরিচয় না হ'লে তো আর মানুষ চেনা যায় না !

উপেন্দ্র। এখন ওকে নিয়ে যে কি করি ! জামাই যদি যত্ন ক'র্‌তো —শাশুড়ীর অযত্ন আমি কিছু মনে করতাম না।

সত্যেন্দ্র। আপনি যে এখনো ভবানীকে সেই শ্বশুরবাড়ীতে পাঠাতে চান বাবা, এই আশ্চর্য্য ! তারা কি শুধু ভবানীকেই যন্ত্রণা দিয়েছে ? —তারা আমায় অপমান ক'রেছে, আপনাকে পর্য্যন্ত অপমান ক'রেছে ! ওকে আর সেখানে পাঠাবেন না—যেমন আছে এখানেই থাক্।

উপেন্দ্র। যুবতি কন্যা—যে কারণে তার বিবাহ দেওয়া হয়, ঠিক সেই কারণেই তাকে বাপের বাড়ী রাখা চলেনা সত্য !

সত্যেন্দ্র। কিন্তু কি ক'রবেন্ বলুন—যার সঙ্গে ভবানীর বিয়ে দিলেন, সেই যে অমানুষ ! না বাবা, ও যেমন আছে তেমনি থাক্—ওকে সেখানে আর পাঠাবেন না।

উপেন্দ্র। তা হয়না সত্য, আমি নিজেই ওকে সেখানে রেখে আস্‌বো—সুরেশকে সুরেশের মাকে হাতে ধ'রে ব'লে আস্‌বো। আমি মেয়ের বাপ, আমার এতে মান অপমান নেই !

সত্যেন্দ্র। আপনার কথার উপর তো কথা বলতে পারিনে ; তবে

আমার ইচ্ছে না—ভবানী সেখানে যায়।' ওরা যে ইতর বাবা,—ভবানীকে মারে, খেতে দেয়না !

উপেন্দ্র। মানুষ তো ?—একটা প্রাণী পুষ্‌লে তার উপর মায়া হয়—ঘরের বৌ যদি মুখ বুঁজিয়ে সব স'য়ে থাকে, তাদেরও মন নরম হ'বে—ওর উপরও মায়া প'ড়্‌বে। যাক্, রাত হ'ল—আমি শুইগে ; তোমরাও শুয়ে পড়। (দ্বারের কাছে) বৌমা, এখনো রান্নাঘরে কি ক'চ্ছ বাছা ? ও সব কাজ কাল সকালে ক'রো। ভবানী, বৌমাকে ব'লে দে—আমি মানা ক'র্‌ছি।

ভবানী। (রান্নাঘর হইতে) কাল সকালে ধানচালের কাজ আছে বাবা—আজ রাতে সকালের কিছু কিছু সেরে রাখ্‌তে হয়।

উপেন্দ্র। নাঃ—মেয়েদুটো খেটে খেটে নাকাল হ'য়ে গেল !

[প্রস্থান।

ভবানী। (রান্নাঘর হইতে) না বাবা, আর দেরী নেই—আমাদের হ'য়ে গেছে।

[ভবানী ভিতরে আসিল ; সত্যেন্দ্র একখানা বইয়ের
পাতা উল্টাইতে লাগিলেন]

ভবানী। আমিই বার বার ঘরে আস্‌ছি—আর বৌদি একবারও আস্‌ছেনা, দাদার আমার উপর রাগ হ'চ্ছে—না দাদা ?

সত্যেন্দ্র। হ্যাঁ—হচ্ছে। তুমি কুটিলে ননদী, নিজে ফপলদালালী ক'চ্ছ—আর বৌকে খাটিয়ে খাটিয়ে মার্‌ছ তো ?

ভবানী। হ্যাঁ—তোমার তেম্‌নি বউ কিনা ! সে আর কাউকে কাজ ক'র্‌তে দিলে তো ? (ভবানী ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুলিল)।

সত্যেন্দ্র। এই এত রাত্রে আবার ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুলছিস্ কেন্ রে ?

ভবানী। (মৃদু হাস্যের সহিত) বৌদিকে একখানা ভাল কাপড় বা'র ক'রে দিই—আমার ইংরিজী লেখাপড়া-জানা, সায়েবীয়ানাওয়ালা দাদা—অজ পাড়াগেঁয়ে বৌদি—যদি পছন্দ না হয় !

সত্যেন্দ্র। তোমার বড্ড বাড় হ'য়েছে—অনেকদিন শাশুড়ীর বেড়ীর ছাকা গায়ে প'ড়েনি কিনা !

ভবানী। ও কথা আর মনে করিয়ে দিওনা দাদা—বেশ ভুলে আছি ! বৌদিকে কাপড়খানা দিয়ে আসি, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে দাদা !

ভবানী। (দরজার কাছে আসিয়া) বৌদি, এই নাও—ময়লা কাপড়খানা ছেড়ে এই ধোওয়া কাপড়খানা পর—আর এই নাও এসেনের শিশি—উঃ লাগে, চিম্‌টি কাটিস্‌নে পোড়ারমুখি ! রাত বারোটা বেজে গেছে—তুই যত দেরী ক'চ্ছিস, দাদা তত রাগ্‌ছে !

ভবানী। (ঘরের ভিতরে আসিয়া) বাবা তোমার কাছে আমার সম্বন্ধে কি বল্‌ছিলেন গা দাদা ?—

সত্যেন্দ্র। বলছিলেন, তোকে আবার তোর শাশুড়ীর কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ভবানী। তুমি কি বল্লে ?

সত্যেন্দ্র। আমার মত জানিস্ তো !

ভবানী। কি, আমায় লেখাপড়া শিখিয়ে স্বাধীন ক'রে দেবে ?

সত্যেন্দ্র। তোমার যা লেখাপড়া হবে, তা মা সরস্বতীই জানেন !

ভবানী। সত্যি বল্‌ছি দাদা, আমি লেখাপড়া শিখবো—তুমি ব্যবস্থা কর। শুনেছি, বড়দার মেয়ে বীথি নাকি খুব ভাল লেখাপড়া শিখ্‌ছে ?

সত্যেন্দ্র। সে এবার বি-এ দেবে।

ভবানী। বড়দার ওখানে গিয়েছিলে দাদা ?

সত্যেন্দ্র। বীথি বড্ড "কাকা কাকা" করে—ওর জন্যে মাঝে মাঝে যাই। তা সে তো বাপমার কাছে থাকে না—দিদিমার কাছে মানুষ, সেখানেই থাকে।

ভবানী। বীথি কত বড় হ'য়েছে দাদা ?

সত্যেন্দ্র। আঠার উনিশ বছর হ'ল আর কি।

ভবানী। বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করে—বিয়ে হয়নি আজও ?

সত্যেন্দ্র। এখনি বিয়ে কিরে ? বি-এ পড়্‌ছে--বি-এটা পাশ করুক্। বড়বৌদির ইচ্ছে, তাঁর মত তাঁর মেয়েও বিলেত যায়।

ভবানী। তবে বিয়ে দেবে—ওমা কি ঘেন্না! আচ্ছা দাদা, ওরা কেবল মেয়েকে পড়াতেই চায়—বিয়ে দিতে চায়না ? মেয়েমানুষকে অতো পড়িয়ে যে কি হবে, তাতো বুঝিনে!

সত্যেন্দ্র। না, পড়িয়ে কিচ্ছু হবে না—বিয়ে দিলেই চতুর্ব্বর্গ ফল হবে!

ভবানী। আচ্ছা দাদা, বড়বৌদি দিনরাত জুতোমোজা প'রে থাকে, ইংরিজীতে কথা বলে, পাঁউরুটী আর মুরগীর মাংস খায় ? মাগো, ওয়াক্—কি করে যে পারে! আচ্ছা দাদা, বড়বৌদি সিঁথেয় সিঁদূর পরে না—পায়ে আল্‌তা দেয় না ?—

সত্যেন্দ্র। জানিনে বাপু! একদিন সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব—গিয়ে দেখে আসিস্। সাহেবমেমের যুগল মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক ক'রো!

ভবানী। কত মেম শুনেছি বাঙালী বিয়ে ক'রে শাঁখা পরে, খদ্দরের লালপেড়ে শাড়ী পরে, আল্‌তা পায় দেয়, পান খায়—আর বড়বৌদি বাঙালীর মেয়ে হ'য়ে কি ক'রে যে মেম সেজে থাকে—মাগো!

সত্যেন্দ্র। সাধে আর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ব'লেছে!—তোমাদের মত যারা পর্ণসিদ্ধ মা করে, আর ভাতডাল না রাঁধে, তাদের তোমরা মেয়ে-মানুষ ব'লেই গ্রাহ্য করনা—কেমন?

ভবানী। একশ' বার—হাজার বার!

সত্যেন্দ্র। তা সে কথা আমায় ব'লে আর কি লাভ? বড়বৌয়ের সঙ্গে যদি কখনো দেখা হয়—এই নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাস্। সহরের কলেজে পড়া মেয়ে তারা—পিয়ানো বাজিয়ে কেমন গান গায়; পারিস্ তোরা?—আমায় আর বকাস্নে! যা শুয়ে পড়্গে।

[সত্যেন্দ্রের প্রস্থান।

(দেবী প্রবেশ করিল)

দেবী। কি, ভাইয়ের সঙ্গে অত তর্ক কিসের?

ভবানী। তুমি আস্তে দেরী ক'চ্ছিলে ব'লেই তো দাদা আমার উপর চটে গিয়ে যা না তাই বল্লে!

দেবী। কি ব'ল্লেন?

ভবানী। আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে মেয়ে ওঁর ভাল লাগেনা—আমরা পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইতে পারিনে—

দেবী। পিয়োন আবার বাজায় কি করে? তারা তো ডাকের চিঠি বিলোয়!

ভবানী। দূর মুখ্পুড়ী—তুই আবার আমার উপর পণ্ডিত! সত্যি বউ, তুই এই দিনরাত সংসারের কাজকম্ম করিস—ফিট্ফাট হ'য়ে থাকিস্নে, দাদার তা ভাল লাগেনা!

দেবী। তুমি কি করে জান্লে? তোমার দাদার মনের কথা আমার চেয়ে তুমি ভাল জান নাকি?

ভবানী। আহা, কি কথার ছিরি! বলে—"যার জন্যে করি চুরি, সেই বলে চোর!"—আচ্ছা!

দেবী। না ভাই ঠাকুরঝি, রাগ করিস্‌নি—মাথা খাস্‌।

ভবানী। দাদা তোকে কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে মেম সাজিয়ে দেয় তো বেশ হয়!

দেবী। বরাতে থাকে—সাজ্‌তে হবে!

ভবানী। সত্যি বৌদি, দাদা যদি তোকে মেম সাজ্‌তে বলে—তুই সাজ্‌তে পারিস্‌?

দেবী। তোমার দাদার যদি সে সাধ থাকে—তো আমায় সাজাতে যাবেন কেন, একটী সত্যিকারের মেম বিয়ে করবেন! আমি পাড়াগেঁয়ে বৌ—গাঁয়ে আছি, গাঁয়েই থাক্‌বো!

ভবানী। কি জানি বৌদি, আমার যেন কেমন মনে হয়—এবাড়ীর পুরোণো চালচলন ছোড়দার ঠিক পছন্দ হয় না।

দেবী। যতদিন বাবা আছেন, ততদিন পুরোণো চাল চলবেই। তারপর উনি যখন কর্ত্তা হবেন—যা নতুন চালাতে চান, চল্‌বে।

ভবানী। ঐ দাদা আস্‌ছে, আমি চল্লাম বৌদি। দাদা কিন্তু বড় বোকা! বোঝেনা—এবাড়ীতে পুরোণো চাল আছে বলেই ওই পাড়াগেঁয়ে মেয়ে—না ব'ল্‌তে গায়ের গয়না সব খুলে দিয়েছিল—সহরের লেখাপড়া জানা মেয়ে হ'লে আর—

দেবী। আঃ ঠাকুরঝি—কি যে বলিস্‌! তোমার দাদা শুন্‌তে পাবেন যে।

[ভবানী চলিয়া গেল।

[সত্যেন্দ্র আসিল; দেবী বিছানা ঝাড়িতেছিল, নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইল]

সত্যেন্দ্র। আমি কি তোমার গুরুঠাকুর, যে বাড়ীতে এলেই এম্‌নি ক'রে আমার পায়ের ধূলো নেবে ?

দেবী। নিশ্চয়ই গুরুঠাকুর (মৃদুহাসি)! কেন, গুরুঠাকুর হ'তে তোমার আপত্তি আছে নাকি ?

সত্যেন্দ্র। দস্তুর মত আপত্তি! উঃ, সেই বেলা দশটায় বাড়ী এসেছি—আর এই রাত এগারটার পর তোমার দেখা পেলাম।

দেবী। কেন ?—দুপুরবেলা এসে আমি একবার দেখে গেছি ; তুমি তখন ঘুমুচ্ছিলে।

সত্যেন্দ্র। পূরো একটী ঘণ্টা তোমার আশায় হা-পিত্তিসে ব'সে, তারপর তুমি যখন কিছুতেই এলেনা—

দেবী। তখনই কি ক'রে আসি—তখনো বাবা বাইরের ঘরে যাননি যে !

সত্যেন্দ্র। তুমি এঘরে এলে বাবা আস্তে আস্তে বাইরের ঘরে চ'লে যেতেন !

দেবী। ছিঃ ! আচ্ছা, বাবা যা বল্‌ছিলেন—তাই কর না কেন ?

সত্যেন্দ্র। কি ব'ল্‌ছিলেন বাবা ?

দেবী। এখানকার ইস্কুলে মাষ্টারি !

সত্যেন্দ্র। চল্লিশ টাকার মাষ্টারি ক'ল্লে চার বছরেও তোমার গহনা শোধ হবে না।

দেবী। না হ'গ্‌গে ! গয়নার ভাবনায় আমার তো আর ঘুম নেই সারারাত !

সত্যেন্দ্র। তুমি খুব খুসী হয়েছ—না ?

দেবী। তুমি ভাল হ'য়ে পাশ ক'রেছ—লোকে তোমার সুখ্যাতি ক'র্‌ছে ; আমি খুসী হব না ?

সত্যেন্দ্র। আমার চেয়ে তোমার সুখ্যাতি কর্‌ছে বেশী; তোমার গহনা বেচা টাকায় আমি প'ড়েছি—পাশ ক'রেছি।

দেবী। গয়না বুঝি আমার?—বেশ বুদ্ধি তো তোমার!

সত্যেন্দ্র। তোমার গয়না না তো কার গয়না? তোমার বাবা কি আমায় গয়না দিয়েছিলেন নাকি?

দেবী। গয়নাসমেত আমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। তুমি আমার গয়না তো বিক্রী ক'র্‌তে পারই—আমাকেও বিক্রী ক'র্‌তে পার! কিন্তু তাই বলে আমায় বিক্রী ক'রোনা যেন সত্যি সত্যি!

সত্যেন্দ্র। (দেবীর হাত ধরিয়া পাশে বসাইয়া) দেবি, সত্যি ব'ল্‌ছি তুমি দেবী! তুমি আমার চেয়ে অনেক উঁচু, আমি তোমার যোগ্য নই!

দেবী। (প্রথমে কানে আঙ্গুল দিল; পরে প্রায় কানে কানে মৃদুহাস্যে) শোন—ঠাকুরঝি বল্‌ছিল, তোমার নাকি আমাদের মত পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের ভাল লাগে না—কল্‌কাতার পিয়োনবাজানো-মেয়ে নাকি তোমার পছন্দ! তাই যদি হয়, তুমি সেইরকম একটী মেয়েকে বিয়ে ক'রে এনো। আমি তাকে খুব যত্ন ক'র্‌বো—খুব ভালবাস্‌বো। আমি রাঁধ্‌বো আর তার পিয়োন শুন্‌বো—বেশ হবে!

সত্যেন্দ্র। আর বাবা সেই পিয়োন বাজনা শুনে তাকে যখন ঝাঁটা মেরে বিদেয় ক'রে দেবেন, তখন তার উপায় কি হবে বল? অবলা স্ত্রীলোক—একটী পিয়োন ঘাড়ে করে কার দোরে গিয়ে দাঁড়াবে বল দেখি!

(মুগ্ধভাবে হাসিল)

দেবী। হ্যাঁ—ভাল কথা, বড়দির সঙ্গে দেখা ক'রে আমার কথা তাঁকে ব'লেছিলে?

সত্যেন্দ্র। দেবী, তুমি পাগল—তাই ভাবছ, তারা এখানে আস্‌বে; তাঁরা এখন সাহেব-মেমসাহেব!

দেবী। বাঙালী মেয়ে, শ্বশুর এখনো বেঁচে আছেন—দু'দিন এসে শ্বশুরের সেবা ক'র্‌বেন না দিদি?

সত্যেন্দ্র। তাঁদের ধারণা, দুনিয়ার লোক তাঁদের সেবা ক'র্‌বে—তাঁরা কারো সেবা ক'রবেন না।

দেবী। তুমি যাওনি সেখানে?

সত্যেন্দ্র। না—দাদা-বৌদির কাছে যায়নি—যাওয়ার ইচ্ছেও নেই খুব বেশী। বীথির জন্যে যাই—তা সে ওঁদের ওখানে থাকে না।

দেবী। সত্যি, একদিন যেও—আমার কথা বড়দিকে বলো। আমার মনে হয়, আমি যদি যাই—তাঁদের সবাইকে ধ'রে আন্‌তে পারি।

সত্যেন্দ্র। এইবার ক'ল্‌কাতায় গিয়ে যাব সেখানে! হ্যাঁ, আমার মহা সৌভাগ্য—দাদা আমার খোঁজ নিয়েছেন, একখানা চিঠি দিয়েছেন!

দেবী। কবে চিঠি দিয়েছেন?

সত্যেন্দ্র। কাল রাতে চিঠি পেয়েছি।

দেবী। কি লিখ্‌ছেন?

সত্যেন্দ্র। লিখ্‌ছেন—তুমি এম-এতে First-class পেয়েছ দেখে খুব খুসী হ'য়েছি! পত্রপাঠ আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রো—আমি হয় তো তোমার জন্যে কিছু করতে পারি। এই যে সে চিঠি!

দেবী। দেখি—ওমা, এ যে ইংরিজীতে লেখা! ভাসুর হয় তো কি কাজ যোগাড় ক'রে দেবেন, কোন্ দেশে যেতে হবে—তার ঠিক নেই; তার চেয়ে তুমি বাবা যা ব'ল্‌ছেন তাই কর—গাঁয়ের ইস্কুলের মাষ্টারি কর।

সত্যেন্দ্র। শোন দেবী, আজ তোমায় বলি—আমার মনে খুব বড়

আকাঙ্ক্ষা, অতি বৃহৎ সাধ—আমি তোমাদের মত অল্পে সন্তুষ্ট হ'তে পারিনে! তুমি আমার ঘরে এসে ঘরের কাজ কর, বাসন মাজ, ধান সিদ্ধ কর, গরু বাঁধ—আমি সহ্য করতে পারিনে—আমার কান্না আসে! সাধারণের মত আমি থাকতে পারবো না—আমি খুব বড় হব—দিনরাত পরিশ্রম করবো। নিত্যি অভাবের ভিতর থেকে থেকে অভাবটাই আজ আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে। বাবা কখনো বেশী টাকা উপার্জ্জন করেন নি—উনি মাসে চল্লিশ টাকা যথেষ্ট মনে করেন; আমি তা মনে ক'র্‌তে পারিনে। ছেলেবেলা থেকে বড় দুঃখে বাবা আমাদের মানুষ ক'রেছেন—আমি চাইনে আমার ছেলেমেয়েরা আবার এইরকম দারিদ্র্যদুঃখ পায়!

দেবী। যদি গাঁয়ে থাকতে—আমি কাছে থাকতে পেতাম; বড় ইচ্ছে হয়—দিনান্তে একটিবার তোমার মুখ দেখি!

সত্যেন্দ্র। আমি কি শুধু নিজের জন্যেই টাকা উপার্জ্জন কর্‌তে চাই দেবী?—তোমরা যাতে সুখে থাক, বাবা বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট না পান—সেই জন্যই তো উপার্জ্জনের চেষ্টা। আমি যেখানে থাকবো—তুমিও সেইখানেই থাকবে; তবে আপাততঃ তোমার কোন আশঙ্কা নেই। আমি যা ক'র্‌বো, নিজেই ক'র্‌বো—দাদা আমার জন্যে কিছু ক'র্‌বেন না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা—জে. এন চ্যাটার্জ্জি এম-এ, বার-এট-লর বালিগঞ্জের বাড়ী—দ্বিতলের সুসজ্জিত কক্ষ—তাঁর বন্ধু মিঃ চ্যাটার্জ্জি এবং মিস্ ইলা চ্যাটার্জ্জি।]

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। যে ছেলেটীর কথা তুমি ব'ল্‌ছিলে, সেটী তোমার বিশেষ আত্মীয় ?

জিতেন্দ্র। My younger brother.

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তোমার নিজের ভাই ?

জিতেন্দ্র। সহোদর—

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তোমার ছোট ভাই ?—অথচ তাকে কোন দিন দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে না তো !

জিতেন্দ্র। Fond of democracy—মেসে থাক্‌তে ভালবাসে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। Politically inclined না তো ?

জিতেন্দ্র। না—সে সব হাঙ্গামা নেই। ভাল Scholar, rather a bookworm—রাতদিন পড়াশোনা নিয়েই আছে। এবার থেকে ভাবছি বাড়ীতেই রাখ্‌বো—দশজনের সঙ্গে একটু মেলামেশা ক'র্‌তে শিখুক্ !

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। কাগজে নাম দেখে—I fixed my mind on him. জাত মানি আর নাই মানি,—এতদিনের সংস্কার—মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ক'র্‌তে গিয়ে আগে নজর পড়ে ব্রাহ্মণের ছেলের উপর।

জিতেন্দ্র। Quite so—quite so ! অবিশ্যি আমি নিজেই তাকে খরচা ক'রে বিলেত পাঠাতে পার্ত্তেম ; but you know my ins and

outs—তোমার কাছে আর গোপন কর্ব্বার কিছু নেই—তুমি তো ভাই বাঙালী স্ত্রী নিয়ে ঘর কর। I have a wife who got her training in London; সুতরাং দর্জ্জির খরচাটা আমার অন্ততঃ পক্ষে তোমার তিন গুণ! I spend every pie I earn, and there are two unmarried daughters—বড়টীর বিয়ে দিয়ে বোধ করি জামাইটীকে বিলেত পাঠাতে হবে!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আমার হাঁড়ির খবর তুমি জান, তোমার হাঁড়ির খবরও আমার জানা আছে। Ila is my only daughter and I won't spare myself for her future. জামাইকে বিলেত পাঠানোর জন্যে যা খরচা লাগে, সে খরচ আমি ক'র্বো; but he sails alone—ইলা বাড়ীতে আমাদের কাছেই থাক্‌বে।

জিতেন্দ্র। Oh certainly! Let our homes remain primitive Hindu homes—বাড়ীর ভিতরটা যতখানি হিন্দু থাকে, ততই ভাল। আমার আর উপায় নেই—I am a doomed man!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। Mrs. Banerji কোথায়?—এখনো তাঁর দেখা নেই যে!

জিতেন্দ্র। বোধহয় toilet সারা হয়নি—এই সময়টীতে বেড়াতে বেরোন কিনা; তোমার মেয়েটীর তো বড় কষ্ট হ'চ্ছে—একা একা চুপ্‌টী ক'রে ব'সে আছে—Poor dear!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তা হোক্—তা হোক্!

(এমন সময় ফোন বাজিয়া উঠিল—জিতেন ফোন ধরিলেন)

জিতেন্দ্র। Hallo—কে?—সত্য? এস—এস; হ্যাঁ, এখন বাড়ীতেই আছি—দেখা হবে; একেবারে সোজা উপরে চ'লে আস্‌বে।

[মিসেস্ মায়া ব্যানার্জ্জি ও তার মধ্যমা কন্যা মিস্ গীতি ব্যানার্জ্জি সুসজ্জিত অবস্থায় প্রবেশ করিল]

গীতি। (ইলার নিকটে গিয়া) ওমা, ইলাদি যে—কতক্ষণ এসেছ ? গান গাইবে নাকি ? বাবা ; ইলাদি বড় ভাল গাইতে পারে।

মায়া। এই যে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জি ! নমস্কার—একেবারে ইলাকে সঙ্গে করে ?—হঠাৎ আমাদের এত সৌভাগ্য—পথ ভুলে নিশ্চয়ই ! সুষমাকে সঙ্গে ক'রে আনেন নি কেন ? অনেক দিন তাকে দেখিনি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তিনি আজকাল বেরুতে চান না বড়।

মায়া। A very bad sign. আপনি জোর ক'রে সঙ্গে নেবেন। I am afraid, she no longer feels a young woman.

ইলা। বীথি কোথায় মাসীমা ?

জিতেন্দ্র। সে তার দাদামশায় দিদিমার কাছে মামার বাড়ীতে থাকে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। (মায়ার প্রতি) আপনার মা বুঝি তাকে মানুষ ক'র্ছেন ?

মায়া। No—মানুষ তিনি করতে জানেন না ; or rather she forgot the art. She is making an ass of her.

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। কি রকম—কি রকম ? আপনি আপনার মায়ের উপর এত চট্‌লেন যে ?

মায়া। বাবা মা—দুইই ; আপনি শুন্‌লে আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবেন—Mr. Chatterji—বৃদ্ধ বয়সে বাবার ঘাড়ে আবার হিঁদুয়ানির ভূত চেপেছে—তিনি নাকি যৌবনে যে ভুল করেছিলেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করছেন। আর তাঁর প্রায়শ্চিত্তের medium হ'চ্ছে বীথি—সে নাকি কীর্ত্তন গায়,

শিবপূজা করে, গঙ্গাস্নানে যায়—Did you hear the like of it anywhere in the world ?

গীতি। দিদি কিন্তু খুব ভাল কীর্ত্তন গায় মা! আর সব এত ভাল ভাল শ্লোক শিখেছে—কেমন মুখস্থ ব'ল্লে—বড্ড ভাল!

মায়া। তুমি Tennyson থেকে recite ক'ল্লে পার্ত্তে।

গীতি। দিদি যখন শ্লোক বলে, সে কেমন ভাল শোনায়! বাবা, আমায় একখানা "চয়নিকা" বই কিনে দিতে হবে—তাতে সব ভাল ভাল বাঙ্‌লা পদ্য আছে।

জিতেন্দ্র। তোমার মায়ের sanction আগে নাও।

[দারোয়ান আসিয়া কার্ড দিল; জিতেন্দ্র সিঁড়ির দিকে গেলেন—সত্যেন্দ্র আসিল। সত্যেন্দ্র প্রবেশ করিতেই—সকলের দৃষ্টি তাঁর উপর পড়িল; ইলা একবার এক পলকের জন্য আগন্তুকের দিকে চাহিয়া দেখিল চারি চক্ষুর মিলন হইল—ইলা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল।]

জিতেন্দ্র। এস সত্য; Mr. Chatterji—my younger brother Satyendra Banerji, যার কথা হ'চ্ছিল—এবার এম-এতে ইংলিসে second stand করেছে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। Oh, I see! very glad to meet you.

(সত্যর করমর্দ্দন করিলেন)

জিতেন্দ্র। Mr. Chatterji, Bar-at-Law, my friend. ইনি তাঁর একমাত্র মেয়ে—Miss. Ila Chatterji. তোমার বৌঠাকরুণের সঙ্গে তোমায় বোধহয় আর introduce করে দিতে হবে না।

(মায়া সত্যকে শেকহ্যাণ্ড করিতে গেলেন, অনভ্যস্ত সত্য শুধু নমস্কার করিল)

মায়া। So glad to see you! তুমি বেশ ভাল পাশ করেছ দেখে বড় খুসী হ'য়েছি।

গীতি। কাকাবাবু, আপনি আমায় বাঙলা পড়াবেন? দিদি কেমন ভাল বাঙলা পড়ে।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। কাল রবিবার আছে—আসুন না, আমাদের দুই family নিয়ে একটা ছোটখাট steamer-party arrange করা যাক্—Mrs. Banerji?

মায়া। খুব ভাল কথা—কিন্তু এত শীগ্‌গির steamer যোগাড় হবে কেমন ক'রে? (মায়া জিতেন্দ্রের দিকে চাহিলেন)।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। সে ভার আমার উপর—I have one at my disposal. বেশ ভাল steamer—deck আছে, cabin আছে; তোমার কোন আপত্তি নেই তো?

জিতেন্দ্র। না—আপত্তি কিসের?

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আচ্ছা, তাহ'লে এখন উঠি। আমি সব ঠিক ক'রে রাত নটা সাড়ে নটায় তোমায় phone কর্‌বো—তোমার ভাইকেও সঙ্গে নিয়ে যেও।

জিতেন্দ্র। You may invite him personally.

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। ইলা, সত্যেনবাবুকে—তুমি নিমন্ত্রণ কর। He will be your guest.

ইলা। (অত্যন্ত লজ্জিতভাবে) Mr. Banerji—

সত্যেন্দ্র। থাক্ থাক্—আপনাকে অতো formality করতে হবেনা—আমি যাব কাল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তাহ'লে Mrs. Banerji, আপনি আর আপনার বন্ধু—আপনারা দুজনে manage the party.

মায়া। তাহ'লে আপনি ওঁকে phone না ক'রে আমায় phone ক'রবেন।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আচ্ছা—আজ তাহ'লে উঠি; এই ব্যবস্থাই পাকা রইল। এস ইলা!

[প্রস্থান।

মায়া। আমরাও একটু বেড়িয়ে আসি। সত্য, পালিয়োনা যেন—তোমার দাদার সঙ্গে একটু গল্পগুজব কর; আমি এখনই ফিরে আস্‌ছি—এস গীতি!

[প্রস্থান।

জিতেন। ব'স সত্য—তোমার সঙ্গে কথা আছে। আমার চিঠি পেয়েছিলে?

সত্য। হ্যাঁ, পেয়েছি।

জিতেন। আস্‌তে দেরী হ'ল যে?

সত্য। আমি কলকাতায় ছিলাম না—আজ সকালে এসেছি।

জিতেন। কোথায় গিয়েছিলে?—দেশে?

সত্য। হ্যাঁ।

জিতেন। বাড়ীর খবর কি? বাবা কেমন আছেন?

সত্য। সে খোঁজে আর আপনার কি দরকার বলুন?—আপনি তো কখনো তাঁর খোঁজ নেন না।

জিতেন। না নিই না—একথা সত্যি। আজ বার বছর আমি বিলেত থেকে ফিরে এসেছি—এই বার বছরের ভিতর বাবাও কি একদিন আমার খোঁজ নিয়েছিলেন?

সত্য। কতবড় প্রচণ্ড আঘাত আপনি তাঁর বুকে দিয়েছেন, এ ধারণা যদি আপনার থাকতো দাদা!

জিতেন। তোমার বিশ্বাস, সে ধারণা আমার নেই ?

সত্য। না নেই। আপনি যদি একবার তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন।

জিতেন। ক্ষমা কেন চাইব সত্য, আমি তো কোন অপরাধ করিনি। বিনা অপরাধে তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন।

সত্য। তিনি আপনাকে ত্যাগ করার আগেই কি আপনি তাঁকে ত্যাগ করেন নি ?

জিতেন। তুমি তখন খুব ছোট, সব কথা জাননা—সব কথা বুঝবার বয়সও তোমার হয়নি তখন। বিলেত থেকে আমি বাবাকে উপরি উপরি তিনখানা পত্র লিখি। দুখানা পত্রের তিনি কোন উত্তর দেন নি। তৃতীয় পত্রের উত্তর এল। একটী মাত্র কথা তাতে লেখা—"তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। কখনো এ ভিটেয় এসো না—আমায় তোমার মুখ দেখিয়ো না"। জীবনের অনেক ঘটনা ভুলেছি। যেদিন মা মারা যান, সেদিনের কথা ভুলিনি—আর ভুলিনি, সেই পত্রের ভাষা ! পত্রখানা দেখ্‌তে চাও, দেখাতে পারি—এখনো যত্ন করে রেখে দিইছি।

সত্য। এ চিঠির কথা আমি শুনিনি দাদা ! তবু আমার মনে হয়—আপনি যদি একবার যেতেন !

জিতেন। তিনি আমার মুখ দেখ্‌তেন না—মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতেন। তিনি আমার জীবনে যে ক্ষতি ক'রেছেন—এমন ক্ষতি কেউ করেনি। তিনি আর আমার শ্বশুর সুবিনয়বাবু দুজনে মিলে আমার জীবন নষ্ট ক'রেছেন।

সত্য। আপনি যশ পেয়েছেন, মান পেয়েছেন, অর্থ, পদবী—সংসারে সুখের দিনে লোকে যা চায়—তার সবই পেয়েছেন প্রচুর পরিমাণে ! আপনি তবু ব'ল্‌তে চান, আপনার জীবন নষ্ট হ'য়েছে !

জিতেন্দ্র। বাইরে থেকে দেখ্‌লে লোকে আমায় ভাগ্যবান বল্‌বে—ব'লেও! তোমাকে কিন্তু আমি ব'ল্‌ছি—তুমি আমায় বিশ্বাস কর সত্য, আমি বড় দুর্ভাগা! আমার অন্তর হাহাকার কচ্ছে—জীবনে আমি যা চেয়েছিলাম, তা পাইনি!

সত্য। আপনি কি জীবনে যশ আর অর্থ চান্ নি কোনোদিন?

জিতেন্দ্র। না—কল্‌কাতার সহর কোনদিন আমার ভাল লাগেনি; not even your London! লণ্ডনের কোন impression আমার মনে নেই; শুধু মনে আছে, লণ্ডনের বাইরে পল্লীগ্রামের গৃহস্থ ইংরেজের সৌজন্য—আমার খুব ভাললাগতো! সেখানকার ছেলেমেয়েরা খুব ভাল! তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার কর্‌তে জানে। তাদের সঙ্গে মিশে এই কথাটাই আমার বার বার মনে হ'য়েছে—মানুষ যদি জন্মভূমিতে থাকে, তবেই তার সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়!

সত্য। বাবারও তাই মত, যদিচ আমি তা মনে করিনে।

জিতেন্দ্র। তুমি তা মনে কর্‌বে কোত্থেকে?—তোমার মন আজও গ'ড়ে ওঠেনি। কি জানি, I feel foolish and sentimental to-night!

(জিতেন্দ্র হুইস্কি ও সোডা বাহির করিলেন)

সত্য। আমি শুনেছি, আপনি বড্ড বেশী মদ খান—আপনার শরীর ভেঙে যাচ্ছে।

জিতেন্দ্র। থাক্‌না—কি আবশ্যক সুস্থ শরীরে? পোষাকী জীবনে দিনরাত পোষাকী কথা ব'লে ব'লে ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি! তোমার সঙ্গে দুটো প্রাণের কথা ব'ল্‌বো। কখনো বলিনি, এমন সংস্কার হয়ে গেছে—প্রাণের কথা ব'ল্‌তে গেলে মনে হয় weekness—তাই ভাব্‌ছি চক্ষু-লজ্জাটা কাটিয়ে নিই!

সত্য। কতদিন থেকে মদ্য পান করছেন ?

জিতেন্দ্র। বহুকাল—যেদিন বাবা ত্যাজ্য পুত্র ক'রলেন—সেই রাত্রে প্রথম পান করি। জান সত্য—প্রথম প্রথম বিলেত গিয়ে নিরামিষ খেতাম্—bread and butter, ফল আর দুধ। তারপর এখন তো অগ্নিদেব—সর্ব্বভুক্, কিছু বাদ যায় না—চতুষ্পদের মধ্যে তক্তপোষ, চেয়ার, বেঞ্চি—জলচরের মধ্যে নৌকো—আর খেচরের ভিতর ঘুড়ি! তোমার বৌদিও ঠিক যোগ্য সহধর্ম্মিণী—কিছু বাদ দেন না!

সত্য। আঃ—কি যে বলেন! আমি উঠি দাদা—আপনার ও হাসি আমার ভাল লাগ্ছে না।

জিতেন। না না ব'স—আমি হাস্ব না। হাসি কি অমনি সোজা ব্যাপার—হাস্লেই হ'ল? এ হ'ল clownish laughter! তোমার মনে পড়ে আমাদের গ্রামের নিধিরাম বাগ্দীকে?—মনসার ভাসানের দলে "গোদা" সেজে গান গাইতো—"মাছ ধরি মাছ ধরি ব'লে ব'য়ে গেল বাজার বেলা!" হ্যাঁ, লোকটা হাস্তেও জান্তো—হাসাতেও জান্তো।

সত্য। না—আমি উঠি দাদা!

জিতেন্দ্র। তোমার বৌদি যে ব'সতে ব'লে গেলেন।

সত্য। আর একদিন বরং আসবো—আজ আর ভাল লাগছে না।

জিতেন্দ্র। দু'একটী কাজের কথা আছে—যেজন্যে তোমায় ডাকা।

সত্য। বলুন!

জিতেন্দ্র। তুমি এম-এ পাশ ক'রে এখন কি ক'রবে স্থির ক'রেছ?

সত্য। কিছুই স্থির করিনি।

জিতেন্দ্র। কোন্ লাইনে গেলে উন্নতি ক'রতে পারবে মনে কর!

সত্য। আপনি আমার জন্যে কি কর্ত্তে পারেন তাই বলুন—তারপর আমি চিন্তা ক'রে দেখি।

জিতেন্দ্র। (কাছে আসিয়া অনেকক্ষণ মুখের দিকে চাহিয়া) You are ambltious I think! Civil serviceএ যেতে চাও—না Barrister হবে ?—আজকের দিনে Civil service is better.

সত্য। কি ব'ল্ছেন—যা মনে আস্ছে!

জিতেন্দ্র। নারে না—যা খুসী তাই ব'ল্ছিনে। তোমার বিলেত যাওয়ার ইচ্ছে আছে? থাকে তো আমায় বল!

সত্য। কে খরচা দেবে?

জিতেন্দ্র। ধর, আমিই যদি দিই। তুমি যাবে কিনা তাই বলনা।

(মায়া ও গীতির পুনঃ প্রবেশ)

মায়া। My God!

সত্য। বৌদি ফিরে এলেন?

মায়া। হ্যাঁ; গীতি যাও—পড়ার ঘরে যাও; এখনি তোমার governess আস্বেন।

গীতি। কাকাবাবু, আপনি আজ এখানে আছেন তো? আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবেন না!

[গীতির প্রস্থান।

সত্য। আচ্ছা মা!

মায়া। একটু বাইরে গেছি—আর তুমি whisky নিয়ে ব'সেছ?—horrible!

জিতেন। Don't get cross, my sweet! I surrender myself to you—তুমি যা হাতে ক'রে দেবে! Well, sit down my dear. হ্যাঁ—সত্য, তোমায় যা ব'ল্ছিলাম—তার কি উত্তর দিচ্ছ?

মায়া। কি কথা হ'চ্ছে—আমি শুনতে পারি কি ?

জিতেন। Certainly—আমি সত্যকে ব'ল্‌ছি, ও বিলেত যেতে রাজি আছে কিনা।

মায়া। যদি যেতে রাজি থাকে—তাহ'লে কি হবে ?

জিতেন। আমি পাঠাতে পারি।

মায়া। (ব্যঙ্গ হাস্য) তুমি ?

জিতেন। Yes—I—why not ?

মায়া। যতক্ষণ নেশা আছে তোমার বিলেত কেন সত্য, উনি তোমায় রকেটে ক'রে চন্দ্রলোকে পাঠিয়ে দিতে পারেন।

জিতেন। না—সত্যি মায়া I can manage, I tell you তুমি বলই না সত্য !

মায়া। Oh, I see ! তাই নাকি !

জিতেন। হ'তে পারে—বলা যায় কি !

মায়া। হ্যাঁ, ও আবার বিলেত যাবে—তুমিও যেমন ! ও আমারই ছোঁওয়া খায় না—পাছে ওর জাত্ যায় !

সত্য। না—এ কলঙ্ক আর রাখ্‌ছি নে বৌদি, আজই আপনার এখানে খাব।

মায়া। আমার এখানে খাওয়া আর বিলেত যাওয়ায় অনেক তফাৎ ভাই !

সত্য। বাবা বৃদ্ধ হ'য়েছেন ; আপনারা যখন যান, তখন তিনি প্রৌঢ়—তাঁর আঘাত সইবার শক্তি ছিল। আমি বিলেত গেলে তিনি বড় কষ্ট পাবেন !

মায়া। তুমি যেতে পারবে না।

সত্য। কেন ?

মায়া। তুমি স্কুল মাষ্টারি ক'র্‌বে—কিম্বা বড় জোর Writer's buildingsএ কেরাণী হবে।

সত্য। কেন, এসব কথা কেন বল্‌ছেন ?

মায়া। জগতে যারা উন্নতি করে, তারা তোমার মত বুড়ো বাপের ভাবনা ভাবেনা।

সত্য। বৌদি, আপনি তাঁর ভাবনা না ভাব্‌তে পারেন; তিনি তো আপনার কেউ নন—স্বামীর বাপ! দরিদ্র ব্রাহ্মণ, টাকাকড়ি নেই—ইংরিজী লেখাপড়া জানেন না। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি দাদা, এখন বাবাকে ছেড়ে যাওয়া কি উচিত হবে আমার পক্ষে ?

জিতেন। সেটা তোমার কর্ত্তব্য—তুমি বুঝবে ভাই! You manage your own affairs! আমি শুধু তোমায় বল্‌ছি—তুমি যদি বিলেত যেতে চাও, আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

মায়া। তুমি এ ব্যাপারে হাত দিতে যেও না। ওঁরা কোনদিন আমাদের interference পছন্দ করেন না, সত্য তো ছেলেমানুষ, ওর কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভাল মনে করে করবে, তোমার বাবা মনে করবেন—ছেলেটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিলে। তিনি দু'শ বছর আগেকার মানুষ—তিনি হিন্দুসমাজকে সত্যযুগের সমাজ ক'রে তুল্‌তে চান! Certainly we are not to blame, if we live with the times.

জিতেন। তোমার বৌদি নেহাৎ মন্দ কথা বলেন নি—তুমি আগে মনঃস্থির কর। বাবাকে যদি সুখী কর্ত্তে চাও—তার পথ আলাদা; আর নিজে যদি বড় হ'তে চাও, তারও পথ প'ড়ে আছে।

মায়া। না—সত্য; তুমি তোমার মেসে ফিরে যাও; আমি

একদিনের জন্যে এখানে তোমায় জোর ক'রে খাইয়ে তোমার জাত মারতে চাই নে।

সত্য। আমার জাত অতো ঠুনকো না বৌদি! আপনার বাড়াতে একদিন খেলে আমার জাত নষ্ট হবে না।

মায়া। মনে থাকে যেন, আমাদের এখানে বাবুর্চিতে রাঁধে।

সত্য। আপনি আমায় অত কি ভয় দেখাচ্ছেন বৌদি?—personally আমার বাবুর্চির হাতে খেতেও আপত্তি নেই, বিলেত যেতেও আপত্তি নেই—আমি শুধু ভাবছি বাবার জন্যে।

মায়া। তুমি পারবে না—তুমি এ পথে এস না; এ বীরের পথ, যারা তোমার মত ভাবে, তারা এপথে যেতে পারে না।

সত্য। আপনি সত্যি বলছেন দাদা—বিলেত যাওয়ার ব্যবস্থা আপনি ক'রে দেবেন?

জিতেন। তুমি যদি কাল passport আর passage-এর ব্যবস্থা ক'রতে বল আমি কালই সে ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারি। তবু আমি তোমায় জোর করে বলতে পারছিনে, তুমি বাবাকে ছেড়ে বিলেত যাও।

সত্য। বাবা বড্ড conservative! আজকের দিনে অতটা বাড়াবাড়ি করা অন্যায়—সে আমি বুঝি।

জিতেন। Nature takes revenge—যেখানে সীমা অতিক্রম করা হয়, সেইখানেই প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয়; প্রকৃতি কাউকে ক্ষমা করে না—বাপকেও না, ছেলেকেও না।

সত্য। আমি বিলেত যাওয়া অন্যায় মনে করি নে। higher scientific education যারা চায়, তাদের বিলেত যাওয়াই কর্ত্তব্য। আমি যদি বিলেত যাওয়ার সুযোগ পাই, আমি সে সুযোগ ছেড়ে—ছেড়ে দেব না।

মায়া। তোমার বাবা যদি দুঃখ পান ?

সত্য। নিজের বোকামি আর গোঁড়ামির জন্যে তিনি যদি দুঃখ পান, আমি আর কি কর্ত্তে পারি ?

জিতেন। Never mind—we shall be sorry for the poor old man ! আমরা সবাই তাঁর জন্যে দুঃখিত হব—সেইখানেই আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে। তুমি বিলেত যেতে প্রস্তুত ?—তাহ'লে আমি seriously চেষ্টা করি ?

সত্য। (অল্প চিন্তার পর কৃতসঙ্কল্প হইল) হ্যাঁ—আমি প্রস্তুত।

মায়া। দেখো—শেষে তোমার বাবার কাছে ফিরে গিয়ে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়ে নাকে কাঁদ্‌বে না তো ?

সত্য। আপনি আমায় কি মনে করেন—বলুন তো বৌদি !

মায়া। A coward ! রবিঠাকুরের কি কবিতা আছে না ?—

"আট কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধা জননি—
রেখেছ বাঙালী করি, মানুষ করনি।"

সত্য। আমি কবির এই ভুলটি সংশোধন ক'র্ত্তে চাই। আমি স্বীকার করি, আমি বাঙালী—আপনার মত বাঙালী হতে ঘৃণা বোধ করিনে। আমি কচি খোকা নই—আমি যা করি, নিজের দায়িত্বে করি। আমি বাঙালী। বাঙালী হ'লেই সে আর মানুষ হ'তে পারে না, একথা আমি মানিনে। কোন জাতের চেয়ে বাঙালী ছোট—আমি স্বীকার করিনে। আমি সেই বাঙালী—যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাত যে কাজ করে, সেই সব কাজ কর্ত্তে পারে ; আর সে সব কাজ করার পরেও খাঁটী বাঙালীই থাকে—আপনাদের মত সাহেব-মেমের অনুকরণ ক'রে একটা কিম্ভূত-কিমাকার হয় না !

মায়া। Three cheers for this new young hero of Bengal !

সত্য। বৌদি! আজ আপনি আমায় বিদ্রূপ ক'রতে পারেন, কিন্তু আপনার এই ঠাট্টাই আমার আশীর্ব্বাদ হবে। আজকের তরুণ বাঙালী যে কত বড় হ'তে পারে, সে ধারণা আপনার নেই!

জিতেন। এবার কিন্তু সত্য তোমায় সত্যি সত্যি হারিয়েছে।

মায়া। সত্য আগে বিলেত থেকে ফিরে আসুক, নিজের চোখে দেখি, ও কি চিজ দাঁড়িয়েছে—তারপর হার স্বীকার কর্ব্বো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চন্দনডাঙ্গা গ্রাম—উপেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্নের বাড়ী। রান্নাঘরের দাওয়া ও বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। উপেন্দ্রনাথ ঠাকুরঘরে পূজায় বসিয়াছেন। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া ভবানী ডা'ল ঝাড়িতেছিল। দেবী একঘড়া জল লইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। পূজার ঘর হইতে ঘণ্টা বাজিল। ধূপ, ধুনা, চন্দন, তুলসী ও সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে স্থানটী আমোদিত। ভিতর হইতে উপেন্দ্রনাথের উচ্চকণ্ঠে পূজার মন্ত্র শ্রুত হইতেছিল।]

উপেন্দ্র। (নেপথ্যে) 'দামোদর! ইহাগচ্ছ, ইহ তিষ্ঠ, ইহ সান্নিধ্যং কুরু, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু—মম পূজাং গৃহাণ।"

ভবানী। বউ!

দেবী। কি ঠাকুরঝি।

ভবানী। কাল ছোড়দার কোন চিঠিপত্তর পেয়েছিস্?

দেবী। কই—না!

ভবানী। বুধবারে একখানা চিঠি দিয়েছিলি না?

দেবী। উপ্‌রো-উপ্‌রি দু'খানা চিঠি দিলাম—একখানারও উত্তর এল না।

ভবানী। উপ্‌রো-উপ্‌রি তিন শনিবার গেল—বাড়ীও তো এলেন না!

দেবী। বোধ হয় কোন কাজকর্ম্মের সন্ধান পেয়ে কোথা[illegible]ছেন।

ক'ল্‌কাতায় থাক্‌লে, কি অসুখবিসুখ ক'র্‌লে,—হয় বাড়ী আস্‌তেন, না হয় চিঠি দিতেন।

ভবানী। কি জানি ভাই, মনটা কেমন ভাল নিচ্ছেনা ; আমি বরং একবার প্রকাশদাদের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। কাল শনিবার গেছে—প্রকাশদা হয় তো বাড়ী আস্‌তে পারেন।

দেবী। উনি আসেন নি—প্রকাশঠাকুরপো কি আর একা একা বাড়ী আস্‌বেন ! সব কাজ দুজনে একজোট হ'য়ে করেন।

ভবানী। বলাও তো যায় না। হয় তো ছোড়দা কোন নতুন কাজে ভর্ত্তি হ'য়েছে—রবিবারেও হয় তো সেকাজে ছুটী নেই।

দেবী। রবিবারে ছুটী নেই—এমন কাজ তিনি নেবেন না।

ভবানী। কেন, তোমার কাছে আস্‌তে পারবেন না ব'লে ?

দেবী। চুপ্‌ কর, বাবা শুনতে পাবেন যে !

ভবানী। তোমার দরদ বুঝে নিচ্ছি—তিন্‌-তিন্‌টে শনিবার বাড়ী এলনা, তোমার দুখানা চিঠির একখানারও উত্তর দিলনা ! ছোড়দার দেখ্‌ছি তোমার নন্দায়ের বাতাস গায় লেগেছে।

দেবী। সত্যি, এমন তো কখনো করেন না ! যখন কলেজ ছিল, তখনো এক শনিবার অন্তর বাড়ী আস্‌তেন ; আর এখন কলেজ নেই—পড়াশুনো নেই !

ভবানী। এবার বাড়ী এলে তুই ধ'রে পড়িস্‌—ব'ল্‌বি, তুমি দেশের ইস্কুলে মাষ্টারি কর। অত বেশী টাকা রোজ্‌গারের দরকার নেই, বাপু—কি হবে আমাদের বেশী টাকায় ? তুই ঠাকুরের ভোগ চড়িয়ে দিয়েছিস্‌ ?

দেবী। যাই ; ঠাকুরজামাই কোথায় গেলেন—নেয়ে নিলে পার্‌তেন

(হুঁকাকলিকা-হস্তে সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। বৌদি—ও বৌদি!

ভবানী। বৌদি ঠাকুরের ভোগ রাঁধ্‌তে গেলেন; কি ব'ল্‌বে—আমায় বল।

সুরেশ। তোমাকেই ডাক্‌ছি; একটু সাড়া নিয়ে দেখ্‌লাম, বৌদি নিকটে আছেন কি না।

ভবানী। আহা! কি ব'ল্‌বে বল?

সুরেশ। ব'ল্‌ছি—আগে এই ক'ল্‌কেটায় একটু আগুন দিয়ে আনো দেখি। শ্বশুরমশায়ের জ্বালায় তো আর তামাক খাবার উপায় নেই। একটীমাত্র হুঁকো—তিনি মৌরুসী নিয়ে বসে আছেন। একটু তোয়াজ করে তামাক খাওয়া যাক্, যা'তে কাজ হবে—এই নাও।

(সুরেশ কায়েমী হইয়া দাওয়ায় বসিল)

ভবানী। তুমি বাবার হুঁকোয় তামাক খাবে?

সুরেশ। কেন খাব না? আমি মুচিও নই, মুদ্দফরাসও নই—দস্তুর মত বামনের ছেলে—তোমার বাবার জামাই।

ভবানী। বাবা যে কারো হুঁকোয় তামাক খান্ না!

সুরেশ। তিনি জানতে পা'রবেন না। তাঁর পূজা আহ্নিক সেরে উঠতে এখনো পূরো একঘণ্টা!

ভবানী। তা হোক্—জান্‌তে পার্‌লে তিনি ও হুঁকোয় আর তামাক খাবেন না।

সুরেশ। আজ পূরো দুটো দিন তামাক খাইনি—আমার পেট ফুলে উঠ্‌ছে।

ভবানী। তুমি ও হুঁকো রেখে দাও; আমি সাতকড়ি কাকাদের বাড়ী থেকে অন্য হুঁকো চেয়ে আন্‌ছি।

সুরেশ। কি, আমায় অপমান?—এই তোমার পতিভক্তি! পতি পিতার চেয়ে মাননীয়, তা জান?

ভবানী। আমি এক্ষুণি হুঁকো নিয়ে আস্‌ছি; আমার ঘরে লুকিয়ে রেখে দেব—তুমি দিনরাত যখন ইচ্ছে তামাক খেতে পাবে।

সুরেশ। আচ্ছা যাও—শীগ্‌গির্ যাও। ভক্তিভরে হুঁকোটা নিয়ে আস্‌বে।

[সুমধুর হাস্যের সহিত ভবানীর প্রস্থান।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। কোথায় চ'লেছিস্ অমন হন্ হন্ ক'রে?

ভবানী। (নেপথ্যে) আস্‌ছি!

সুরেশ। ওকে কিছু ব'লবেন না বৌদি, ও দেবকার্য্যে চ'লেছে!

দেবী। তা বুঝিছি—তব কি কাজে গেল, শুনি? হুঁকোকল্‌কে আন্‌তে যাচ্ছে?—তা বেশ; ঠাকুরজামাই! এমনি যদি মাঝে মাঝে এখানে এসে থাক, তবু ঠাকুরঝির মুখে একটু হাসি ফোটে।

সুরেশ। এবার আপনি দেখুন না বৌদি, কি কাণ্ড করি—দিনরাত আপনার ননদের মুখে হাসি লেগে থাক্‌বে! আর আমি স্মৌ প্রতিজ্ঞাই করেছি, এখানকার মাটি কাম্‌ড়ে প'ড়ে থাক্‌বো—নড়বো না; শেষ আপনার কর্ত্তাটী এসে যখন ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা করবেন—তখন যে কি কর্‌বো, সেটী এখনো ঠিক ক'র্‌তে পারিনি।

দেবী। ধনঞ্জয়ের ব্যবস্থা হবেনা—তুমি ঠাকুর-ঝিকে নিয়ে এইখানেই থাক

তথাস্তু—বৌদি, আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন; আপনি

আপনার ননদকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারেন বৌদি, আমি নিজে খুব ভাল লোক—আর বৌকে ভালও বাসি ; তবে কি জানেন ? পাঁচজনের সংসার, দিনরাত তো আর বৌকে, মাথায় নিয়ে নাচ্‌তে পারিনে। এই যে—এস !

(ভবানী গুঁড়াকলিকা আনিয়া সুরেশের হাতে দিল)

সুরেশ। আপনি ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখুন বৌদি, ওই বলুক—আমার কথা সত্যি কিনা। হ্যাগা, আমি তোমায় খুব ভালবাসিনে ?

ভবানী। (মৃদুস্বরে) মুখখানি না থাক্‌লে সত্যপীর হ'তেন।

দেবী। লক্ষ্মী দাদা, আর পাগলামি ক'রে পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে বেড়িও না—একটু মন দিয়ে সংসারধর্ম্ম কর।

সুরেশ। আমি তো আপনাকে বলেছি, এবার সংসারী হবই। ধরুন, প্রায় তিরিশ বছর বয়স হ'তে গেলো—এখনো সংসারী না হ'লে চলে ?—লোকে বে'বাউণ্ডুলে ব'ল্‌বে !

ভবানী। মুখে কথা ব'ল্লে যদি কাজকর্ম্ম সব হ'য়ে যেত, তাহ'লে—বুঝ্‌লে বৌদি, ওঁর মত ভাল লোক আর কাজের লোক ত্রিসংসারে নেই !

সুরেশ। আচ্ছা, আপনিই বলুন বৌদি—সেইটাই কি বেশ তুরীয় অবস্থা নয় ? সকাল থেকে তিনটী কি চারটী কথা—একটী নরম বিছানা আর গড়গড়া। তার উপর আপনার ননদ এসে মাঝে মাঝে—ওই এখন যেমন হাস্‌ছে, ওই রকম একটু ক'রে হেসে যাবে—ব্যস্‌ !

(সুরেশ গান ধরিল)

বাসনা ছিল যে মনে—
মনের কথা—জান্‌তোনা কেউ
রেখেছিলাম সঙ্গোপনে

ভবানী। কি কর—বাবা শুনতে পাবেন যে !

সুরেশ। ক'র্লে তো রসভঙ্গ ! এমন বেরসিক—বুঝলেন বৌদি !

দেবী। না ঠাকুরজামাই, তুমি গাও—তবে একটু আস্তে।

সুরেশ। আর কি এখন ভাব আস্‌বে !

(সুরেশ পুনরায় মৃদুগুঞ্জনে গান ধরিল)

নদীর ধারে একখানি ঘর
একটী কামিনী,
চাঁদনীরাতে বধূর সাথে মধু যামিনী !
ঘুরে বেড়াই আপনহারা—
যৌবনের ফুলবনে।
দিনের বেলা—সাহেববাড়ী
হাজার টাকা মাইনে—
বউ বলেন—"ভাত খাওসে"
আমি বলি—"চাইনে" !
সে যদি চায় বাঁয়ে যেতে
বলবো—"চল ডাইনে"।
কোন আশাই মিট্‌ল না সই—
রইল জমা—মনের কোণে ॥

সুরেশ। বুঝলেন বৌদি, এদিকে যৌবন-সায়রে ভাঁটা প'ড়্‌তে আরম্ভ কর্‌ল—সাধ আর মিট্‌লো না।

দেবী। উনি এসে তোমায় দেখ্‌লে কত খুসী হবেন !

সুরেশ। খুব খুসী হবেন না। সে যাক্—বাবা আর মাকে এবার ভারি ভয় করে এসেছি বৌদি !

দেবী। না না—ও সব কি ছেলেমানুষী ঠাকুরজামাই! বাপ-মা গুরুজন—তাঁদের মনে কষ্ট দিতে নেই!

সুরেশ। হ্যাঁ—সে তেম্নি বাপমাই বটে! গুরুলোক, মাথায় থাকুন—গুরুনিন্দে ক'র্‌তে নেই; কিন্তু অমন বাপ-মা যেন কারুর না হয়!

দেবী। কেন—কি ব'লেছিলেন তাঁরা?

সুরেশ। আমি বল্লাম, বউ নিয়ে আসি—অনেক দিন বাপের বাড়ীতে আছে,—আর বেশীদিন সেখানে রাখা ভাল দেখায় না। কেমন কিনা, সত্যি কথা ব'লেছি কিনা?

দেবী। হ্যাঁ, তাতো বটেই; তা তাঁরা কি বল্লেন?

সুরেশ। তাঁরা বল্লেন, ওর দাদা খৃষ্টান—বৌদি খৃষ্টান; ওরা ফাঁকি দিয়ে বিয়ে দিয়েছে—ও বউ নিয়ে তুমি ঘর ক'র্‌তে পাবেনা; তুমি আবার বিয়ে কর।

ভবানী। তুমি তাই ক'ল্লে পার্‌তে!

সুরেশ। শোন কথা বৌদি! আমি ওকে এত ভালবাসি—ওর জন্যে বাপমার সঙ্গে ঝগড়া করি, আর ওর কথাটা শুন্‌লেন একবার?

দেবী। সত্যি—তুমি ভালবাস ঠাকুরঝিকে?

সুরেশ। অবিশ্যি মাঝে মাঝে ঝগড়া করি, গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিই, কিন্তু তাই ব'লে ভালবাসবো না—আপনি বল্লেন কি বৌদি? বৌ হেন সামিগ্রী!

দেবী। তা তুমি তোমার বাবা-মাকে কি ব'ল্লে?

সুরেশ। দস্তুর মত ঝগড়া কল্লাম। আমি কি দুঃখে আবার বিয়ে কর্ত্তে যাব বলুন তো? আমার অমন সোনারচাঁদ বৌ! তার উপর বউ ভালবাসে, নিজের হাতে তামাক সেজে সাতকড়ি কাকার হুঁকো এনে লুকিয়ে তামাক খাওয়ায়—আমি সেই বউ ত্যাগ ক'রে আবার [illegible] ক'র্ব্ব!

(ভবানী মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল)

দেবী। ঠাকুরজামাই, তুমি বেশ হাসাতে পার মানুষকে—এত কথাও জান!

সুরেশ। এ'টা কি কথার কথা হ'ল বৌদি? আপনি কি বলেন! আমি এখনো কচি খোকা কিনা, বাপমার কথায় বৌ ছাড়্বো? আমি মুখের উপর জবাব দিয়ে এলাম, বৌ আনতো আনো—আর না আনতো, আমিই চল্লাম সেই খৃষ্টান বৌয়ের কাছে—দেখি, তোমরা কি ক'রে জাত বাঁচাও!

দেবী। তুমি নেয়ে এস ঠাকুরজামাই, খাওয়ার পর তোমার সব কথা শুন্‌বো! ঠাকুরের ভোগটা বেড়ে দিয়ে আসি ঠাকুরঘরে।

[প্রস্থান।

ভবানী। সত্যি, তুমি আমার জন্যে বাবা-মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছ?

সুরেশ। ক'র্‌বো না?—নইলে দু'বছর শ্বশুরবাড়ী আসিনি, আজই হঠাৎ এলাম কেন? তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, তখন তো অতো বুঝিনি—এখন যত বয়স হ'চ্ছে, যত জ্ঞান বাড়ছে, ততই বুঝ্‌তে পাচ্ছি—বউ কি বস্তু!

ভবানী। যা-ও; এমন কথা বল—সত্যি ব'ল্‌ছ কি [illegible] ক'র্‌ছ, তাও বুঝবার উপায় নেই। শেষ পর্য্যন্ত বাবা-মা কি ব'ল্লেন?

সুরেশ। বাবা মায়ের মত অতটা হাউড়ে না তো, বুদ্ধি শুদ্ধি একটু আছে। বাবা বল্লেন, দাদা খৃষ্টান—বাবা তো নয়; সে মেয়ে হিঁদুর সংসারে চল্‌তে পারে—হাজারখানেক টাকা ধ'রে দিক।

ভবানী। বাবা আবার টাকা দেবেন?

সুরেশ। আমার বাবার তাই ইচ্ছে।

ভবানী। তুমি কি ব'ল্লে?—তোমারও তাই মত?

সুরেশ। আমি ব'ল্লাম। টাকা তিনি দিতে পারেন—তোমার মত অত নীচু তাঁর মন না। যার একছেলে ব্যারিষ্টার আর এক ছেলে এম এ পাশ, হাজার টাকা তার হাতের ময়লা—টাকা তিনি দিতে পারেন। কিন্তু তোমায় কেন দেবেন? তুমি তাঁর কে? দিতে হয়, তাঁর এমন নন্দদুলাল জামাই র'য়েছে—জামাইয়ের হাতে দেবেন কেমন—মন্দ ব'লেছি?

ভবানী। বুঝেছি—তাই দু'বছর পরে শ্বশুরবাড়ী এসেছ। টাকা আদায় কত্তে—আমার জন্যে নয়! তাই তো ভাবি, আমার এমন ভাগ্যি হবে!

সুরেশ। তুমি বোঝ ভাল—পাক দাও এলো। আরে, তুমিই তো টাকা - আমার ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সবই তো তুমি। তোমার নিলেই তো শ্বশুরমশায় হাজার টাকা দেবেন—অমনি তো আর দিচ্ছেন না।

প্রকাশ। (বাহির হইতে নেপথ্যে) ওরে ভবানী—ভবানী, দোরটা খুলে দেরে!

ভবানী। প্রকাশদা'র গলা যে! তাহ'লে প্রকাশদা বাড়ী এসেছেন—র'সো, দোরটা খুলে দিয়ে আসি।

সুরেশ। কোন্ প্রকাশদা? তোমাদের পাড়ার প্রকাশ চৌধুরী?—কলকাতায় মেসে থাকে? র'সো, আমি আগে স'রে পড়ি—তারপর ওকে দোর খুলে দিও।

ভবানী। কেন, প্রকাশদাকে তোমার অত ভয় কিসের?

সুরেশ। গেল বছর পূজোর পর ওর কাছে মিথ্যে কথা ব'লে গোটা আটদশ টাকা ধার ক'রেছিলাম—শোধ দেওয়া হয়নি। যদি তাগাদা করে?

ভবানী। প্রকাশদা তেমনি মানুষ কিনা! কিন্তু তুমি কি ব'লে মিছে কথা ব'লে টাকা চাইলে?

সুরেশ। সত্যি কথা ব'ল্লে দিত না—তাই। যাক্, শাগ্‌গির ছাড়িয়ো—নইলে বাড়ী আসতে পার্ব্ব না। ভবানী, ছুঁকোটা—কি জানি, সে শালা আবার কতক্ষণ বোনের সঙ্গে আড্ডা দেবে!

[প্রস্থান।

ভবানী। কি যে বল!

[প্রস্থান।

(দেবীর প্রবেশ)

দেবী। ঠাকুরঝি—ঠাকুরজামাই! বারে মজা—কোথায় গেল এরা দুজন! এই যে ঠাকুর-ঝি—ওমা, সঙ্গে প্রকাশঠাকুরপো যে!

(ঘোমটা দিয়া একপাশে দাঁড়াইল)

ভবানী। তুমি যে বড় একা প্রকাশদা—ছোড়দা বাড়ী এল না?

প্রকাশ। বল্‌ছি—জ্যেঠামশায় কোথায়?

ভবানী। সব ভাল তো?

প্রকাশ। হ্যাঁ—শরীর ভাল আছে সত্যর। জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে একটু কাজের কথা ছিল—

ভবানী। তিনি তো পূজোয় ব'সেছেন—তায় শেষ হ'য়ে এল। ভোগ দিয়ে এসেছ বৌদি?

(দেবী মাথা নাড়িয়া জানাইল—দিয়াছে)

ভবানী। কি—খবর কি প্রকাশদা? তোমার মুখখানা যেন বড় গম্ভীর! [illegible] ঠিক ক'রে বল—ছোড়দা ভাল আছে তো?

প্রকাশ। ব'ল্লাম তো—শরীর ভাল! হ্যাঁরে—সুরেশ এসেছে নাকি? কোথায় গেল?

ভবানী। তোমার ভয়ে পালিয়ে গেল।

প্রকাশ। সত্য বুঝি তোকে ব'লেছিল?—তুই সেই কথা শুনে ওকে বুঝি-

ভবানী। সত্যি প্রকাশদা—আমি তার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানিনে। উনি নিজেই বল্লেন—নিজেই চলে গেলেন! সে কথা যাক্—তুমি ছোড়দার কথা বল। ছোড়দা ক'ল্‌কাতায় আছে তো?—তোমরা তো এক মেসে থাক?

প্রকাশ। এতদিন এক মেসেই ছিলাম। হপ্তাখানেক হ'ল, তোমার ছোড়দা আর মেসে থাকেন না!

ভবানী। মেসে থাকেন না তো, কোথায় থাকেন?

প্রকাশ। তোমার বড়দার বাড়ীতে।

ভবানী। বড়দার বাড়ীতে? তারা সাহেব—খৃষ্টান ব'ল্লেই হয় তাদের বাড়ীতে ছোড়দা কখনো এক ঢোক জল খেতেন না—আর এক সপ্তাহ সেইখানেই আছেন! (যেন সহসা মনে পড়িল) বড়দার কোন অসুখবিসুখ হয়নি তো—প্রকাশদা?

প্রকাশ। না; আমার সে বাড়ীতে প্রবেশনিষেধ—নিজে যাইনি তবে অসুখ কারো হয়নি, সে খবর আমি জানি।

ভবানী। এ যে আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রকাশদা! তুমি ঠিক ক'রে বল কি হ'য়েছে?

প্রকাশ। ব্যাপার গুরুতর; তোমাদের বল্লে তোমরা মনে কষ্ট পাবে—প্রতীকার কিছু কর্ত্তে পারবে না। না ভবানী, তুমি তোমার বাবাকেই ডাক। আমারও একটা কর্ত্তব্য আছে।

ভবানী। এতক্ষণ বোধ হয় ঠাকুরদের ভোগ দেওয়া হ'য়ে গেছে ; বৌদি, তুমি বাবাকে ডেকে নিয়ে এস।

[দেবী চলিয়া গেল।

ভবানী। আমি কিছু কিছু বুঝতে পাচ্ছি—ক'দিন ধ'রে ছোটবৌদির ডান চোখের পাতা নাচছে ; কাল জলের ঘাটে প'ড়ে গিয়ে কপালখানায় এমন লেগেছে !

প্রকাশ। আমি শুধু ভাবি ভবানী—তোদের মত মেয়েরা বাঙালীর ঘরে জন্মায় কেন ? তোরা যে কত বড়, সে তো কেউ কোনদিন বুঝবে না !

[চন্দন-চর্চ্চিত ললাট, পরিধানে পট্টবস্ত্র, গায়ে নামাবলী
উপেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন—পিছনে দেবী]

উপেন্দ্র। কি প্রকাশ, তুমি আমায় ডাক্‌ছিলে ? কতক্ষণ এসেছ ?

প্রকাশ। এই কতক্ষণ ! আপনি বসুন।

উপেন্দ্র। সত্য এলনা বুঝি ?—ভাল আছে তো ?

প্রকাশ। হ্যাঁ—তার শরীর ভালই আছে। একটী অপ্রিয় খবর দেব জ্যেঠামশাই ! কর্ত্তব্যবোধে দিতে হ'চ্ছে—আমার অপরাধ নেবেন না।

উপেন্দ্র। অপ্রিয় সত্য যে কর্ত্তব্যবোধে বলে, সে তো শক্তিমান পুরুষ ; তার তো অপরাধ হয়না—তুমি বল !

প্রকাশ। আমি আগেই ভবানীর কাছে কিছু ব'লেছি ; সত্য আজ প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল, আমাদের মেস্ ছেড়ে জিতেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে—আর সেইখানেই আছে।

উপেন্দ্র। কোন্ জিতেনবাবু ?

প্রকাশ। আপনার বড় ছেলে.—যিনি ব্যারিষ্টার।

উপেন্দ্র। ওঃ—আমাদের বড়সাহেব? তাঁর ওখানে সত্য আছে এক সপ্তাহ! তা'হ'লে তিনিও এতদিনে ছোটসাহেব হ'য়েছেন। হুঁ—এই কথা! তা কবে বিলেত যাচ্ছেন ছোটসাহেব?

ভবানী। না না—ও সব আপনি কি ব'ল্‌ছেন বাবা! বড়দার কাছে গেলেই কি বিলেত যাবেন? বড়দা ডেকেছেন—তাই।

উপেন্দ্র। বড়দা ডেকেছেন! ভবানী, আজ বারো বচ্ছর তোমার বড়দা বিলেতফেরত ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছেন—ক'দিন তিনি ছোট ভা'য়ের খোঁজ নিয়েছেন? এই বারো বছরের প্রত্যেক দিনটীর কথা আমার মনে আছে; কই, একদিনও তো বড়সাহেব ভা'য়ের কথা মনে করেন নি—এই বুড়ো পূজুরী বামনের কথা মনে করেন নি?—আজ তাঁর ভা'য়ের উপর দরদ উথ্‌লে উঠেছে—কেমন? তুমি জান প্রকাশ, কবে সে হতভাগাটা বিলেত যাবে?

ভবানী। বাবা, আপনি আগে প্রকাশদার কাছে সব কথা শুনুন।

উপেন্দ্র। আমার আর শুন্‌তে হবে না কিছু ভবানী! আমি জানি—সব জানি। ওই দামোদর আমার কানে কানে সব কথা বলে দেন—ভালকথা, মন্দকথা—সব! আচ্ছা, তুমি বল প্রকাশ! তোমার মুখ থেকেই শুনি।

প্রকাশ। বিলেত সে যাবে—কবে যাবে এখনো বোধকরি ঠিক হয়নি।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—হ্যাঁ, যাবে বৈকি? দামোদর ব'লেছেন—আমার প্রাণ জান্‌তে পেরেছে—বিলেত না গিয়ে ওর উপায় কি? তার উপর দীক্ষাগুরু রয়েছেন বড়সাহেব—গুরুপত্নী রয়েছেন মিসেস্ মায়া ব্যানার্জ্জি! রমাপতি

শাস্ত্রীর নাত্‌বৌ, উপেন স্মৃতিরত্নের পুত্রবধূ—মিসেস্ মায়া ব্যানার্জ্জি! এ সেই মায়াবিনীরই কাজ! সে আমার বড় ছেলেকে পর করেছে—ছোট ছেলেকেও পর কর্‌লে! উঃ—প্রচণ্ড দুর্দ্দান্ত কলিকাল! রক্ষা নেই প্রকাশ—কারো রক্ষা নেই! কলিকালের কি লক্ষণ জান?—মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রে আছে, সদাশিব ব'ল্‌ছেন পার্ব্বতীকে—

"যদা স্ত্রিয়োঽতিদুর্দ্দান্তাঃ কর্কশাঃ কলহে রতাঃ।
গর্হিষ্যন্তি চ ভর্ত্তারং তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"

নইলে, জিতেনও বোধকরি আমার কথা একটু ভাব্‌তো। আমার অমন ছেলে—একেবারে ভেড়া ক'রে রেখেছে সর্ব্বনাশী! কলির প্রকোপ—নইলে এমন হবে কেন?

"যদা তু মানবাঃ ভূমৌ স্ত্রীজিতাঃ কামকিঙ্করাঃ।
দ্রুহ্যন্তি গুরুমিত্রাদীংস্তদৈব প্রবলঃ কলিঃ॥"

সবাই স্ত্রীজিত, কামকিঙ্কর—বাপ-মা, গুরুবন্ধু—কারো কথা শুন্‌বেনা। হাঁ, তারপর তোমার আর কি বল্‌বার আছে—বল!

প্রকাশ। বিলেত সে যাবেই—সে মনঃস্থির ক'রেছে। আমি তাকে অনেক বুঝিয়েছি, অবশ্য ঠিক বোঝাতে পেরেছি কিনা জানিনে!

উপেন্দ্র। না—তুমি পারনি। তুমি শুধু আমার দোহাই দিয়েছ—দুইএকবার হিন্দুধর্ম্মের দোহাই দিয়েছ। সে সব এমন কথা, যা তুমি নিজেই বিশ্বাস কর না। তুমি মনে কর, বিলেত যাওয়ায় কোন দোষ নেই। তোমার মত যারা ইংরিজী প'ড়েছে, তারা সবাই সেইরকম মনে করে—বিলেত যাওয়ায় দোষ নেই, মদ্যপানে দোষ নেই। আমি বল্‌ছি, অনধিকারীর পক্ষে মদ্যপানে যেমন দোষ, সমুদ্রযাত্রাতেও ঠিক্ সেই পরিমাণ দোষ। তুমি আমায় একটা মানুষ দেখাতে পার, যে বিলেত থেকে ফিরে এসেও নিষ্ঠাবান হিন্দু আছে—গুরু গঙ্গা নারায়ণ মানে?

প্রকাশ। আচ্ছা—আজ একথা থাক্ জ্যেঠামশাই! আমার সব কথা এখনো বলা হয়নি!

উপেন্দ্র। সব কথা বলা হয়নি? ও—আচ্ছা বল!

প্রকাশ। ভবানী—তোরা এখান থেকে চ'লে যা।

উপেন্দ্র। না—চ'লে যাবার দরকার নেই। বউমা, তুমি শোন,—তোমার বড় সাধ ছিল—তুমি এম-এ পাশের স্ত্রী হও—গায়ের সব গহনা খুলে দিয়েছিলে! ভয় কি মা, এম-এর উপর—বিলেত থেকে সাহেব হ'য়ে আস্‌বে! তোমার সম্মান বাড়্‌বে বৈ—কম্‌বে না! তুমি বল প্রকাশ; মা আমার বুদ্ধিমতী—উনি সবই বুঝ্‌ছেন—ওঁকে স্তোক্-বাক্য দিয়ে লাভ কি?

প্রকাশ। আমি আগে ভেবেছিলাম, জিতেনবাবুই বুঝি সত্যকে খরচ দিয়ে বিলেত পাঠাচ্ছেন; তারপর শুন্‌লাম, তা নয়—উনি খরচ দেবেন না।

উপেন্দ্র। উনি টাকা কোথায় পাবেন? আমি জানিনে?—টাকা রোজগার ক'র্‌লেই কি টাকা থাকে! আলক্ষ্মীকে নিয়ে সংসার—মালক্ষ্মী কৃপাদৃষ্টি দেবেন কেন? যা উপার্জ্জন হয়—সবই পেটায় স্বাহা! পেট-দেবতা, দেহ-দেবতার পূজোয় সব যায় প্রকাশ—কিছু থাকেনা, কিছু থাকেনা। আমি জানি, ওদের অনন্ত দুর্গতি—বড় হতভাগা ছেলে আমি জানি, ও টাকা দিতে পারবে না—ওর কিছু নেই! সত্যটা এমন আদেখ্‌লে—কোনদিন মনে হয়নি! তু ক'রে ডাক্‌লে—আর সেখানে গিয়ে উঠ্‌লো! খরচ কে দিচ্ছে?

প্রকাশ। সেইটেই সব চেয়ে ভয়ানক কথা—অন্ততঃ আমার কাছে!

উপেন্দ্র। কি, নতুন বিয়ে ক'রে শ্বশুরের টাকায় বিলেত যাচ্ছে?

প্রকাশ। আমি তাই শুনেছি।

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—তাই; এ সত্যই পারে—আর কেউ পারতো না। এক স্ত্রীর গহনা বেচা টাকায় যে এম-এ পাশ করে, বিলেত যাওয়ার জন্যে আর একবার বিয়ে করা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব প্রকাশ! এতখানি দরিদ্র জিতেনও না! ভবানী, এক ঘটী খাবার জল নিয়ে আয়!

[ভবানী চলিয়া গেল—দেবীও উঠিয়া ধীরে ধীরে
রান্নাঘরের দিকে যাইতে লাগিল]

উপেন্দ্র। বৌমা, শোন—যেওনা। হয়তো আরো কথা আছে—প্রকাশ হয়তো এখনো শেষ করেনি।

দেবী। ঠাকুরের প্রসাদ শুকিয়ে যাচ্ছে বাবা—আপনি তো অন্ন ভাত খাবেন না। আপনার ঠাঁই করে দিই!

উপেন্দ্র। আমার মত শ্বশুরকে তুমি ভাত বেড়ে দেবে মা—বাসি আখার ছাই খেতে দেবে না?

দেবী। ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বাবা, ও কথা মুখে ব'লে আমায় অপরাধী ক'র্‌বেন না!

উপেন্দ্র। আমার কি মনে হ'চ্ছে, জান বৌমা?—আমি তোমায় প্রবঞ্চনা ক'রেছি, তোমার বাবাকে প্রবঞ্চনা ক'রেছি—বি-এ পাশ দেখিয়ে একটা পশুর সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়েছি!

(ভবানী জল আনিল)

দেবী। আপনি ও কথা ব'ল্‌বেন না বাবা!

[প্রস্থানোদ্যত।

উপেন্দ্র। দাঁড়াও বৌমা! আজকের দিনটি ঠিক অন্যদিনের মত নয়—আমার জীবনের একটা বিশেষ দিন! আজকের ব্যবস্থা অন্য রকম। আজ ভাত না খেলেও চ'ল্‌বে।

ভবানী। বাবা, জল নিন্।

উপেন্দ্র। দাও—জল খাই!

(জল পান করিলেন)

উপেন্দ্র। প্রকাশ—এইবার বল। পাত্রীপক্ষ এ খবর জানে?

প্রকাশ। বোধহয় না। এখনো ফেরাবার সময় আছে। আমি সেই জন্যই আপনার কাছে এলাম। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?

উপেন। তোমার সঙ্গে—কোথায়?

প্রকাশ। ক'ল্কাতায়!

উপেন। দেখা হবে সে ভূত টুটোর সঙ্গে?

প্রকাশ। আপনি গেলে দেখা হবে বৈকি!

উপেন। তবে চল—একবার ঘুরে আসি!

(উঠিলেন)

ভবানী। সেকি বাবা, এখনি যাবেন কি?—আপনার মুখের ভাত, বাড়াভাত!

উপেন। বাড়াভাতে ছাই প'ল যে মা! উপযুক্ত ছেলে—

ভবানী। না বাবা—আপনি ওকথা বল্বেন না! আপনি কি ছেলেদের ভাত কখনো খেয়েছেন, যে, ছেলেদের ভাতের তোয়াক্কা কর্বেন? আপনার ব্রহ্মত্র জমির ধান—আপনার দামোদরের প্রসাদ।

উপেন। অপরাধ ক'রেছি মা! সত্যিই তো, দামোদরের প্রসাদ—ও আমার মাথার মণি! ট্রেণ কখন্ প্রকাশ?

প্রকাশ। সন্ধ্যের পর—রাত্রে।

উপেন। তবে আর কি?—এখনো অনেক সময়। বৌমা প্রসাদ

যাওগে। প্রকাশ, তুমি তাহ'লে সন্ধ্যার পরই এস—দামোদরের আরতি দিয়ে আমরা রাতের ট্রেণে যাব।

প্রকাশ। যে আজ্ঞে—সেই ভাল! তাহলে আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

দেবী। বাবা, আপনি যাবেন সেখানে? আমার মনে হয়, আপনার না যাওয়াই ভাল!

উপেন। তুমি তাই মনে কর মা?

দেবী। হ্যাঁ বাবা, আমি তাই মনে করি। তিনি যা ক'রছেন, তার ফলাফল—তার ভালমন্দ জেনেই কি ক'চ্ছেন না?

উপেন। তা বটে—তোমার কথাই ঠিক্ মা! ফেরাতে তাকে পারবো না বোধহয়। তবু একবার ঘুরে আসি বৌমা—শেষ হয়তো একটা আপশোষ থেকে যাবে। একবার যাই মা, দেখেই আসি—, আমার সাম্‌নে কি ক'রে মুখ তুলে দাঁড়ায়! তুমি যাও মা—যাও;—ভাত বাড়। আগে দামোদরের প্রসাদটা খেয়ে নিই, মনটা শুদ্ধ হ'ক্—তারপর বিচার ক'র্‌বো।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা ; জিতেন্দ্র ব্যানার্জ্জির বাড়ীর সুবৃহৎ হলঘর ;
ঘরে আর কেহ নাই—শুধু সত্য ও ইলা ;
সত্য মুগ্ধ ও গম্ভীরভাবে
বসিয়া আছে।]

সত্য। এখন আর বিলেত যাওয়া আমার কাছে প্রধান নয়—তুমিই আমার অন্তর আচ্ছন্ন ক'রে আছ। এর আগে আমার বাইশ বছরের জীবন আমার কাছে একেবারে তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। তোমায় দেখে আমি যেন নতুন জীবন নিয়ে ফিরে এসেছি—এ যেন আমার নবজন্ম!

ইলা। তুমি যদি বিলেত না যেতে!

সত্য। আচ্ছা ইলা, এর আগে আর কারো সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ হ'য়েছিল?

ইলা। সে কথা কেন?

সত্য। এমনি—মনে হ'ল! ব'ল্‌তে আপত্তি আছে?

ইলা। অনেক ছেলের সঙ্গে মিশ্‌বার সুযোগ আমার হ'য়েছে। মা তোমায় দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্লেন—এই তোর স্বামী; সেই জন্যই তোমার সঙ্গে মিশ্‌তে পেরেছি।

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। না—বীথি আমায় পাগল ক'র্‌বে দেখ্‌ছি! আজ এখানে এত বড় ব্যাপার, তোমাদের বিয়ের দিনস্থির হবে—a big social gathering! দশ জনের সঙ্গে আলাপ কর্‌বে, আমোদ আহ্লাদ কর্‌বে —এখনো তার দেখা নেই! বাবা আর মা ওকে একটী সং তৈরী

ক'র্‌ছেন! সেই বুড়োবুড়ী ছাড়া, আর কারো সঙ্গে ও মিশ্‌তে পারে না।

সত্য। বীথি আমার মা বৌদি! আমি তার সঙ্গে অনেকদিন দেখা করিনি, তাই সে আমার উপর অভিমান ক'রেছে। আপনি গাড়ী পাঠিয়ে দিন; যদি না আসে, আমি নিজে গিয়ে তাকে ডেকে আন্‌বো।

মায়া। হ্যাঁ—ইলা, গীতি তোমায় খুঁজ্‌ছে; তোমার কাছে কি গান শিখ্‌বে—তুমি ভিতরে যাও।

[ইলার প্রস্থান।

মায়া। You are a lucky chap! Ila will make a nice wife; তবে আমি তোমার দাদাকে যেমন শাসনে রেখেছি, ও তা পার্‌বে না!

সত্য। বৌদি, আমি বড় হতভাগ্য!

মায়া। না না—ও সব কি কথা! তুমি যাও, কাপড় চোপড়গুলো ছেড়ে তোমার দাদা যে নতুন Suitটা তৈরী করিয়ে দিয়েছেন, সেইটে পরগে। সাড়ে চারটা বেজে গেছে, আটটায় সব guestরা আসবেন; এখনো তোমার দাদার দেখা নেই! কোন কাজেরই তাড়া নেই—সারা জীবন এইভাবে ওঁকে টেনে নিয়ে বেড়াতে হ'চ্ছে—awful, awful!

সত্য। বউদি, আপনার কাছে আমার বিশেষ জরুরী কথা আছে। আমি আপনার সাহায্য চাই। আপনি আমায় রক্ষা করুন!

মায়া। কি—ব্যাপার কি ভাই! (নেপথ্যে জিতেনের গলা) ঐ যে তোমার দাদা আস্‌ছেন—just like him! যেন কোন কাজ-কর্ম্ম নেই সংসারে!

(অত্যন্ত চিন্তিতভাবে জিতেন্দ্রের প্রবেশ)

জিতেন। এই যে সত্য! বীথির কাছে তোমার সম্বন্ধে একটা কথা শুনলাম—কথাটা সত্যি?

সত্য। কথা সত্যি!

জিতেন। তুমি এতদিন আমায় জানাওনি কেন?

সত্য। বলবার সময় কই পেলাম দাদা! আপনারা এমনভাবে আমার হাতে স্বর্গ তুলে দিলেন—আমি ভাববার অবকাশ পেলাম না! আমার শুধু মনে হ'তে লাগল—আমার পূর্ব্বজন্ম শেষ হ'য়ে গেছে; আমি নবজন্ম পেয়ে নতুন জীবনের অধিকারী হ'য়েছি!

জিতেন। Not bad—rather a nice idea.

সত্য। সত্যি বলছি দাদা—আমি মোহগ্রস্ত! আমি কখনো মদ খাইনি; মাতাল কি রকম—আমি জানিনে; কিন্তু এই সাত আট দিন যে রঙিন নেশার ভিতর দিয়ে আমি চ'লেছি—আমি জানিনে, মদ খেয়ে সে নেশা কখনো হয় কিনা। উচ্চশিক্ষার মোহ, বড়লোক হবার মোহ, দেশভ্রমণের মোহ, সুন্দরী শিক্ষিতা স্ত্রীলাভের মোহ—এক কথায়, আজকের ইংরিজীশিক্ষিত যুবক যা কিছু চায়—তার সব পুরো মাত্রায় আমার হাতের কাছে এসে প'ল; অথচ আমি এর কিছুই কোনদিন পাইনি—পাব ব'লে আশাও করিনি!

মায়া। ব্যাপার কি? আমি তো তোমাদের কথা কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না!

জিতেন। সত্য বিবাহিত। দেশে ওর স্ত্রী বেঁচে আছেন।

মায়া। My God! তোমার বিয়ে হ'য়েছে—কই, এ কথা তো কোনো দিন আমাদের কানে আসিনি!

সত্য। আপনারা জানতে চাননি। বীথি জানে, আমি বিবাহিত—

আমি তাকে ব'লেছি। আপনারা তো কোন দিন আমাদের কথা ভাবেন নি!

মায়া। যাক্ যাক্—ওকথা ছেড়ে দাও। তুমিও আসনি—আমরাও খোঁজ নিইনি। এখন কি ক'র্বে?

সত্য। আপনারা আমায় যা করতে বলেন, তাই ক'র্বো। আমি স্বীকার ক'র্ছি, ইলাকে দেখে আমি তাকে ভালবেসেছি; কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিজের কাছে নিজে অপরাধী হ'চ্ছি। মনে হ'চ্ছে, এ সুখ আমার নয়—এ মরীচিকা! একদিন এর মায়া স'রে যাবে—সত্যের কঙ্কাল বেরিয়ে প'ড়্বে; সেদিন হয়তো যা আমার ছিল—তাও হারাব; যা পাইনি—তা কখনো পাবনা!

জিতেন। Fine! You are a poet my boy! I understand your situation; আগে জান্লে আমি এতদূর অগ্রসর হ'তাম না।

সত্য। এই সাতদিন আমি দিনরাত চেষ্টা ক'রেছি—সত্যি কথা ব'লতে পারিনি; আজ আমি ভাবছি—আমার অদৃষ্টে যা থাক্, আমি সবাইকে সত্যি কথা ব'ল্বো।

মায়া। তোমার অদৃষ্ট এখন আর একা তোমার অদৃষ্ট নয়! আজ যদি তুমি সত্যি কথা বল, সমাজে আমাদের যেটুকু মান-সম্ভ্রম আছে—সেটুকু আর থাক্বে না। এই ঘটনার পর তুমি তোমার বাবার কাছে পাড়াগাঁয়ে চ'লে যাবে, তোমায় কাউকে মুখ দেখাতে হবেনা। আমাদের অবস্থাটা কেমন হবে—সেটা বুঝ্তে পাচ্ছ? আজ বাদে কাল এই সমাজের ভিতরই আমার বীথির বিয়ে দিতে হবে,—দু'বছর পরে বীণার বিয়ে দিতে হবে।

জিতেন। Take your own time সত্য! Don't be rash!

সত্য। আপনারাই আমায় উপদেশ দিন, আমি কি কর্ব্বো। আমি নিতান্ত অসহায়!

মায়া। আমি তখনই তোমায় ব'লেছিলাম—ভাল ক'রে ভেবে দেখ; তখন তুমি bravado ক'র্‌লে। (জিতেনের প্রতি) আর তোমাকেও বলি, তখন একবার ওকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয় তো? তোমার মতন এমন আহাম্মক!

জিতেন। তোমাকেও ঠিক ঐ কথাই বলা চলে—darling!

(মৃদু হাসি)

মায়া। আর জ্বালিয়ো না—"darling"!

জিতেন। Please don't be rediculously serious! আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। well সত্য, তোমার এ জীবন কেমন লাগ্‌ছে? Do you like that girl Ila?

সত্য। আমি তার যোগ্য নই!

জিতেন। Don't you worry—তারজন্যে তোমায় ভাব্‌তে হবে না; আমরা তোমায় যোগ্য ক'রে নেব—তোমার বৌদির কাছে দুটী lesson!

সত্য। আমি তো আপনাকে ব'লেছি—আমার মনে হচ্ছে, এ সত্য নয়—ঐ মরীচিকা!

জিতেন। Life is not poetry! তুমি যদি পিছন দিকে ফিরে না চাও—কোন গণ্ডগোল নেই! কেউ তোমায় জিজ্ঞাসাও কর্‌বে না। আমি বুঝতে পার্চ্ছি, তুমি দোটানায় প'ড়েছ—Your past has its own charms!

মায়া। তুমি এদিকেও গাইছ—ওদিকেও গাইছ! এদিকে আমাদের লোকজন সব আস্‌বে রাত আটটায়—সেটী মনে থাকে যেন?

জিতেন। যখনই তুমি বাবার মনে কষ্ট দিয়ে বিলেত যাবে মনঃস্থ করেছ, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি তোমার অতীত পল্লীজীবনকে অস্বীকার ক'রেছ। বিলেত যাওয়ার মানে কি জান?

মায়া। বিলেত যাওয়ার আবার মানে কি?—বিলেত যাওয়ার মানে বিলেত যাওয়া—passport নিয়ে জাহাজে চড়া!

জিতেন। সবাই তাই মনে করে। আমি তোমায় বলছি সত্য—বিলেত যাওয়ার মানে তা নয়। বিলেত যাওয়ার মানে—You are prepared to face the uncertain—তুমি অনিশ্চিতকে বরণ ক'রে নিলে—অকূলে ভাস্‌লে!

মায়া। তুমিও তো দেখ্‌ছি তোমার ছোট ভাইয়ের চেয়ে কম কবি নও!

সত্য। আপনি তারপর বলুন!

জিতেন। এখন যেমন তুমি ইলাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়েছ, তেমনি সেখানেও এক শ্বেত বালিকাকে দেখে মুগ্ধ হ'লে—তুমি জাননা, কোন্ দিকে তোমার জীবন চল্‌বে। এমনো হ'তে পারে—যিনি তোমায় টাকা দেবেন বল্লেন, কিছুদিন দেওয়ার পর তিনি নিজে দরিদ্র হ'লেন—কি মারাই গেলেন—You have to earn your own livelihood there. তোমায় slum quarterএ গিয়ে থাকতে হ'ল—তুমি মদ খেতে শিখ্‌লে, চুরি কর্‌তে শিখ্‌লে, তোমার জীবন অন্যপথে চল্‌লো! After a couple years you are a thorough-bred criminal—তুমি এমন আটকে গেলে, আর ফিরতেই পার্লে না! সব জায়গাতেই সব দেশের মানুষ—ঠিক এইভাবে—কিছু কিছু র'য়ে গেছে—Wonderful romance of human history! এরো একটা দিক্ আছে—এরো একটা প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে—

(নেপথ্যে নীচে উপেন্দ্রনাথের কণ্ঠ)

উপেন্দ্র। দোনো সাহেব এই কোঠীমে হ্যায়? নেই নেই—আসল সাহেব নেই—কালা আদ্‌মী সাহেব?

মায়া। নীচে কে অমন চেঁচামেচি ক'র্ছে?

সত্য। বাবার গলা!

জিতেন। বাবা?—তিনি কল্‌কাতায় আসবেন কোত্থেকে? দিন রাত বাবার কথা ভেবে ভেবে—তুমি দেখ্‌ছি বাবার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ ক'র্‌লে!

সত্য। না দাদা—এ তাঁরই গলা। নিশ্চয় প্রকাশ দেশে গিয়ে আমার বিলেত যাওয়ার কথা বাবাকে জানিয়েছে। তিনি আমায় ফেরাবার জন্যে ক'ল্‌কাতায় এসেছেন।

মায়া। ডাক তাঁকে এখানে? তিনি হৈ হৈ ক'রে চীৎকার করুন—naked-body, bare-foot, মাথায় টিকি—আমায় দেখ্‌ছি এবার তোমরা পাগল না ক'রে আর ছাড়বে না!

সত্য। বউদি! আপনি কার সম্বন্ধে কি ব'ল্‌ছেন্? আপনি জানেন তিনি কে—তিনি কেমন? তিনি আপনার এখানে থাকবেন ব'লে আসেন নি।

জিতেন। আঃ—don't be silly সত্য!

সত্য। আমি silly হয়নি দাদা! silly হ'য়েছেন আপনার—

মায়া। বল—আর বাকী রাখ্‌লে কেন? ঐ জন্যে আজ বারো বছর তোমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিনি।

সত্য। আমার ঝকমারি হ'য়েছে—আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার ক'রেছি! আমি এখুনি চ'লে যাচ্ছি।

মায়া। Just like you! তুমি রাগ ক'রে চ'লে যাও—সবাই সব ঘটনা জানুক—তারপর আমার মুখে চূণকালি পড়ুক!

(বৃদ্ধ দারোয়ান চোবের প্রবেশ)

মায়া। কেয়া হ্যায় চোবে?

দারোয়ান। একঠো বুড়া পণ্ডিতজী আয়া হ্যায় হুজুর!

মায়া। ক্যা মাংতা?

দারোয়ান। দোনো সাহেবকো সাথ মুলাকাৎ মাংতা হ্যায়!

মায়া। আমি জানিনে বাপু—তোমরা যা জান, কর।

[ঝঙ্কার দিয়া প্রস্থান।

জিতেন। দেখো চোবেজী! পণ্ডিতজীকো বোলো—দোনো সাহেব বাহার গিয়া, কোঠীমে নেই হ্যায়!

সত্য। আপনি দারোয়ানকে মিথ্যে কথা বল্‌তে বল্‌ছেন?

জিতেন। আত্মরক্ষার জন্যে মিথ্যে বলায় দোষ নেই। চোবে তো মহাভারত প'ড়েছে, ও জানে। "অশ্বথামা হত ইতি গজঃ" ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ব'লেছিলেন।

(দারোয়ান চলিয়া গেল)

সত্য। আমি বাবাকে সঙ্গে ক'রে প্রকাশের বাসায় চ'লে যাই, তাঁকে সব বুঝিয়ে বলি।

জিতেন। কি তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌বে? তিনি সব বুঝ্‌তে পেরেছেন—তাঁর বুঝ্‌তে বাকী নেই কিছু। তুমি আর একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে তোমার সতীসাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ ক'র্‌ছ—তুমি না বল্লেও তিনি বুঝ্‌তে পার্‌বেন।

সত্য। তবে—আমি কি ক'র্‌বো?

জিতেন। Rather smoke a cigarette or drink a glass of champgne, if you like.

সত্য। দাদা—তুমি কি শয়তান!

জিতেন। Nothing of the kind! Only you are a sentimental fool—বাবার সঙ্গে দেখা ক'রবার সাহস তোমার আছে? তুমি বাহাদুর বটে!

সত্য। তাই বটে! বাবার সঙ্গে দেখা করা—

জিতেন। দুঃসাহসের কাজ! যদি দেখা কর, এ lifeএর সমস্ত prospect ছেড়ে দিয়ে তোমায় চ'লে যেতে হয়। আমি ব'ল্‌বখন, বর পালিয়েছে। তুমি সটান ওঁর সঙ্গে রাতের ট্রেণে দেশে চলে যাবে—আর কখনো কল্‌কাতায় আস্‌বে না—দেখ, রাজি?

(গীতির প্রবেশ)

গীতি। কাকা?—

সত্য। কি গীতি!

গীতি। এইদিকে একবার এস!

সত্য। কেন রে?

(নিকটে গেল)

গীতি। দেখ—ঐ দিকে; ইলা কাকীমা তোমায় ডাকছেন্—এই দিকে এস।

জিতেন। গীতি তুই যা—সত্য যাবেখন—একটু পরে!

[গীতির প্রস্থান।

জিতেন। You must make up your mind সত্য! Now or never—হয় ইলা, না হয় বাবা—There's no compromise!

সত্য। বাবা কি আমার অবস্থা বুঝ্‌বেন না?

জিতেন। তাহ'লে তুমি ওঁকে এখনো চেনো না! উনি বশিষ্ঠ বা বাণকাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ—আমাদের মত শুধু ব্রাহ্মণসন্তান না। উনি আমার অবস্থাই কখনো বুঝ্‌লেন না—তোমার অবস্থা তো আমার চেয়েও সাংঘাতিক!

সত্য। তাহ'লে বাবা এখানে এসে ফিরে যাবেন—আমাদের সঙ্গে দেখা হবে না?

জিতেন। তুমি দেখা ক'র্‌তে চাও, দেখা ক'র্‌তে পার—at your own risk. আমি এ'নরকে ওঁকে টেনে এনে ওঁর অপমান কর্ত্তে চাইনে! উনি দেবতা আছেন, দেবতাই থাকুন। আমি মানুষ—কোনদিন ওঁর নাগাল পাব না।

সত্য। দাদা পায়ের ধূলো দাও! তুমিই দেবতা—অন্ততঃ আমার দেবতা!

(পায়ের ধূলা লইলেন)

জিতেন। জান সত্য, কেন আমি বাড়ী যাইনে—কেন বাবার সঙ্গে দেখা করিনে? আমি জানি, আমি পতিত—স্বর্গচ্যুত। যেদিন নারায়ণ সাক্ষী ক'রে তোমার বৌদিকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রেছি, তারপর যেদিন থেকে ওঁর মনের পরিচয় পেয়েছি—সেইদিন থেকেই বুঝেছি, আমি পতিত। মাঝে মাঝে বাবার উপর অভিমান হয়; মনে করি, উনি যদি আমায় ক্ষমা কর্ত্তেন! আবার যখন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি, তখন বুঝ্‌তে পারি—আমার অপরাধের গুরুত্ব কত বেশী! উনি আমায় কিছুতেই ক্ষমা কর্ত্তে পারেন না! থাক্ থাক্—একটা জায়গা থাক্! সব গেছে—সব যাবে। জীবনে যখন কিছুই হাত্‌ড়ে পাব না, তখন শুধু এই কথাটাই মনে ক'রবো—আমরা বড় বাপের ছেলে!

(গীতির প্রবেশ)

গীতি। কই কাকা—এলে না? এস শীগ্‌গির ক'রে। ছোট কাকীমা তোমায় টেনে নিয়ে যেতে বল্লেন—এস!

জিতেন। যাও—যাও!

[ততক্ষণ গীতি সত্যকে টানিয়া লইয়া গেছে]

(দারোয়ানের পুনঃ প্রবেশ

চোবে। হুজুর—বুড়া পণ্ডিতজী তো হামারা বাত্ প্রত্যয় নেহি কিয়া।

জিতেন। ক্যা বোল্‌তা হ্যায়!

চোবে। বোল্‌তা হ্যায়, সাহেব লোক কোঠীমে হ্যায়—লেকেন, ওই সাহেব লোকই বোল্‌তা হ্যায়—তোম্ বোলো, নেহি হ্যায়।

জিতেন। একঠো কাম করো দারোয়ানজি! বুড়া পণ্ডিতজীকো সাথ কর্‌কে হিঁয়াপর লে আও; কোঠী দেখ্‌লেঙ্গে বোলো—ঈ ইয়্ তো শূন্ কোঠী হ্যায়। আমরা ভিতরে যাচ্ছি।

চোবে। জি—হুজুর!

[প্রস্থান।

(সত্যর পুনঃ প্রবেশ)

সত্য। দাদা!

জিতেন। এখন আর এ ঘরে নয়—চল বাড়ীর ভিতর যাই।

সত্য। কেন?

জিতেন। বাবা কথা বিশ্বাস করেন নি। আমি চোবেকে ব'লে দিলাম, সে তাঁকে উপরটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে; আমরা ততক্ষণ চোরের মত পালিয়ে থাক্‌বো—তাহ'লে আর ওঁর সঙ্গে দেখা হবে না।

সত্য। দেখা ক'র্‌বেন না কিছুতেই ?

জিতেন। আরে পাগল ?—দেখা কর্‌লে কি আর রক্ষে থাক্‌বে! শুধু তোমার ভবিষ্যৎ নয়, আমার বর্ত্তমান পর্য্যন্ত তাঁর পায়ের আঘাতে ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাবে! আমার অবস্থা হবে "ইতো নষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ"! না ভাই, আমার অত সাহস নেই। সিঁড়িতে ওই তাঁর পায়ের শব্দ পাচ্ছি, চ'লে এস—চ'লে এস!

[উভয়ের প্রস্থান।

(উপেন্দ্রনাথ ঘরে আসিলেন, সঙ্গে দারোয়ান ; চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন)

উপেন্দ্র। সত্যি, কেউ নেই দরোয়ানজি ?

দারোয়ান। কোই নেই হুজুর—আপ্‌তো হামকো বাত্‌ প্রত্যয় নেই কিয়া!

উপেন্দ্র। আমি হুজুরটুজুর নই বাবা—তোমারই মতন গরীব ব্রাহ্মণ! আমায় সমীহ ক'রে কথা কইবার দরকার নেই। আচ্ছা দরোয়ানজি, সত্যি কথা বলতো বাবা—সাহেবরা ছিল এখানে ; আমি এসেছি শুনে পালিয়ে গেল—কেমন ? আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে না—দেখা ক'র্‌তে চায় না। বাড়ীর ভিতর যে কেউ আছে, তাকে ডেকে নিয়ে এস—লক্ষ্মী বাবা! আমি তোমায় বড্ড জুলুম কচ্ছি—তা হোক্! যাকে হোক্, মেমসাহেব কিম্বা ছেলেমেয়ে যে আছে—যাও বাবা! এতদূর থেকে এলাম—একবার দেখা হবে না!

দারোয়ান। (একটু ইতস্ততঃ করার পর বলিল) হুজুর হামকো মাপ কিয়া। হাম্‌ গরীব আদমি হ্যায়—নোকর্‌ হ্যায়!

উপেন্দ্র। (মৃদু ম্লান হাস্য) দেখা ক'র্‌বে না কেউ—কেমন ? আর ডাকাডাকি কর্‌লে তোমার চাকরী যাবার ভয় আছে। আচ্ছা—আচ্ছা—থাক্ ; দেখা করার দরকার নেই। বসে থাক্‌লেও তাদের

ফিরবার কোন সম্ভাবনা নেই—কি বল দরোয়ানজি? তবে থাক্— শুধু শুধু ব'সে আর লাভ কি? আচ্ছা, আমি চল্লাম; আমার যাবার পথটা দেখিয়ে দিও তো বাবা!

[উভয়ের প্রস্থান।

[অত্যন্ত বিমর্ষ ও চিন্তিতভাবে সত্য প্রবেশ করিয়া একখানি সোফায় বসিল ; পরমুহূর্ত্তে মিঃ চ্যাটার্জ্জি প্রবেশ করিলেন]

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। একি, সত্য যে একা একা চুপচাপ ব'সে আছ? মিষ্টার ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জী কোথায়? গীতি গিয়ে ইলাকে আগে থেকে ধ'রে নিয়ে এল—সব কোথায় গেল?

(মিষ্টার ও মিসেস্ ব্যানার্জির প্রবেশ)

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আসুন, আসুন—মিষ্টার ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জী! একটু সকাল সকাল এলেম—Let's have a conference before we meet our guests. কোথায় বসাবেন—এইখানেই নাকি?

মায়া। না—আজ একটা special occassion, আজ এ'দের এখানে বসানো চলে না। আমি আমাদের বড় reception-hallটা সাজাতে বল্লাম।

জিতেন। তবে তাই চল—আমরা সেইখানে গিয়েই বসি। Let the younger folks have their chance!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। তুমি বেশ আছ মিষ্টার ব্যানার্জ্জী? এদিকে Love-making courtshipএর ব্যবস্থা ক'চ্ছ—আবার পুরুতঠাকুর ডাকিয়ে দিনক্ষণ যোগাযোগ দেখাচ্ছো?

মায়া। By jove! গোপনে গোপনে এই সব ব্যবস্থা ক'চ্ছ নাকি? তুমি আমায় না জানিয়ে পুরুত ডাকালে কেন?

জিতেন। কে পুরুত ডেকেছে, আমারই তো জানা নেই! তোমায় কে বল্লে Chatterji ?

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। Well, I saw the poor man going out—লোকটা আমায় কন্যাকর্ত্তা মনে ক'রেছিল নিশ্চয়ই!

জিতেন। তোমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। না—অতটা সাহস করেনি; তবে কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল বোধহয়—অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল।

মায়া। আপনি ব'ল্লেই পারতেন, আমাদের পুরুতের দরকার নেই!

জিতেন। যাক্ যাক্—ও সব কথা ছেড়ে দাও; পুরুত আমি ডাকাই নি।

সত্য। (সহসা উঠিয়া) পুরুত একজন ডাকাবেন দাদা! আমি হিন্দুবিবাহই ক'র্ব্বো। আপনার যদি আপত্তি থাকে—

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। Nothing of the kind!

মায়া। না, কেন?—কি দরকার! আমি ও সব বিশ্বাস করিনে!

মিঃ চ্যাটার্জ্জি। Well, well! Let the young man have his way! I have no objection.

জিতেন। তাই হবে—তাই হবে; এস, আমরা বড় hall-এ যাই।—Comeon Mr. Chatterji!

[সত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(সত্য উত্তেজিতভাবে ঘরের ভিতর বেড়াইতে লাগিল—এমন সময় ইলা আসিল)

ইলা। শোন!

সত্য। কি ইলা?

ইলা। তোমার কি হ'য়েছে আজ?

সত্য। কি হবে ইলা? কিছু হয়নি তো!

ইলা। না—নিশ্চয়ই কিছু হ'য়েছে ; তুমি আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইতে পাচ্ছনা।

সত্য। ইলা!

ইলা। কি—বল?

সত্য। তুমি কি আমার ভালবাসায় সন্দেহ কর?

ইলা। না!

সত্য। তুমি আমায় অবিশ্বাস কর না?

ইলা। না গো—না!

সত্য। ইলা! তুমি হয়তো জাননা, স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'র্ত্তে পারে—এমন স্বামীও সংসারে আছে!

ইলা। তুমি এমন সব আজগুবি কথা বল! আচ্ছা, তখন কে এসেছিলেন এখানে?

সত্য। কখন্?

ইলা। বাবা এখানে আসবার একটু আগে। তুমি আর তোমার দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ; তার পর তিনি এলেন।

সত্য। তুমি তাঁকে দেখেছিলে!

ইলা। আমি দেখিনি—গীতি দেখেছে। ওর মায়ের কাছে ব'ল্‌ছিল —আমি সেখানে ছিলাম। সত্যি—বলনা, কে এসেছিলেন?

সত্য। আজ ব'ল্‌বোনা ইলা! শুধু এইটুকু জেনে রাখ, যিনি এসেছিলেন, তিনি একজন মহাজ্ঞানী মহাপণ্ডিত—আমার পরম হিতৈষী!

ইলা। তবে তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌লে না কেন?

সত্য। পাছে তোমায় হারাতে হয়, এই ভয়ে!

ইলা। ওঃ—ওঁর বুঝি ইচ্ছে নয়, আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়?

সত্য। হ্যাঁ—তাই!

ইলা। তবে দেখা করনি, ভালই ক'রেছ। ওমা—এই যে বীথি! বীথি, কখন্ এলে?

(দ্বারের কাছে বীথি)

বীথি। এই কিছুক্ষণ এলাম!

ইলা। এই লালপাড় শাড়ীতে তোমায় চমৎকার মানিয়েছে বীথি!

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। কই—বীথি কৈ?

বীথি। (মায়ের পায়ের ধুলা লইল) এই যে মা! (তারপর কাকার পায়ের ধুলা লইয়া—ইলার প্রতি) তুমি তো কাকীমা হ'চ্ছ? তুমিও গুরুজন—তোমাকেও একটা প্রণাম করি!

মায়া। অবাক্ ক'রলে! যেমন পোষাকপত্রের ছিরি, তেম্নি আচারব্যাভার! তুই দিন দিন কি হচ্ছিস্ বীথি? এই মেয়েকে আমি দশজনের কাছে introduce কর্‌বো কেমন ক'রে?—লোকে যে আমার মুখে চুণকালি দেবে!

বীথি। দয়া ক'রে দশজনের কাছে আমায় introduce ক'রোনা না! আমি দাদামশায়, দিদিমার কাছে বেশ আছি!

মায়া। তাঁরা তোমায় দিন দিন একটা জন্তু তৈরী ক'চ্ছেন। আয়—আমার ঘরে আয়। আজকের এই occassion এ আমি তোমায় এ লালপাড় শাড়ী প'রে বেরুতে দেবনা।

ইলা। এ শাড়ীতে বীথিকে কিন্তু বড্ড ভাল মানিয়েছে!

মায়া। বলিহারি সব পছন্দ! —আয়।

বীথি। তুমি ইলা কাকীমাকে নিয়ে যাও ; আমি কাকার সঙ্গে দুটো কথা ক'য়ে এখনই যাচ্ছি।

মায়া। এস ইলা! (সত্যর প্রতি) দেখো, তুমি যেন আবার তোমাদের গাঁয়ের গল্প আরম্ভ ক'রো না!

[মায়া ও ইলার প্রস্থান।

বীথি। কাকা!

সত্য। বল বীথি!

বীথি। আমি কখনো ভাবিনি কাকা—তুমি এমন ক'র্‌বে!

সত্য। আমিও ভাবিনি বীথি! সাধারণ লোক মোহমুগ্ধ হ'য়ে যে সব নীচ কাজ করে, আমি জান্তেম—আমি তাদের অনেক উপরে। এখন দেখ্‌ছি, আমার সে ধারণা ভুল! আমিও তাদেরই একজন।

বীথি। তুমি তাদের চেয়ে নীচে কাকা! তুমি শুধু মোহগ্রস্ত হওনি —তুমি প্রতারণা ক'রেছ!

সত্য। উপায় নেই বীথি! আমি স্বীকার কচ্ছি, আমি মোহগ্রস্ত। আমি এখনো এ জাল ছিঁড়ে যেতে পারি ; কিন্তু আমি চ'লে গেলে তোমার বাপমায়ের সামাজিক অবস্থা—

বীথি। মনকে চোখ ঠেরো না কাকা! তুমি যেতে পার না— সে সাহস তোমার নেই! আমি তোমার জন্যে দুঃখিত। ইলা কাকীমাকে তুমি সত্যি কথা ব'লেছিলে? —নিশ্চয়ই বলনি?

সত্য। না—অনেকবার চেষ্টা ক'রেও বল্‌তে পারিনি। আমি তাকে হারাতে চাইনে,—তার মনে আঘাত দিতে চাইনে!

বীথি। কতদিন আঘাত বাঁচিয়ে চল্‌বে? একদিন তো সত্য ঘটনা প্রকাশ হবেই।

সত্য। আমি স্রোতে ভেসে চ'লেছি, আমার আর ফিরবার উপায় নেই বীথি।

বীথি। এ তো হীন স্বার্থপর লোকের কথা—অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্তের কথা। যার মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছে, তার মুখে এ কথা সাজেনা।

সত্য। আমি সঙ্কল্প করেছি বীথি, এই পথেই যাব। আমি বিলেত যাব, দশজনের একজন হব, বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করবো। আমি স্বীকার করছি, আমার বাপ পিতামহ যে ভাবে জীবন কাটিয়েছেন, সে আদর্শ পল্লীজীবন আমার নয়। আমি জানি, অনেক বাধা আসবে। এ পথে কাঁটা আছে—কাদা আছে—পদে পদে বিপদ আছে। সেই বাধা অতিক্রম করায় আমার পৌরুষ। আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আবশ্যক হয়, আমি সত্য গোপন করবো—মিথ্যা বলতেও কুন্ঠিত হবনা। তুমি জান বীথি, এই মাত্র বাবা এখানে এসেছিলেন আমায় ফেরাতে? আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি।

বীথি। ঠাকুরদামশায় এখানে এসেছিলেন?

সত্য। হ্যাঁ—এসেছিলেন। শুধু আমার জন্যেই এসেছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি।

বীথি। তোমরা কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করনি?—তুমিও না, বাবাও না?

সত্য। কেউনা বীথি! তিনি নিরাশ হ'য়ে চলে গেছেন। আমার পক্ষে এ যে কতবড় পরীক্ষা, তুমি তা বুঝতে পারবেনা মা! আমি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েছি।

বীথি। আমি তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো কাকা—আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রবো।

সত্য। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বীথি?

বীথি। —আমি যদি দেখা না করি, তাঁর দীর্ঘনিশ্বাসে তোমাদের অমঙ্গল হবে কাকা !

সত্য। তাই কর, তুমিই দেখা কর—কল্যাণী মা আমার !

বীথি। যদি কাকীমার সঙ্গে কখনো দেখা হয়, তিনি যদি তোমার কথা আমায় জিজ্ঞাসা করেন—কি বল্‌বো ?

সত্য। তোমার যা খুসী, তাই ব'লো।

বীথি। কি ভরসা নিয়ে তিনি বেঁচে থাক্‌বেন ?

সত্য। সে আমি জানিনে, তিনি জানেন। তাঁকে উপদেশ দিয়ে আমার অপরাধের মাত্রা বাড়াতে চাইনে মা ! "ঘরছাড়া অলক্ষ্মী আমার বরদাত্রী"—আমি কাউকে কিছু বল্‌বো না মা ! তবে তুমি যদি আমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে শুধু তাঁর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে এস, আমি প্রাণে বড় শান্তি পাব !

বীথি। কোথায় তাঁর দেখা পাব ? তিনি তোমাদের মেসে আছেন ?

সত্য। হ্যাঁ, আমাদের মেসে—প্রকাশের ঘরে। বীথি—শোন ! আজ আমি পাঁকে নেমেছি, কলঙ্ক গায়ে মেখেছি ; কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রো মা, চিরদিন এ কলঙ্কের দাগ আমার গায়ে থাক্‌বে না—আমি এ দাগ মুছে ফেল্‌তে পার্‌বো !

[বীথির প্রস্থান।



তৃতীয় দৃশ্য

[প্রকাশের মেস্‌। প্রকাশ শুইয়া শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে উপেন্দ্রনাথ প্রবেশ করিলেন।]

প্রকাশ। আসুন জ্যেঠামশাই! কোথায় গিয়েছিলেন একা একা?

উপেন্দ্রনাথ। বড়সাহেবের বাড়ী!

প্রকাশ। আপনি একা একা গেলেন; আমি মনে ক'রেছিলাম, আমি আপনার সঙ্গে যাব।

উপেন্দ্রনাথ। তোমার সঙ্গে যাবনা বলেই একা গিয়েছিলাম।

প্রকাশ। বাড়ী চিন্‌তে পেরেছিলেন?

উপেন্দ্রনাথ। তা আর কেন পার্‌বো না বাবা—ঠিকানা জানা ছিল যখন। এইবার আমার পোঁটলাপুঁটলিগুলো বেঁধে দাও—আমি বাড়ী যাই!

প্রকাশ। দেখা হ'ল সত্যর সঙ্গে?

উপেন্দ্রনাথ। না—দেখা হ'ল না।

প্রকাশ। দেখা হ'ল না? সে কি বাড়ী ছিলনা?

উপেন্দ্রনাথ। না—কেউ বাড়ী ছিলনা। বড়সাহেবের মেম, ছেলে মেয়ে—কেউ না! অন্ততঃ দরোয়ান তাই ব'ল্লে।

প্রকাশ। তাহ'লে তারা কেউ আপনার সঙ্গে দেখা ক'র্‌লে না বলুন?

উপেন্দ্রনাথ। সে কথা কি আমি মুখে আন্‌তে পারি প্রকাশ? আমার পিতৃভক্ত উচ্চশিক্ষিত সুসন্তান, বুড়ো বাপকে দরোজা থেকে বিদেয় দেবে—তাও কি আর সম্ভব! বাড়ী ছিল না—এই কথাই সত্যি!

প্রকাশ। চলুন—আমি আপনার সঙ্গে যাব; দেখি, কেমন তাঁরা লুকিয়ে থাক্‌তে পারেন!

উপেন্দ্রনাথ। না বাবা, আর দরকার নেই—যথেষ্ট হ'য়েছে। তোমার সুপারিশ নিয়ে আর সাহেবদের সঙ্গে দেখা ক'রে কাজ নেই। আমি তো আর এ বয়সে চাকরী কর্ত্তে যাচ্ছিনে দরখাস্ত নিয়ে?—আর গেলেও আমায় দেবে না, সে বিষ্ণে নেই!

প্রকাশ। আপনি বসুন জ্যেঠামশায়—আপনি বড্ড উত্তেজিত হ'য়েছেন!

উপেন্দ্রনাথ। উত্তেজিত হ'বনা বাবা—তুমি বল কি? বাপ ছেলের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেল, ছেলে ছেলের বউ—সবাই বাড়ী রয়েছে, সবাই কথা কচ্ছে—যাতায়াত কচ্ছে; অথচ দরোয়ান এসে খবর দিলে—"দোনো সাহেব মেমসাহেব—কোঠীমে কোই নেই হ্যায়!" কথা বিশ্বাস কর্‌লাম না—উত্তেজিত ছিলাম, উপরে গিয়ে উঠ্‌লাম্!

প্রকাশ। সেখানেও ছিলেন না কেউ?

উপেন্দ্রনাথ। ঘুমন্তকে জাগানো যায়, জেগে ঘুমুলে তার ঘুম ভাঙায় কে?

প্রকাশ। আমি ভাবছি, আপনি দেখা না করে চ'লে যাবেন—সেটা কি ভাল হবে জ্যেঠামশাই?

উপেন্দ্রনাথ। আর উপায় কি বাবা? ওরা যদি দেখা না করে, আমি চেষ্টা করলে কি হবে। আমার আসাই উচিত হয় নি। মা আমার জ্ঞানময়ী—ঠিক ব'লেছিলেন। ওঁরা বুঝ্‌তে পারেন—সতী নারী কিনা!

প্রকাশ। সত্য অন্যায় ক'চ্ছে। এখন ও মোহগ্রস্ত—বুঝতে পাচ্ছে না। আমরা যদি পাত্রীপক্ষকে সব সত্যি কথা জানিয়ে দিই, নিশ্চয়ই তাতে সত্যর উপকার করা হবে।

উপেন্দ্রনাথ। কিন্তু ঘটনা না ঘটে, সে তো আর তোমার আমার হাতে নয় বাবা? তুমি আমি তো ঘটনা ঘটাইনে—তুমি আমি উপলক্ষ্য! যিনি ঘটান, তাঁর নাম ভবিতব্য—তিনি চক্রধারী! এমন চক্র করলেন, তোমার আমার সাধ্যই নেই—সে চক্রব্যূহ ভেদ করি। নইলে, আমি সারাজীবন দামোদরের সেবা কল্লাম—আমার ছেলেদের তো এরকম হবার কথা নয়!

প্রকাশ। তা বটে—খুব আশ্চর্য্য কিন্তু জ্যেঠামশাই!

উপেন্দ্রনাথ। বড়টীকে না হয় বড়লোক শ্বশুরের হাতে, বিলাসিনী স্ত্রীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম—কিন্তু সত্য? আমি যে নিজে পছন্দ ক'রে চেষ্টা ক'রে অমন লক্ষ্মী বৌমাকে খুঁজে ঘরে এনেছি! তুমিও জান, গাঁয়ের আর দশজনও জানে—এমন বৌ আজকের দিনে পাওয়া যায় না। তাঁর কি মর্য্যাদা রাখ্‌লে ও! যাক্; দামোদর যা করবেন, তাই হবে। তুমি নাও—আমার জিনিষপত্তরগুলো একটু ঠিকঠাক ক'রে দাও।

(বীথির প্রবেশ)

বীথি। প্রকাশ কাকা!

প্রকাশ। কে?

বীথি। আমি বীথি। ঠাকুরদাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি; তিনি আছেন এখানে?

উপেন্দ্রনাথ। কে কে—কে প্রকাশ?

প্রকাশ। বীথি, এই যে তোমার ঠাকুরদা; এস—নমস্কার কর। জ্যেঠামশাই, এই বীথি—আপনার নাত্‌নী!

উপেন্দ্রনাথ। এই বীথি আমার নাতনী?—সত্যি আমার নাত্‌নী? কই দেখি, তোর মুখখানা একবার ভাল ক'রে দেখি? প্রকাশ, আলোটা একবার ধর। এযে স্বপ্ন—বীথি আমায় দেখতে এল!

বীথি। হ্যাঁ দাদু, আমি আপনারই বীথি। আমার দাদামশায় দিদিমা আমায় পাঠিয়ে দিলেন। আপনি আমার সঙ্গে দাদামশায়ের ওখানে চলুন দাদু!

উপেন্দ্রনাথ। তুই আমার নাত্নী দিদি,—আমার জিতেনের মেয়ে! সেই জিতেন, যে পৈতে হওয়ার পর রোজ ত্রিসন্ধ্যা ক'র্ত্তো, নারায়ণ-পূজো ক'র্ত্তো—আমি শিখিয়েছিলাম তোর বাপকে। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস দিদি, আজো সব মন্ত্র সে ভোলে নি!

বীথি। দাদু, আমি আমার দিদিমার সঙ্গে রোজ গঙ্গাস্নানে যাই— গঙ্গাস্তব আমার মুখস্থ আছে!

উপেন্দ্রনাথ। তুই গঙ্গাস্নান করিস্ দিদি? হ্যাঁ, তুই আমার নাত্নীই বটে—মিসেস্ মায়া ব্যানার্জীর মেয়ে না। তোর দিদমাকে বলিস্, আমি তাঁকে আমার নমস্কার জানাচ্ছি; তিনি তোকে রক্ষে ক'রেছেন—আমায়ও রক্ষে ক'রেছেন। গঙ্গাস্নানটা রোজ করবি, তাহলে আর কেউ কিছু ক'রতে পারবেনা দিদি! উনি সুরতরঙ্গিণী— কলিতে একমাত্র জাগ্রত দেবতা! গঙ্গাস্নান আর নাম! যাই হোক্, তুই আমার—তুই আমার; তোকে দেখে চোখ জুড়ুল—প্রাণ জুড়ুল!

প্রকাশ। আপনি যদি ওর কীর্ত্তন শোনেন জেঠামশাই! বীথি বড় ভাল কীর্ত্তন গায়—ওর দাদামশায়ের কাছে শিখেছে।

উপেন্দ্রনাথ। আমার দামোদর শিখিয়েছেন প্রকাশ—চক্রীর চক্র! এমনি ভাবেই তিনি তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করেন—আমরা বুঝতে পারিনে; শুধু হাত-পা ছুড়ি, হা-হুতাশ করি! নইলে, ছেলে লুকিয়ে রইল, দেখা কর্‌ল না—আর নাত্নী ছুটে এল দেখা ক'র্‌তে?—চক্রীর চক্র ছাড়া এ হয়!

বীথি। দাদু, এইবার চলুন আমার দাদামশায়ের ওখানে। তিনি

কতদিন আপনার কথা আমায় ব'লেছেন ; আপনার কাছে তিনি লজ্জিত। তিনি বলেন—তোমার দাদুর কাছে আমি অপরাধী !

উপেন্দ্রনাথ। এক সময় আমিও তাই মনে ক'রেছি—আজ আর তা মনে ক'রিনে। তিনি তোকে রক্ষা ক'রেছেন। যে নাম তোকে দিয়েছেন, তোর আর ভয় নেই—তুই বেঁচে গেছিস্ দিদি ! কোন অপদেবতা তোর কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না। প্রকাশ, ওঠ তা'হলে—আর দেরী করা চলেনা।

প্রকাশ। আপনি যে জন্য এলেন—তার কি ক'ল্লেন ? যদি একবার সুবিনয়বাবুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পাত্রীর বাপকে সব কথা জানিয়ে দিতেন জ্যেঠামশাই !

বীথি। না প্রকাশকাকা, এ কাজ আপনারা ক'রবেন না। ইলা কাকীমা বড় ভাল মেয়ে ! এ কথা শুনলে তাঁর বাপ-মা হয়তো বিয়ে বন্ধ ক'রবেন। বোধহয়, তাতে কোন পক্ষেরই ভাল হবে না ; নইলে, আমিই

প্রকাশ। তাই ব'লে এই মিথ্যার প্রশ্রয় দেওয়া কি উচিত মনে কর ?

বীথি। উচিত মনে করিনে বটে—কিন্তু উপায়ও কিছু দেখ্‌ছিনে।

প্রকাশ। তুমি উপায় দেখ্‌তে পাবে না বীথি ! তুমি তোমার বাপ-কাকার সামাজিক অবস্থার কথাই ভাব্‌ছ, বাড়ীতে তোমার যে কাকীমা আছেন—তাঁর কথা তো ভাব্‌ছ না।

বীথি। আমি তাঁর কথা ভেবেছি কাকা—ভাব্‌তে ভাব্‌তে একটী সত্য আমি ধ'র্‌তে পেরেছি।

প্রকাশ। সে সত্যটী কি—আমায় বল্‌বে বীথি ?

বীথি। আপনি হয়তো সে কথা শুন্‌লে হাসবেন কাকা !

উপেন্দ্র। না দিদি—কেউ হাসবে না। প্রকাশ যদি বিশ্বাস না করে, আমি বিশ্বাস ক'র্‌বো।

বীথি। শুনুন আমি বলি;—আমার কাকীমার নাম দেবী: ছোট কাকার মুখে আমি তাঁর গুণ শুনেছি—তাঁর কথা শুনেছি। তিনি একবার আমায় একখানা চিঠি দিয়েছিলেন—চিঠিখানা আমার মুখস্থ আছে। আমার কল্পনায় তিনি দেবী—নিশ্চয়ই তিনি দেবী, তিনি সতী! শুধু এইজন্যই তাঁর ভাগ্য—সাধারণ নারীর ভাগ্য নয়। আপনি আমাদের পুরাণের সব সতীর জীবন আলোচনা ক'রে দেখুন—দুঃখ না পেয়েছেন কে? সীতা সতী সাবিত্রী দময়ন্তী—কত দুঃখ, কত সমস্যা—এ সব ভগবানের পরীক্ষা! ভগবান ছোট কাকীমাকে এই অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে তাঁকে আরো উজ্জ্বল করবেন! আমরা তাঁর ভালর জন্যে যা ক'রতে যাব, তাতে তাঁর ভাল হবে না।

উপেন্দ্র। প্রকাশ, শুন্‌ছ—আমার দিদির কথা শুন্‌ছ? তোর কথাই সত্যি দিদি! প্রকাশ চল, এরপর আর গাড়ী পাব না।

প্রকাশ। আমার অপরাধ নেবেন না জ্যেঠামশায়! বীথি যা ব'ল্লে—সে ভাবের কথা। ওর কথা খুবই সত্যি—কিন্তু তাতেও আমাদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। আমি নিজে ডক্টর চ্যাটার্জ্জির কাছে গিয়ে সব কথা বল্‌বো।

উপেন্দ্র। তুমি যেতে চাও—যেতে পার প্রকাশ! আমি এক সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে অপমান হ'য়ে ফিরে এসেছি, আর এক সাহেবের বাড়ী যাবার উৎসাহ আমার নেই। আগে আমায় ষ্টেশনে পৌছে দাও।

প্রকাশ। চলুন; আমি কিছুতেই ছাড়্বো না জ্যেঠামশাই! এমনি ক'রে আমরা অসত্যকে প্রশ্রয় দিই ব'লে আমাদের সমাজে এত অনাচার। চলুন—আগে আপনাকে ষ্টেশনে দিয়ে আসি।

বীথি। আমায় ছেড়ে চ'লে যাবেন দাদু? আপনার মনে কষ্ট হবে না!

উপেন্দ্র। আর মায়া বাড়াস্নে দিদি! এতদিন তোর নাম শুনেছি, চোখে দেখিনি; ভাবতেম্, সে আমার নয়—সে পর হ'য়েই জন্মেছে। এখন দেখ্লাম—তুই আমারই! তুমি বাড়ী যাও দিদি—তোমার দিদিমা, দাদামশায়কে আমার নমস্কার জানিয়ো।

বীথি। হঠাৎ একদিন আপনার কাছে গিয়ে উপস্থিত হব দাদু!

উপেন্দ্র। না—বাপমায়ের কথার অবাধ্য হ'য়োনা দিদি! বাপমায়ের মনে কষ্ট দিতে নেই।

বীথি। কাকীমা আর পিসিমাকে আমার কথা বল্বেন।

(বীথি প্রণাম করিল)

উপেন্দ্র। বুঝ্তে পাচ্ছিনি দিদি, তোমায় কি আশীর্ব্বাদ ক'র্বো তোমার বাপ-মা তো তোমায় এমনটী থাক্তে দেবে না। তবে যেখানে যে ভাবেই থাক না দিদি—তোমার মনের ময়লা ঘুচে গেছে! গঙ্গায় বিশ্বাস রেখ, কৃষ্ণনাম ভুল না—সব দুঃখ সইতে পার্বে!

বীথি। দাদু, কি বল্লেন আমায়! আমায় দুঃখ সইতে হবে?

উপেন্দ্র। হবে দিদি! তুমিই তো এইমাত্র ব'ল্লে—যে কারণে তোমার কাকীমা দুঃখ সইবেন, তোমার পিসিমা দুঃখ সইছে—তুমিও যে তাদেরই দলে দিদি! প্রকাশ, আমার এমন সংসার—ভগবান কিনা দিয়েছেন? —

তুই ছেলে, তুই বউ, মেয়ে, জামাই, এমন নাত্‌নী—তবু সব থেকেও কিছু নেই! যা দিদি, তুই চ'লে যা—ওই দরজা দিয়ে বাইরে যা! আমি আর তোর মুখের দিকে চাইব না—তুই কাছে থাক্‌লে আমার যাওয়া হবে না। তুই যা—তুই যা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সুবিনয়বাবুর কলিকাতার বাড়ীর পাঠাগার ; সুবিনয়বাবু ঘরে আসিয়া মৃদুস্বরে গান ধরিলেন ।]

গান

শারদ চন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক্ চম্পকের বর্ণ
শোনকুসুম গোরচনা—
হরিতাল সে কোন্ ছার, বিকার সে মৃত্তিকার ;
সে কি গোরা রূপের তুলনা ?

(প্রকাশ প্রবেশ করিল)

সুবিনয়। আরে, কে হে—প্রকাশ ? এস—এস !

প্রকাশ। আপনার গৌরাঙ্গের জীবনী লেখা শেষ হ'ল ?

সুবিনয়। না—এখনো শেষ হয়নি তো। সত্য চ'লে গেল প্রকাশ ?

প্রকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—পরশু গেছে।

সুবিনয়। তুমি তো অনেক চেষ্টা ক'রেছিলে—যাতে বিয়ে না হয়।

প্রকাশ। আমি অজিতবাবুকে সব কথা ব'লতে গেলাম—ভদ্রলোক আমার কথা কানেই তুল্‌লেন না !

সুবিনয়। অজিতবাবুটী কে ?

প্রকাশ। সত্যর নতুন শ্বশুর যিনি হ'লেন—শ্রীমতী ইলা দেবীর বাপ—Mr. Ajit Chatterji.

সুবিনয়। ও আমাদের বিক্রমপুরের লোক কিনা—ওরা ঠিক তোমাদের মত নয়। যখন যেদিকে ঝোঁক চাপে! তুমি Mr. Chatterjiকে কি ব'ল্লে? ওরে—কে আছিস্ রে!

প্রকাশ। আমি বল্লাম—"মশাই, আপনি যে মেয়ের বিয়ে দিতে যাচ্ছেন—আপনার জামাইয়ের সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে; তার past আছে।"

সুবিনয়। তিনি কি বল্লেন?

প্রকাশ। বোধহয় তখন দু'এক পাত্র পান ক'রেছেন! হাস্তে হাসতে ব'ল্লেন—'past সকলেরই আছে—I have a terrible past! আমরাই কি কম কীর্ত্তি ক'রেছি? আমার স্ত্রী জান্তে পারলে তিন দিন কথা বন্ধ ক'রবেন। সত্যর past আছে—থাক্ না। ও যখন বিলেত যাচ্ছে, ফিরে আসবার আগে অনেক কীর্ত্তি ক'র্‌বে—ভয় কি?" এর পর তাঁকে কি ব'ল্‌বো?—আমি রাগ ক'রে চ'লে এলাম। সত্যকে ডেকে যাচ্ছেতাই বল্লাম—কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল!

সুবিনয়। Poor boy! ছেলেটী ভাল—পাশ্চাত্যের মোহ অতিক্রম করা কি সহজ ব্যাপার প্রকাশ! এই আমায় আজ দেখছো তো প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম আর বৈষ্ণব সাহিত্যের উপর এত ঝোঁক—একদিন আমারই ধারণা ছিল, বিলেত থেকে ঘুরে না এলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না! তোমার মাউই-মা ধ'র্‌তে গেলে আমায় রক্ষে ক'রেছেন; তার মানে, My love for the old venerable lady! নইলে, মেয়েজামাইকে বিলেত না পাঠিয়ে আমরা দুজনই হয়তো যেতাম।

প্রকাশ। আচ্ছা, মোটের উপর বিলেত যাওয়াটা আজকাল আপনি কি রকম মনে করেন? অবশ্য সত্যর মত অবস্থায় নয়!

সুবিনয়। শঙ্কর!

শঙ্কর। (নেপথ্যে) বাবু বাবু!

সুবিনয়। বিলেত যাওয়া সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যায়; এদিক ওদিক—দুদিকই আছে। আমার আজকালকার মত, দাড়িগোঁফ রেখে দেশে বোধকরি না যাওয়াই ভাল; কেননা—

(শঙ্করের প্রবেশ)

সুবিনয়। ওরে—শোন্। মানে, অনেক খরচা—খরচা পোষায় না! ধর, জিতেন আর মায়াকে বিলেত পাঠিয়ে আমি একরকম—

শঙ্কর। বাবু!

সুবিনয়। হুঁ—বলছি; এক কাজ কর্। ধর ঠ'কেছি—মানে, এখানে জিতেন যদি ওকালতি ক'রতো আর বাঙালী চালচলনে চল্‌তো—ওর যা intelect, আমার তো মনে হয়, কালে ও হাইকোর্টের জজ হ'তে পার্‌তো। ধর না কেন, আশুবাবুই তখন আমায় ব'লেছিলেন—"সুবিনয়, কাজটা ভাল করলে না"। বিলেত থেকে ফিরে এসে ছেলেটা যেন কি রকম মিইয়ে গেল!

শঙ্কর। বাবু—আমায় ডাক্‌লেন যে!

সুবিনয়। বল্‌ছিরে বাপু—দাঁড়া না! মানে—এই বিলেত গেলে কি হয় জান? এই যে অতি সূক্ষ্ম—যে হিন্দু instinct, সেটা একটু—মানে এই ওটার উপর একটা পরদা প'ড়ে যায় আর কি। তা নৈলে, সব দেশই সমান, সব মানুষই সমান!

শঙ্কর। কি বল্‌ছিলেন আমায়?

সুবিনয়। হ্যাঁ—কি ব'ল্‌ছিলাম হে প্রকাশ?

প্রকাশ। কাকে কি বল্‌ছিলেন?

সুবিনয়। মানে—শঙ্করকে ডাক্‌লুম কেন? ঠিক মনে ক'র্‌তে পাচ্ছিনে

তো! আচ্ছা—আচ্ছা, তুই একটু দাঁড়া; ক'ল্‌কে ব'দ্‌লে দিতে বল্‌। হ্যাঁ প্রকাশ—তোমায় কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো মনে কর্‌ছিলুম? হ্যাঁ—তুমি সত্যকে see off ক'র্‌তে গেছ্‌লে?

প্রকাশ। যাবার ইচ্ছা ছিল না—তবু গেলাম; শেষ পর্য্যন্ত একটা উপকার হ'য়েছে।

সুবিনয়। কি?

প্রকাশ। শ্রীমতী ইলা দেবীকে দেখ্‌লাম—তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। যেমন সুন্দরী, তেমনি sentimental—উনি সত্যকে ভালবাসেন নিশ্চয়ই!

সুবিনয়। তবেই বোঝ—এর মোহ কি কম? বীথি যায়নি—সে সারা দিনরাত কেঁদেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ—ভাল কথা, শঙ্কর! বীথিকে ডেকে দে। বল্‌—'তোমার প্রকাশকাকা এসেছেন'; আর প্রকাশকে জলটল খেতে দে।

শঙ্কর। দিদিমণি তো এখন বাড়ী নেই—ঠাকুরমার সঙ্গে তো রমাদি আর দিদিমণি গঙ্গা নাইতে গেছে।

সুবিনয়। গেছে তা কি হ'য়েছে—হতভাগা!

শঙ্কর। কেন বাবু—আমি কি ক'র্‌লাম?

সুবিনয়। তুমি এখন দয়া ক'রে বাড়ীর ভিতর যাও—তোমায় যা বল্লাম তাই করগে।

(শঙ্কর মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেল)

সুবিনয়। শঙ্করটা যেন কি! ওর যদি একটু বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে! প্রকাশ, এদিকে শঙ্কর আর ওদিকে তোমার মাউই-মা—দুটীতে মিলে—!

প্রকাশ। কেন—শঙ্কর কি দোষ ক'র্‌লে?

সুবিনয়। না—এমন যে কিছু মারাত্মক দোষ হ'য়েছে, তা আমি

বল্‌ছিনে ; কিন্তু দরকারই বা কি ?—তুমি একটা বাইরের লোক ব'সে আছ—তোমার সাম্‌নে বীথি গঙ্গাস্নানে গেছে বল্‌বার দরকার কি ছিল বাপু ! সে সাহেব বাপ-মায়ের মেয়ে, কথাটা যদি তার বাপমার কানে গিয়ে ওঠে—ভাল হবে কি ?

প্রকাশ। বীথি হিন্দুভাবাপন্ন—ওর বাপ-মা জানেন না তা ?

সুবিনয়। জান্‌লে এতদিন এখানে রাখ্‌তো ? তুমি পাগল হ'য়েছ প্রকাশ ! আমার মেয়ে ওবিষয়ে ভয়ানক strict ; গঙ্গাস্নান ?—সে তার ছোট মেয়েকে বাড়ীতে বাংলায় কথাই কইতে দেয় না ! ভুলে যদি একটা বাংলা কথা ব'লে ফেলে—তখনি চার পয়সা fine !

প্রকাশ। সেদিন যে বীথি লালশাড়ী প'রে ও বাড়ী গিয়েছিল ?

সুবিনয়। কবে ?

প্রকাশ। সত্যর বিয়ের আগের দিন।

সুবিনয়। তুমি ওদের বাড়ী যাও নাকি ?

প্রকাশ। না—আমি যাইনে। বীথি সেদিন ওখান থেকে আমার মেসে যায়, আপনার বেহাইমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে। তখন ওর পরণে সেই লালশাড়ী।

সুবিনয়। ওরে শঙ্কর—শুনে যা, শুনে যা ! এটা তোমার মাউই মার কাজ। একটু যদি বুদ্ধি থাকে ! The old venerable lady—she is all good, only no sense !

(সদ্যস্নাতা, কপালে চন্দন বীথি প্রবেশ করিল)

বীথি। কি হ'য়েছে দাদামশায় ? ওমা, প্রকাশকাকা যে—কখন্ এলেন !

প্রকাশ। আধ ঘণ্টাটাক্ ; আমাদের একটা বিশেষ বৈষ্ণব

সাহিত্যের অধিবেশন আছে—তাউইমশায়কে সভাপতি করার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

সুবিনয়। তোমার দিদিমাকে ডাক বীথি!

বীথি। কেন—দিদিমাকে কেন দাদু?

সুবিনয়। একটু সাবধান ক'রে দেব; তুমি নাকি সেদিন লাল শাড়ী প'রে তোমার মায়ের কাছে গিয়েছিলে?

বীথি। দিদিমাতো যান্নি, আমি একা গিয়েছিলাম; দিদিমার কোন দোষ নেই। আমি ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা ক'রবো ব'লে ঐ শাড়ী প'রেছিলাম; নইলে, তিনি আমার মুখ দেখ্তেন না।

সুবিনয়। দেখ, এই নিয়ে তোমার মা আবার কি কাণ্ড করে বসেন!

বীথি। কি আর কর্বেন?—কিছু কর্বেন না। আপনারা সবাই মাকে বড্ড ভয় করেন। উনি ততই ভাবেন—উনি যা করেন, তাই ঠিক!

(সুবিনয় বাবুর পত্নী শ্রীমতী সরলা দেবী প্রবেশ করিলেন)

সরলা। ওগো—শুনছ? ওমা! (ঘোম্টা দিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন) (চাপা গলায়)—শঙ্করটা যেন কি, ব'ল্তে হয় তো লাইব্রেরী ঘরে মানুষ আছে!

সুবিনয়। ওগো—ও ক'নে-বউ! এস এস, তোমার আর অতো লজ্জা ক'র্তে হবেনা—ও আমাদের প্রকাশ।

সরলা। প্রকাশ?—ওমা তাই বল! তা প্রকাশ, বেহাইমশায়কে কি ব'লে একবার আমার এখানে আন্লেনা?

সুবিনয়। তা হ্যা ক'নে-বৌ! তুমি কি দিন দিন নতুন বৌ হ'চ্ছ নাকি গা? এখনো দেড় হাত ঘোম্টা!

বীথি। আপনি যদি আজও কনেবৌ ব'লে ডাকেন, দিদিমা ঘোমটা না দিয়ে আর ক'র্‌বেন কি ?

সুবিনয়। তুই থাম্—জ্যেঠা মেয়ে !

সরলা। প্রকাশ, তুমি এসেছ—ভালই হ'য়েছে ; সত্য এখানে নেই—বেহাইমশাইকে খবর দিতে পার্‌বে !

প্রকাশ। কথাটা কি মাউই মা ?

সরলা। বীথির বিয়ে ; আমার ইচ্ছে না, ওর বাপ মা বিয়ের সম্বন্ধ করে ! ওরা সম্বন্ধ ক'রে এক হ্যাটকোট পরা হনুমানের সঙ্গে বিয়ে দেবে ; দু'চোখের বালাই—!

সুবিনয়। তোমার সন্ধানে ভাল বর আছে নাকি ?

সরলা। নেই তো কি ?—সেই কথাই তো বল্‌ছি ; কল্‌কাতায় আহিরীটোলা না কি টোলা আছে—সেই টোলায় তারা থাকে ; ন'দে না পাবনা জেলার জমিদার কি উকিল হবে। খাসা ছেলে ! মাকে নিয়ে গঙ্গা নাইতে এসেছিল—ছেলেটী দাঁড়াতে ব'সেছিল। মাগী একদৃষ্টে বীথির দিকে চেয়ে—চোখ আর ফেরাতে পারেনা ! সেইই বার বার ক'রে ব'লতে লাগ্‌ল।

সুবিনয়। "ন'দে কি পাবনা জেলা, আহিরীটোলা কি কম্বলটোলা";—তারপর "হয় জমিদার, না হয় উকিল"—সবই ঠিকঠাক্ ব'ল্লে—বিয়ে দিলেই হয় !

সরলা। দেখ, অমন ক'রে ঠাট্টা ক'রোনা—আমার কি সব ঠিক মনে থাকে ?, ঐ বীথি জানে—ওসব শুনেছে !

বীথি। আমার ব'য়ে গেছে শুন্‌বার জন্যে—আমি কিছু শুনিনি দাদু ! সত্যি—

সরলা। গিন্নী ব'লেছে, কর্ত্তাকে পাঠিয়ে দেবে তোমার কাছে !

সুবিনয়। আমার নাম ব'লে এসেছ তো গিন্নীর কাছে ?

সরলা। বেশ যা হোক্—আমি তোমার নাম বল্‌বো ? আমাদের গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী নিয়ে এল—বাড়ী দেখে গেছে।

সুবিনয়। তাহ'লে আগে ঘটক পাঠিয়ে দেনাপাওনার খবর নেবে। তা তোমার এ দুর্ম্মতি হ'ল কেন ?—তুমি বীথির বিয়ের সম্বন্ধ ক'রতে যাচ্ছ ! বীথির বিয়ের ব্যাপারে কি তোমার আমার কথা চল্‌বে ?

সরলা। না বাবু, সে সব চল্‌বেনা—ওদের পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে আমি বীথির বিয়ে দিতে পারবোনা ! জিতেন যদি পছন্দ করে, তবু একটু দেখে শুনে দেবে। আমার নিজের পেটের মেয়ে হ'লে কি হয়, মায়ার পছন্দ করা পাত্রের সঙ্গে যদি ওর বিয়ে দিতে হয়—আমি বীথিকে হয় ওর ঠাকুরদার কাছে দিয়ে আসবো, না হয় আমাদের দেশের বাড়ীতে নিয়ে যাব।

প্রকাশ। বীথি, তুমি আর কীর্ত্তন টীর্ত্তন গাওনা ?

সুবিনয়। হুঁ, গায় বৈকি—খাসা গায় ! ওকি সোজা মেয়ে ?—ও কৃষ্ণলীলা বোঝে, গৌরাঙ্গলীলা বোঝে ! গাও তো দিদি, গোবিন্দদাসের সেই পদখানা—নতুন সেদিন শিখ্‌লি !

বীথি। তেমন ভাল হবেনা দাদু ! এখনো—

সুবিনয়। তোর গলায় যা গাইবি, তাই ভাল লাগ্‌বে—

(বীথি গান ধরিল)

(কিবা) অরুণিত চরণে, রণিত মণিমঞ্জীর
আধ আধ পদ চরণে রসাল—
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরম
অলিকুল মিলিত ললিত বনমাল ॥

ভালে বনি আওরে মদন-মোহনিয়া,
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম
বঙ্কিম নয়ন-নাচনিয়া !
(আমার মদন-মোহন নাচেরে—
কিবা অঙ্গের ভঙ্গিতে তরঙ্গ উথলি উঠে ;
সে তরঙ্গ দেখে চোখে অনঙ্গ পলায় রে—
আমার মদন মোহন নাচে নাচেরে !)
গোরচন-তিলক, চূড়ে মণি-চন্দ্রক
বেঢ়ল রমণীমন-মধুকর-মণ্ডল—
গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই
উহ নাগরবর তরুণ তমাল ॥

[সুবিনয়বাবু সরলা দেবীকে ইঙ্গিত করায় তিনি পিছন ফিরিয়া দেখিলেন—তাঁর মেয়েজামাই। জামাই হাসিতেছিল—মেয়ে বীথির বেশভূষা দেখিয়া ও কীর্ত্তন শুনিয়া ভয়ানক রাগিয়াছে। সরলা দেবীর আর কথা কহিবার উপায় নাই। মায়া আর একবার চাহিতেই দেখিলেন—চন্দনচর্চ্চিত ললাট, চুল ঝুঁটি করিয়া বাঁধা বীথি সম্মুখে দাঁড়াইয়া]

মায়া। Fine ! (বীথির প্রতি) a Nice picture to look at ! (সুবিনয় বাবুর প্রতি) Daddy ! (সরলার প্রতি) Mammy !

সরলা। তুই বাপু আর ওরকম কিচিরমিচির করিস্‌নে—ভাল লাগেনা ! মাকে মা ব'লে ডাকবি, তা না—মামী, মামী ! আমি তোর মামী হ'তে গেলাম কি দুঃখে ?

মায়া। বীথি, এখনই আমার সঙ্গে চল ; আমি আর বিশ্বাস ক'রে তোমায় এঁদের কাছে রেখে যেতে পারিনে।

জিতেন। আঃ—কি ব'ল্‌ছো! চুপ্‌ কর, চুপ কর,—Don't loose temper my Sweet! তোমার মা—

মায়া। আমি মাও বুঝিনে—বাবাও বুঝিনে!

সুবিনয়। কি মায়া, তুমি যে দিন দিন বড্ড বেড়ে উঠেছ; অনেক দিন রাগ ক'রে তোমায় দেখিনি! এর মধ্যে তোমার এতখানি উন্নতি হ'য়েছে, তা জান্‌তেম না!

মায়া। আপনি জানুন, আর নাই জানুন—

জিতেন। আঃ—(প্রকাশকে দেখাইয়া) বাইরের একটী ভদ্রলোক ব'সে আছেন ঘরে—সে খেয়াল নেই তোমার? ছিঃ!

মায়া। না, খেয়াল নেই—তুমি চুপ কর। My lovely child—আমার অমন সুন্দর মেয়েটাকে সং সাজিয়ে রেখেছে!

প্রকাশ। (সুবিনয়ের প্রতি) আচ্ছা, তাউই-মশায় মাউই-মা—আমি তাহ'লে উঠি? আজকাল একসময়ে বরং—

সুবিনয়। আচ্ছা বাবা—আচ্ছা; দেখ্‌তে তো পাচ্ছ—!

প্রকাশ। বীথি, আসি তাহ'লে?

জিতেন। আপনি কে বলুন তো?—আমাদের গাঁয়ের কেউ নাকি?

প্রকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার নাম প্রকাশ চৌধুরী—সত্যর বাল্যবন্ধু। নমস্কার দাদা! বৌদি, আসি তাহ'লে—নমস্কার!

[প্রস্থান।

সরলা। আচ্ছা—তুই দিন দিন কি হ'চ্ছিস্ মায়া? আমায় যা খুসী বলিস্ বল্—আমি কিছু মনে করিনে; কিন্তু তুই কি ব'লে ওঁর মুখের উপর কথা বলিস্?—দশজনের সাম্‌নে জামাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিস?

জিতেন। আমার কথা ছেড়ে দিন ; মানে, আমি কিছু বলিনে ব'লে ওটা এক তরফা হ'য়ে যায়—উনি বেশীক্ষণ চালাতে পারেন না !

মায়া। আমার রাগ হ'লে জ্ঞান থাকেনা !

জিতেন। জ্ঞান থাকা দরকার ; জ্ঞান না থাকলে লোকে সুখ্যাতি করেনা !

(মায়া কটমট্ করিয়া জিতেনের দিকে চাহিল)

জিতেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয়, তুমি তোমার বাপমাকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পার !

সরলা। তোমরা দুটী আজও ঠিক তেমনি ছেলেমানুষই আছ দেখ ছি ! আয়, বাড়ীর ভিতর আয়—বস্‌বি !

মায়া। না—আমি এখন বস্‌তে পারবো না। আমার কাজ আছে।

সরলা। কাজের তো আর অন্ত নেই !

মায়া। বীথি যাও—এ কাপড় ছেড়ে অন্ততঃ একখানা ভদ্ররকমের শাড়ী প'রে এস। আর, কি নোংরা মেখেছ কপালে ?—ওগুলো মুছে ফেল। চুলে এত তেল কেন ?—Very bad—very bad !

সরলা। বীথি তোমার সঙ্গে এখন কোথায় যাবে শুনি ?

মায়া। আমি ওকে club এ নিয়ে যাব। নতুন একটা club হ'য়েছে ; মেয়ে পুরুষ—দুইই ত'ার member. অনেক youngman আসে ; তাদের সঙ্গে ওকে introduce ক'রে দেব।

সরলা। নিজে গোল্লায় গেছ—আবার মেয়েটাকেও সেই পথে নিয়ে যেতে চাও ?

মায়া। আমি গোল্লায় গেছি—তাই তোমার ধারণা ?

সরলা। তুমি যার তার সঙ্গে বীথির আলাপ করিয়ে দিওনা !

মায়া। তারা যে-সে না! —তারা সব বিলেতফেরত; ভাল লেখাপড়া জানা ছেলে—ভাল চাকুরে। ওর বিয়ে দিতে হবে তো?—না চিরদিন তোমার সঙ্গে গঙ্গা নাইলে ওর চল্‌বে!

সরলা। ওর বিয়ের ভাবনা তোমার ভাব্‌তে হবেনা; যারা তোমার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রেছিল, তারাই ওর বিয়ের ব্যবস্থা ক'র্‌বে।

মায়া। কি—আর একটা পূজুরী বামনের ঘরে?

সুবিনয়। মায়া—তুমি যে এতখানি অধঃপাতে গিয়েছ, সে ধারণা আমার ছিলনা! তোমার বাপমায়ের সাম্‌নে তুমি তোমার স্বামীকে গালাগাল দিচ্ছ—শ্বশুরের নিন্দে ক'রছ? তোমার শ্বশুর যে কতবড় মানুষ, তা যদি জান্‌তে!

মায়া। আমার শ্বশুর কতবড় মানুষ, তা জান্‌বার সুযোগ আপনিই আমায় দেননি বাবা! আজ আমি আমার নিজের জ্ঞানে বুঝেছি, মানুষ তিনি যত বড়ই হোন্ না—আজকের সভ্যসমাজে তিনি অচল!

সুবিনয়। আমি আমার দোষ স্বীকার কচ্ছি মায়া! সে দিন আমি অন্ধ ছিলাম—আমি বুঝিনি, শ্বশুরশাশুড়ীর কাছে না থাক্‌লে স্ত্রীলোকের যথার্থ শিক্ষা হয় না। বিলিতী সভ্যতার মোহে প'ড়ে তোমায় জামা'য়ের সঙ্গে বিলেতে পাঠিয়ে—আমিই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি!

মায়া। আপনারা যদি আমার সর্ব্বনাশ ক'রে থাকেন, আমিও আমার মেয়ের সর্ব্বনাশ না হয় করলাম! I hope I have the right—আমার সে অধিকার আছে!

জিতেন। তুমি কি পাগল হ'লে নাকি মায়া! কাকে কি ব'ল্‌ছ? ছিঃ!

মায়া। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা সবাই ভাল—আমি একা মন্দ! বেশ,

আমি মন্দ আছি—মন্দই থাকবো। আমি সত্যি বলছি—আমি ঠিক ক'রেছি, বীথিকে আমি এখানে আর রাখবো না।

সুবিনয়। এখানে রাখবে না?

মায়া। না!

সুবিনয়। তোমার ধারণা, আমাদের কাছে থাকলে বীথির অবনতি হবে?

মায়া। অবনতি হ'তে আর কিছু বাকী নেই! এই অবস্থায়, এইভাবে, এই বেশে থাকলে কোন ভাল পাত্র ওকে বিয়ে ক'রতে চাইবে না। আমি চাইনে, তোমরা আমায় যে রকম ঘরে বিয়ে দিয়েছ, আমার মেয়ে সেই রকম ঘরে পড়ে!

জিতেন। বার বার এই ধরণের কথা তোমার মুখে শুনে আমার বুকখানা সাত হাত হ'য়ে উঠছে না—বুঝলে?

মায়া। বীথি—আয়!

জিতেন। ঠিক আজই ওকে না নিয়ে গেলেও চ'লতে পারে বোধহয়!

মায়া। না—চ'লতে পারে না!

সুবিনয়। জিতেন—তোমারও কি ঐ মত?

জিতেন। দেখুন, আমার মতামত জিজ্ঞাসা করা বৃথা! পারিবারিক ব্যাপারে on principle আমি কখনো মতামত প্রকাশ করিনে। আপনি জানেন, পারিবারিক শান্তির পক্ষে সেটা খুব নিরাপদ নয়!

মায়া। তুমি ঠাট্টাই কর আর যাই কর, আমি আমার point কিছুতেই ছাড়বোনা!

জিতেন। তুমি কখনো ছাড়নি, আজ ছাড়বে—এ রকম অন্যায় আশা আমি কেন ক'রবো?

সরলা। বীথি, তুই বল দিদি—তোর কি ইচ্ছে? যাবি তোর বাপমায়ের কাছে? সে দিন তো ব'লেছিলি—ওদের কাছে তোর ভাল লাগে না।

বীথি। এ বিষয়ে আমার কোন কথা ব'লবার অধিকার আছে বাবা?

জিতেন। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর না—উনি যখন স্বয়ং উপস্থিত র'য়েছেন!

মায়া। তুমি কোন কথা ব'ল্বেনা—আমার সঙ্গে চ'লে আস্বে।

বীথি। আমার কোন স্বাধীন মতামত প্রকাশ ক'রবার অধিকার নেই?

মায়া। না; আগে স্বাধীনতার যোগ্য হও—তার পর!

সুবিনয়। তোমার মেয়ে বরং স্বাধীনতার যোগ্য—তুমি স্বাধীনতার যোগ্য নও মায়া!

মায়া। আপনি তাই মনে করেন! (জিতেনের প্রতি) দেখ্ছো, ওঁরা কিভাবে সন্তানকে পিতৃদ্রোহী, মাতৃদ্রোহী ক'রে তুল্ছো? এখানে থাকলে ও কোনোদিন ভাল হবে না। দিন দিন কি চেহারা হ'চ্ছে—একটা মস্ত ধিঙ্গী হ'য়ে উঠেছে! আমার চেয়ে ওকে বড় দেখায়!

বীথি। দাদু, দিদিমা—তোমরা কিছু মনে ক'রোনা; তোমাদের কাছে আমি আর থাক্‌ব না। চল মা—আমায় কোথায় নিয়ে যাবে, চল!

মায়া। অন্ততঃ একখানা ভাল শাড়ী প'রে এস। বাবা, মা—কিছু মনে ক'রোনা। আমি খুব ভাল ক'রে ওর বিয়ে দেব। ব্যারিষ্টার B. Chowdhuryর ছেলে Captain A. Chowdhury I-M. S.—খুব বড় লোক!

(শঙ্কর প্রবেশ করিল)

শঙ্কর। হ্যাঁ মা, তুমি কি দিদিমণিকে নিয়ে যাচ্ছ এখান থেকে ?

মায়া। হ্যাঁ !

শঙ্কর। হ্যাঁ দিদি, রমাদির সঙ্গে দেখা ক'রবে না ?— তিনি ঐ দরজার ধারে দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছে যে !

বীথি। যাই ; আস্‌ছি মা—রমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি—এক মিনিট !

[বীথি বাড়ীর ভিতর গেল।

মায়া। রমা আবার কে ? কোথেকে জুট্‌লে ?

সরলা। আমার বাপের বাড়ীর দেশের মেয়ে ; ওর মা আমায় মা ব'লে ডাকৃতো। বড় ভাল মেয়ে ! ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিল—বিধবা হ'য়ে মার কাছে ছিল ; মা ম'রবার সময় আমার হাতে তুলে দেয়।

মায়া। যত আপদ জোটাতে পার মা—ভালও লাগে !

সরলা। ছিঃ মা, অমন কথা ব'লোনা—ও কথা ব'ল্‌তে নেই !

[বীথি আসিল—রমা দোরের কাছ পর্য্যন্ত আসিল—বীথি দাদু ও দিদিমাকে প্রণাম করিল।]

বীথি। (দিদিমার কাছে গিয়া) দিদিমা, তুমি আর কখনো আমার নাম ক'রোনা। মনে ক'রো, তোমার বীথি ম'রে গেছে। চল মা !

সরলা। বালাই—ষাট্‌ !

মায়া। বাবা—মা ! কিছু মনে ক'রোনা। (করমর্দ্দনের জন্য হাত বাড়াইল) Excuse me if I have been a bit harsh. (জিতেনের প্রতি)—এস ?

জিতেন। তুমি বীথিকে নিয়ে সন্ধ্যার পর clubএ থেকো; আমি এবেলা এখানে থেকে—ওবেলা যাব'খন।

মায়া। বাবা-মায়ের খোসামোদ ক'র্বে তো?—shame!

[বীথি ও মায়ার প্রস্থান।

সুবিনয়। আচ্ছা, ও কি দাঁড়িয়েছে? কোন দেশের স্ত্রীলোকের সঙ্গেই তো ওর মিল নেই!

জিতেন। না। She is a race by herself and knows no kin! ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—ও কথায় আর দরকার নেই। মা, আমি আপনার এখানে নিরিমিষ খাব ব'লে র'য়ে গেলাম। আপনার সুক্তনি ঘণ্ট ছেঁচকী—সবগুলি যেন পাই। একখানা কাপড় দিতে পারেন মা, একটু ভদ্রলোক সাজি?

সরলা। আর তো এস না বাবা! তুমি তো আমার জামাইয়ের মত না—তোমায় পেয়ে আমরা ছেলে পেয়েছিলাম!

(সরলা বাড়ীর ভিতর গেলেন।)

সুবিনয়। তোমার বাপকে বঞ্চিত ক'রে লোভীর মত তোমায় তাঁর কাছ থেকে কেড়ে রেখেছিলাম। সে লোভের শাস্তি মহাপ্রভু দিয়েছেন। মেয়ে আমার পর হ'য়ে গেছে। যাকে মেয়ের মত ক'রে লালনপালন করলাম, তাকেও কেড়ে নিয়ে গেল।

(সরলা কাপড় আনিয়া জিতেনকে দিলেন)

সরলা। আমার বড় ইচ্ছে ছিল, কোন বনেদি হিঁদুর ঘরে বীথির বিয়ে দেব। ওকে আমি যে ভাবে মানুষ ক'রেছি বাবা—বিলেতফেরতের ঘরে গিয়ে ও সুখ পাবে না!

জিতেন। আমি জানি—কিন্তু উপায় তো নেই! বীথির মায়ের উপর কে কথা কইবে? আপনারা চিরদিন ওকে প্রশ্রয় দিয়েছেন—আজ ও

আর কারো কোন বাধা মান্‌তে পারে না। আমার কথাতো ছেড়েই দিন, আমায় শাসন ক'রে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়—সেইটাই ওর সব চেয়ে বড় Vanity!

সরলা। বীথিটেকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল! নিজে খেলে না—মেয়েটাকেও ছুটো খেতে দিলে না!

জিতেন। খেতে দেবেখন, বাবুর্চ্চির হাতের ham sandwich আর fowl-roast; বীথির গঙ্গাস্নানের পর ঠিক উপযুক্ত পথ্য হবে—বমি না করে এখন! বাংলা খাবারের উপর আপনাদের মেয়ের ভীষণ জ্ঞাতিশক্রতা!

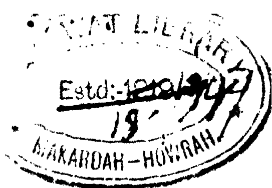
সুবিনয়। তুমি তো তাহ'লে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ!

জিতেন। সে আর বল্‌বেন না! আমি হাজার হোক্, পূজুরী বামুনের ছেলে—সব সময় তো বরদাস্ত হয় না? মুখ বদলাবার জন্যে সেদিন বল্লাম, নিমবেগুনের ব্যবস্থা কর। বাবুর্চ্চি Quinineএর কি একটা preparation এনে হাজির কল্লে: আপনার মেয়ে বল্লেন—more anti-malarial than Neem—মুখে দিয়ে যাই আর কি! আপনার মেয়ের কথা ছেড়ে দিন্: মা, আপনি ভিতরে যান—সব ব্যবস্থা করুন গে।

সরলা। বীথি বাড়ীতে নেই—আমি বাড়ীর ভিতর থাক্‌তে পারি নে বাপু! তোমাদের এইখানেই বসি। আমাদের ঠাকুর নিরিমিষ তরকারী বেশ ভালই রাঁধে—রমা দেখিয়ে দেবেখন।

জিতেন। আপনি বসুন—বসুন!

সুবিনয়। আমার জন্যে তো নয়—আমি না হয় একজন ক্লার্ক মাইনে ক'রে রাখ্‌লেম। I really feel for this old venerable lady—মেয়েটাকে বড্ড ভালবাস্‌তো কিনা! (সরলার প্রতি) কেমন—আর পরের মেয়ে মানুষ ক'র্‌বে?



দ্বিতীয় দৃশ্য

[চন্দনডাঙ্গা—উপেন্দ্রনাথের বাড়ী ; দাওয়া ও উঠান। দাওয়ায় বসিয়া শান্তি ভবানীর চুল বাঁধিয়া দিতেছে,—দেবী আসিলেন]

শান্তি। কাকীমা—পিসিমার খোপাটা দেখ্‌দিনি একবার—কেমন হ'ল ?

দেবী। তুই বুঝি খোপা বেঁধে দিলি ?

শান্তি। হ্যাঁ—কাকী! আমাগোর চাষাড়ে হাত—যেমন হাত, তেম্‌নি খোপা হ'য়েছে। হাস্‌ছো যে কাকীমা ?

দেবী। পাতা কাট্‌লি বুঝি ? আজকাল মেয়েরা কি পাতা কাটা পছন্দ করে রে !

শান্তি। কে জানে বাপু! আমি ভাবলাম মা—ওই বুঝি আজকালকের ফেসিয়ান !

(সুরেশের প্রবেশ)

সুরেশ। সব হ'ল বৌদি !

দেবী। হ্যাঁ—হ'য়েছে ঠাকুরজামাই !

সুরেশ। গাড়ী এসেছে ?

দেবী। শান্তি বলেছে নটবরদাকে। যা তো মা, তোর বাবাকে পাঠিয়ে দে।

শান্তি। বাবা এলি আর বাড়ী থেকে বারুতি পার্ব্বনা পিসি—একেবারে একটা পেন্নাম করে যাই তোমারে !

(শান্তি ভবানীকে প্রণাম করিল,—পরে সুরেশকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল)

দেবী। মাঝ থেকে যদি এই ঘটনা না ঘটত,—আমি তোমাদের এইখানেই থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিতাম ঠাকুরজামাই!

সুরেশ। তাতো বুঝ্‌তেই পাচ্ছি বৌদি! আবার সেই বাবা-মার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হবে; শ'খানেক টাকাও যদি হাতে ক'রে যেতে পার্ত্তাম বৌদি!

দেবী। আমাদের তো আর উপায় নেই—ঠাকুরজামাই!

সুরেশ। আমি তো সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি; তবে বাবা-মা কি আর তা বুঝ্‌বেন?

দেবী। এই দশটা টাকা কোন গতিকে জোগাড় করেছি—এইটে তোমার কাছে রেখে দাও ঠাকুরজামাই! আর গরুর গাড়ীর ভাড়া আমায় দিয়ে দেবখন।

ভবানী। কেন বৌদি, তুমি আবার দশটা টাকা দিতে গেলে? এই তো কাপড়চোপড় কিনে দিলে—

দেবী। দামোদর মুখ তুলে চান—ঠাকুরজামাই দু'পয়সা রোজগার করুন; তখন কি আর আমরা দিতে যাব?

সুরেশ। আপনার প্রার্থনার জোরে যদি হয় বৌদি! নইলে, আমি তো আর কোন আশাই দেখ্‌ছিনে! কত লোক কত টাকা বাজে খরচ করে! আমায় যদি কেউ মাসে পঞ্চাশটে ক'রে টাকা মণিঅর্ডার করে—তা তো কর্‌বেনা পাষণ্ডরা!

দেবী। ঠাকুরজামাই! এতদিন তুমি ছিলে—এত দুঃখেও তোমার কথায় মুখে হাসি আস্‌তো!

সুরেশ। কত বড় গুণ—বলুন তো বৌদি! থাক্‌তো সেকালের রাজা-রাজ্‌ড়া, নিজের হাতে মাথায় শালের পাগ্‌ড়ী পরিয়ে দিত—আর দশখানা গ্রাম্ জায়গীর!

ভবানী। বাবাকে ডাক বৌদি—প্রণাম করে যাই!

সুরেশ। আপনি অত হা হুতাশ ক'রবেন না বৌদি! ছোড়দা এদিকে লোক ভাল—একটু গোরা মেজাজ, এই যা। ও একদিন অনেক টাকা রোজগার ক'রবে নিশ্চয়ই! ওর মতলব, দু'জায়গায় দুটো বাড়ী করবে—আর দুই বাড়ীতে দুই স্ত্রী থাকবে। ও আপনাকে ত্যাগ করবেনা—সে ভয় আপনার নেই; আমি ব'লে দিচ্ছি—আপনি দেখে নেবেন!

দেবী। ওকথা থাক্ ঠাকুরজামাই!

[প্রস্থান।

ভবানী। তুমি ছোড়দার কথা নিয়ে বৌদিকে ঠাট্টাতামাসা করোনা—উনি সইতে পারেন না। দেখ্‌লে না, মুখখানা কি রকম হ'য়ে গেল!

সুরেশ। তোমাদের সব বাড়াবাড়ি! কেন, তোমার দাদা অন্যায়টা কি ক'রেছে? আর একটা বিয়ে করে শ্বশুরের খরচায় বিলেত গেছে। বেশ করেছে! সুযোগ পেলে একাজ সবাই করে থাকে!

ভবানী। সবাই করেনা—তোমার মত যারা স্ত্রীকে দু'চোখে দেখ্‌তে পারে না, তারাই করে।

সুরেশ। আমি আজ ছ'মাস ইস্ত্রীর আঁচল ধ'রে শ্বশুরবাড়ী প'ড়ে আছি, দিনরাত স্ত্রীকে দু'চোখ দিয়ে দেখ্‌ছি—আর এহেন কথা তুমি আমায় ব'ল্লে!—আমি স্ত্রীকে দেখ্‌তে পারিনে? এই তোমার পতিভক্তি!

(উপেন্দ্রনাথ ও দেবী প্রবেশ করিলেন)

দেবী। ঠাকুরঝি চ'লে যাচ্ছেন বাবা!

উপেন্দ্র। চ'লে যাচ্ছে, কোথায়?

দেবী। ঠাকুরজামাই ঠাকুরঝিকে নিয়ে যাচ্ছেন!

উপেন্দ্র। ওঃ! আচ্ছা—আচ্ছা!

ভবানী। আমার এখন যাবার ইচ্ছে ছিল না—আপনি আমায় সেদিন যেতে বল্লেন তাই!

উপেন্দ্র। আমি যেতে বলেছি তোকে! —কবে?

ভবানী। সেদিন আপনি আমায় বল্লেন—'তোর ভাবনাই আমার এখন সব চেয়ে বড় ভাবনা ভবানী!'

উপেন্দ্র। সংসারের দায়িত্ব আর নিতে পারছিনে ভবানী! বুক ভেঙে গেছে—আশাভরসা আর নেই; ঠিক বুঝ্তে পারিনে!

ভবানী। আপনার শরীর যদি খারাপ হয়, আমায় খবর দেবেন বাবা। আমি তখনই চ'লে আস্বো।

উপেন্দ্র। তুইও খবর দিস্। যতদিন আমি আছি, ম'রতে ম'রতে গিয়েও দেখা ক'রে আস্বো; তারপর কি হবে—কে জানে?

(ভবানী ও সুরেশ প্রণাম করিল)

দেবী। ঠাকুরজামাইকে কিছু বল্বেন না বাবা?

উপেন্দ্র। হ্যাঁ—ব'ল্বো বৈকি? একটু মানুষের মত হও বাবা! তবু তুমি ভাল, অনেক ভাল—সত্যর চেয়ে ভাল! তুমি তোমার বুড়ো বাপকেও ত্যাগ করনি—স্ত্রীকেও ত্যাগ করনি। আমার ছেলেদের তুলনায় তুমি সুপাত্র সুরেশ—একসময় আমি তোমার উপর অবিচার করেছি।

(দেবী ঘরের ভিতর গেল)

সুরেশ। (অর্দ্ধস্বগতঃ) কথাটা বরং আপনার মেয়েকে বুঝিয়ে বলুন। ওঁর মনে মনে ধারণা, উনি অপাত্রে প'ড়েছেন—অথচ আমি যে কত বড় সুপাত্র!

উপেন্দ্র। কি ব'ল্‌ছো সুরেশ ?

সুরেশ। আজ্ঞে না—বল্‌বো আর কি ? আপনি অতো মনমরা হ'য়ে থাক্‌বেন না। পাঁচজায়গায় মেলামেশা ক'র্‌বেন। আমি এখন যেতাম না—কিন্তু আপনার মেয়ে বড়ই পেড়াপীড়ি আরম্ভ ক'র্‌লে !

উপেন্দ্র। কি জানি, আমি ওকে কবে কি ব'লেছি—হয়তো আমার উপর অভিমান ক'রে—। হ্যাঁ মা ভবানী, আমার উপর অভিমান করিস্‌নি তো মা ?

ভবানী। আপনার এই অবস্থা নিজের চোখে দেখে—তারপরও কি আমি আপনার উপর অভিমান ক'র্‌তে পারি ?

উপেন্দ্র। তোরা যা, তোরা যা—সবাই যা ; আর আমায় জড়াস্‌নে। আমি এখন একএকটী ক'রে গেরোগুলো সব খুল্‌তে পার্‌লে বাঁচি—বাঁধন আর সয় না ! বড় আশা ক'রেছিলাম, অন্তর্যামী গাঁয়ে—উনি সব জান্‌তেন ; আর কেউ জানে না !

(দেবী ঘরের ভিতর গেল)

দেবী। ঠাকুরঝি ! ঘরের ভিতর একবার আয় দিদি—যাত্রামঙ্গলটা প'ড়ে যা।

ভবানী। যাই বউদি !

উপেন্দ্র। সুরেশ, তোমায় আর বেশী কি ব'ল্‌বো বাবা ! হাতে হাতে তো অনেকদিন আগেই সঁপে দিয়েছি—এখন তুমিই ওর সব। তোমার বাপমার কাছে ওর দোষত্রুটী তুমিই সব ঢেকে নিও।

সুরেশ। সে আমায় ব'ল্‌তে হবে না ; তবে আমার বাপমার দৃষ্টি এত সূক্ষ্ম যে, তাঁরা দোষত্রুটী ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তেই পান না !

উপেন্দ্র। সন্তান তো হয়নি আজো বাবা—হ'লে বুঝ্‌তে পার্‌বে, বাঁপের কত ভাবনা !

(দেবী ও ভবানী বাহির হইয়া আসিল)

ভবানী। বউদি, বীথি চিঠি লিখলে চিঠি আমায় পাঠিয়ে দিও। বড্ড ইচ্ছে ছিল—আমার বীথি-মাকে একবার চোখে দেখি !

দেবী। দেব ঠাকুরঝি !

(নটবর গাড়োয়ান প্রবেশ করিল)

নটবর। প্রাতঃপেন্নাম ঠাকুরমশাই !

উপেন্দ্র। ওদের পৌঁছে দিয়ে আমাদের একটা খবর দিস্ নটবর !

নটবর। যে আজ্ঞে ঠাকুরমশাই—তা দেব বৈকি ? কই দিদি-ঠাকুরোণ—কি জিনিষপত্তর যাবে গাড়ীতে ?

দেবী। ঐ যে দাওয়ায় রয়েছে—নটবরদা !

ভবানী। নটবরদা, বাড়ীর কাছে ডাকতে হাঁকতে তুমি। বৌদি একে মেয়েমানুষ, তায় একা ; তোমরা বাবাকে একটু দেখাশোনা ক'রো দাদা—পুরুষ মানুষ তো কেউ নেই বাড়ীতে !

নটবর। সে কি আর বল্‌তে দিদিঠাকরুণ ! নটবরদাস যতদিন বেঁচে আছে—বাবাঠাকুরের কোন ভয় নেই দিদি !

ভবানী। খাজনাপত্তর এবছর আর কেউ দেয়নি দাদা ! তোমরা না দেখ্‌লে বাবা এই বুড়ো বয়েসে কার দোরে গিয়ে হাত পাতবেন বল তো দাদা ? তুমি নিজে একটু থেকে—

নটবর। আচ্ছা আচ্ছা ; দিদি, আমি নিজে গিয়ে তাগাদা ক'রে বাবাঠাকুরের সব খাজনা—ধান আদায় ক'রে দেব। তুমি ভেবনি !

(নটবর মোট মাথায় তুলিল)

দেবী। (নটবরের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে) নটবরদা, পরশুদিন সকালে শান্তিকে একবার পাঠিয়ে দিও—তোমার গাড়ীভাড়াটা যেন আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যায়।

সুরেশ। (শ্বশুরকে প্রণাম করিল) আচ্ছা, আসি তাহ'লে! আমার তেমন যাওয়ার ইচ্ছে— আচ্ছা ; বৌদি, আপনাকে আর কি বল্‌বো—আপনি তো কারো কথা শুন্‌বেন না! যাক্—পায়ের ধূলো দিন।

ভবানী। তাহ'লে আসি বাবা!

(পায়ের ধূলা লইল)

[ভবানী, সুরেশ চলিয়া গেল, দেবী দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিল]

উপেন্দ্র। বৌমা, বীথি কি এর মধ্যে আর তোমায় চিঠি দিয়েছে?

দেবী। না বাবা! প্রায় দিনপ'নের তার কোন চিঠিপত্র পাইনি ; —মনটা মাঝে মাঝে মেয়েটার জন্যে কেমন করে!

উপেন্দ্র। বড় ভাল মেয়ে বীথি—বড় ভাল, বড় ভাল! ও আমার মান রেখেছে। বড় বৌমার গর্ভে যে অমন মেয়ে হবে, কোনদিন আশা করিনি বৌমা!

দেবী। আর এমন চিঠি লেখে বাবা—চিঠিতে যেন কথা কয়! আমায় কত উপদেশ দিয়েছে!

উপেন্দ্র। তোমায় উপদেশ দিয়েছে?

দেবী। মোটেই বেমানান হয়নি বাবা! অনেক উপদেশ দেওয়ার পর যখন মনে হ'য়েছে, বোধহয় ঠিক্ হ'চ্ছে না, তখন লিখেছে—"আমি তোমার শাশুড়ী ; আমার উপদেশ দেবার অধিকার আছে—তাই উপদেশ দিচ্ছি"।

উপেন্দ্র। বটে? না—ওর কথা আর ভাববো না। না বৌমা, বীথির কথা তুমি আর আমায় শুনিয়ো না!

(গ্রাম্য ভিক্ষুক নিতাইয়ের প্রবেশ)

নিতাই। পেন্নাম হই বাবাঠাকুর! অনেকদিন ছিচরণ দর্শন করিনি; কেমন আছেন—শরালগতিক ভাল আছেন তো?

উপেন্দ্রনাথ। আর শরীরগতিক!—এখন ভালয় ভালয় চলে যেতে পারলেই হয়!

নিতাই। আজ্ঞে হ্যাঁ—যা ব'লেছেন বাবা! তাহলে একখানা মায়ের নাম গান করি বাবাঠাকুর!

উপেন্দ্র। বৌমা, নিতাইকে একটা ব'স্‌বার কিছু এনে দাও। গাও—অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।

(নিতাই গান ধরিল)

বিদায় দাও মা! এবার আমি যাই,
ওই দেখ মা, বিল্বতলে দাঁড়িয়ে আছে
তোমার জামাই!
(ওমা) বাপের ঘরে রইতে কি পারি?
বিয়ের পরে ঘর চলে না—
মেয়ে যে তোর পরের নারী!
(এখন) আশীষ কর, সেই ঘরেতে থাক্‌তে যেন পাই।
(ও মা) দিয়েছ তুলে—যার হাতে
আর যে কেউ তার নেই তিন কুলে!
নেশা ভাং ক'রে ভোলা রয় আপন ভুলে;
বছর পরে বাপের ঘরে
আসি তিনটী দিনের তরে,

তাতেই কত বকাবকি রাগারাগির অন্ত নাই !
নিতাই বলে—ওমা শিবে ! ধন-দৌলত নাহি চাই,
তুমি বরের সঙ্গে ঝগড়া কর না,
আমি যেন তান গান গেয়ে যাই ॥

উপেন্দ্র। বৌমা, দুটী চাল আর কিছু আনাজ এনে দাও নিতাইকে। খাসা গেয়েছ বাবা—বেশ গান! মাঝে মাঝে শুনিয়ে যেও !

নিতাই। যে আজ্ঞে বাবাঠাকুর !

উপেন্দ্র। তোমার নিজের বাঁধা গান ?

নিতাই। আজ্ঞে—হ্যাঁ ; ঐতো, ভণিতে রয়েছে—?

(দেবী চাউল প্রভৃতি আনিয়া নিতাইকে দিলেন—নিতাই চলিয়া গেল)

উপেন্দ্র। বৌমা, তোমার বোধ হয় এখনো খাওয়া হয়নি মা !

দেবী। না বাবা—এইবার খাব !

উপেন্দ্র। তোমার দাদা এসেছিলেন ; কবে তোমায় নিয়ে যেতে চান তিনি ?

দেবী। তিনি তো আজ সকালে উঠেই চ'লে গেছেন।

উপেন্দ্র। তোমায় নিয়ে গেলেন না ?

দেবী। আপনাকে ফেলে আমি কোথাও যাবনা বাবা !

উপেন্দ্র। আমি আর ক'দিন মা ?—তারপর !

দেবী। যতদিন আপনি আছেন, আপনার দামোদর আছেন—আমি কোথাও যাবনা বাবা !

উপেন্দ্র। একবার দু'দশ দিনের জন্যে ঘুরে এলে পারতে !

দেবী। মা থাকলে যেতাম একবার ; এখন আর কার কাছে যাব বাবা !

উপেন্দ্র। হুঁ—আচ্ছা : থাক মা—থাক ; তুমি থাক্‌তে চাইলেই কি থাকা হবে! আমার যে শ্রীবৎস রাজার অদৃষ্ট—পোড়া শোল মাছ জলে ভেসে যায়! আচ্ছা, তুমি যাও মা—খাওয়াদাওয়া ক'রে নেও ; বেলা অনেক হ'য়ে গেল ; রেখেছ নিজের জন্যে কিছু ?—না আমাদের খাইয়েদাইয়ে নিশ্চিন্দি হ'য়েছ ? চল দেখি, একবার হেঁসেলটা দেখে আসি ?

দেবী। না বাবা! আপনার পায়ে পড়ি, আজ আর দেখ্‌বেন না কিছু—আমার হ'য়ে যাবে'খন।

উপেন্দ্র। হুঁ—আচ্ছা ; চোখ বুঁজিয়ে আছি—চোখ বুঁজিয়েই থাকি! আচ্ছা—

[প্রস্থান।

[দেবী কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

[বোম্বে—ডা. এ. চৌধুরীর বাসস্থান ; গরমেণ্ট কোয়ার্টার—হাল ফ্যাসানে সুসজ্জিত। বীথি একখানা সোফায় বসিয়া কি বই পড়িতেছিল—একটু পরে বইখানা একধারে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল ; তাহার কেবলই কান্না পাইতেছিল ; রমা কখন্ আসিয়া তার পিছনে দাঁড়াইয়াছে, বীথি তাহা জানিতে পারে নাই।]

রমা। দিদি !

বীথি। কে—রমা ? আয়—বোস্ !

(রমা বসিল)

রমা। তোমার কি হ'য়েছে দিদি ?

বীথি। তুই তো সব জানিস্ !

রমা। আর কিছু ?

বীথি। না—আর কিছু হয়নি।

রমা। তুমি দিনরাত এমন মনমরা, এমন গম্ভীর হ'য়ে ব'সে থাক—তোমার সঙ্গে কথা কইতেই ভয় হয় !

বীথি। তোরও তো এখানে ভাল লাগ্‌ছে না।

রমা। তোমার জন্যেই তো আমি এখানে—নইলে, আমার তো এখানে আসার কথা নয়।

বীথি। দাদামশায় দিদিমার জন্যে তোর মন কেমন কর্চ্ছে ; যাবি ক'ল্‌কাতায় ?

রমা। যেতে অবিশ্যি খুবই ইচ্ছে হয় ; তবে, তোমায় ছেড়ে তো আর যাওয়া চলে না। জামাইসাহেব তো চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোল ঘণ্টাই

বাইরে বাইরে থাকেন; আমি ক'লকাতায় গেলে তুমি এ-পুরীর মধ্যে একা থাক্‌বে কি ক'রে দিদি? তবু তো আমার সঙ্গে দু'টো কথা ব'লে হাঁপ ছাড়তে পাচ্ছ?

বীথি। আমি যদি তোর সঙ্গে যাই!

রমা। তাহ'লে জামাইসাহেবের ঘর চ'লবে কি ক'রে? একে তো তিনি ঐ ধরণের মানুষ—কিছুর যদি ঠিক্ থাকে! তার চেয়ে ওঁকে বল—উনি কল্‌কাতায় চাকরী নিন্; আমাদের কত সুবিধে হবে বল দেখি!

(শঙ্কর প্রবেশ করিল)

শঙ্কর। দিদিমণি! তোমাদের ঘর প'স্কার কল্লাম, বাগানের ফুলগাছে জল দেলাম, ঘাসকাটা কলে ঘাস কাটলাম—আর কি কাজ আছে, বল দিদি!

বীথি। আর কাজ নেই।

শঙ্কর। জামাইসাহেব যে পাঁচটা খানসামা কি জন্যে রেখেছে দিদি, তা আজো আমার বুদ্ধিতে এল না! আমি একা—সবার কাজ করতে পারি। বেটারা কেবল ব'সে ব'সে খাবে আর, গালগপ্প ক'র্‌বে! আমি জামাইসাহেবকে আজ ব'ল্‌বো, একটা রেখে আর সব ছাড়িয়ে দিন।

বীথি। না শঙ্করদা, তুমি ওঁকে কিছু ব'লো না; তোমার কি দরকার? যাঁর টাকা তিনি বুঝ্‌বেন।

শঙ্কর। তিনি বোঝেন কই?—তিনি যদি বুঝ্‌তেন, তাহ'লে আর ভাবনা কি ছেল দিদি!

বীথি। তোমার অতো দরদে কাজ নেই শঙ্করদা! বেশী বাড়াবাড়ি ক'র্‌তে যেও না—মান থাক্‌বে না।

শঙ্কর। আমার আর মান-অপমান কি দিদি! তোমায় কোলে পিঠে

ক'রে মানুষ ক'রেছি ; তোমার সংসার, দুপয়সা থাকে—তোমারই থাক্‌বে !

বীথি। আমার সংসার না দাদা! আমি এ সংসারের কে ?—কেউ না !

শঙ্কর। কি রকম কথাডা হ'ল রমা দি ? কথাডা তো সোজা কথা না দিদি—এর মধ্যে বাঁক্‌চুর আছে যে অনেক !

রমা। সে বুঝি তুমি আজ বুঝ্‌লে শঙ্করদা !

শঙ্কর। কেন—কি হ'য়েছে, বলতো দিদি ?—জামাইসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া ক'রেছ নাকি ? ছিঃ ! স্বামী গুরু নোক্—ওনার সঙ্গে ঝগড়া কর্ত্তে নেই দিদি !

বীথি। চুপ্‌ কর শঙ্করদা—ঝগড়া আমি করিনি !

শঙ্কর। আরে, আমাদের জামাইসাহেব—ও পাগলা ডাক্তার বটে, কিন্তু মানুষ বড় ভাল !

রমা। পাগলা ডাক্তার কি রকম ?

শঙ্কর। আরে, তা বুঝি জাননা ? এখানে আসবার আগে একবার দেশে যাই—তাইতে আমায় মেলোয়ারী জ্বরে ধরে ; জানইতো, একদিন অন্তর জ্বর হয়। আমার অপরাধ, আমি জামাই সাহেবকে ব'লেছিলাম !

রমা। উনি ওষুধ দেননি ?

শঙ্কর। আমি তাই ভেবেছিলাম, দু'শিশুড়ি কুইলান মেক্‌চার দেবে—ভাল হ'য়ে যাব।

রমা। উনি কি কর্‌লেন ?

শঙ্কর। সে আর তোমায় কি বলবো দিদি ! আমায় সঙ্গে ক'রে কলেজে লিয়ে গিয়ে কত কি যন্তর দিয়ে আমার গা ফুঁড়ে খানিকটে নক্ত বার ক'রে নিলে ; তারপর সেই নক্ত কাঁচের গায়ে নাগাল। আমি

বল্লাম—"দাদা, এ সব কি ?" তা বল্লে—"রক্তপরীক্ষে" ; তারপর আর একদিন পেশ্চাবপরীক্ষে ; আর একদিন শরীলের ময়লাপরীক্ষে—আর একদিন থুতুকুড়িপরীক্ষে—শুর্ধ্দি, এখনো পরীক্ষে শেষ হয়নি !

(অনিল প্রবেশ করিল)

অনিল। এই যে শঙ্করদা !

শঙ্কর। দাদুসাহেব, তোমার সেই পরীক্ষের গপ্প ক'রছিলাম দিদিমণিদের কাছে। আর ক'টা পরীক্ষে বাকী দাদু !

অনিল। আর বেশী না—এইবার একদিন—X'Ray Photo নিতে হবে।

শঙ্কর। তার চেয়ে যদি এক শিশুড়ি কুইনেন মেক্চার, আমাদের যদু ডাক্তার দিত—

অনিল। কুইনিনই দেব—তবে একবার দেহটা পরীক্ষা করা দরকার। আমরা নিঃসন্দেহ হ'তে পারি।

শঙ্কর। ততদিন আমি টিঁকে থাক্‌বো তো দাদামণি ?

অনিল। এমনও হ'তে পারে, malarial germs তোমার শরীরের পক্ষে উপকারী। হয়তো ম্যালেরিয়া সারালে তোমার ফাইলেরিয়া হ'তে পারে, কলেরা হ'তে পারে, বেরীবেরী হ'তে পারে, প্লেগ হ'তে পারে।

শঙ্কর। ওরে—বাপ্‌রে ! তুমি যে আমায় বড্ড ভয় ধরিয়ে দিলে দাদু ! কলেরা, পিলেগ—ওসব কি বল্‌ছো তুমি ?

অনিল। যদি তাই বুঝি, তাহ'লে তোমার ম্যালেরিয়া সারাব না—তোমার শরীরের সঙ্গে থাপ খাইয়ে ওটাকে পোষ মানাতে হবে।

শঙ্কর। পোষা ম্যালোয়ারি ?—ম্যালোয়ারি সারাবে না ? তার মানে, মাঝে মাঝে জ্বর হবে ?

অনিল। যদি মনে করি, তোমার শরীরের পক্ষে জ্বরটা উপকারী—

শঙ্কর। শরীরের পক্ষে জ্বর উপকারী! দাদা, আমি এর মধ্যে চার পয়সার কুইলেনের পিলুই কিনে খেয়েই ফেলেছি; আমার জ্বর সেরে গেছে!

অনিল। জ্বর সেরে গেছে? সর্ব্বনাশ করেছ শঙ্করদা—আমায় না জানিয়ে টপ্ করে জ্বরটা বন্ধ করে দিলে? ও যে এখন কি আকারে বার হবে, কেউ তো বল্‌তে পারে না!

শঙ্কর। তা তুমি আমার জন্যে ভেবোনা দাদা! চার পয়সার পিলুই আমার শরীলে গিয়ে কিচ্ছু করতি পার্‌বেনা। দিদির সঙ্গে নাকি কি ঝগড়া ক'রেছ? ঝগড়া মিটিয়ে ফেল—ঝগড়া মিটিয়ে ফেল দাদা!

বীথি। শঙ্করদা, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছ; যাও এখান থেকে।

শঙ্কর। যাচ্ছি দিদি, কিন্তু দিদিমার কথাডা একবার মনে করে দেখ—তিনি তোমায় কি ব'লে দিয়েছিলেন।

[প্রস্থান।

অনিল। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে বী

বীথি। বেশ তো, বলই না কি কথা?

অনিল। এখানে কেমন ক'রে ব'লি?—আমার ঘরে এস!

বীথি। না—আমি ওঘরে যাব না; তুমি এইখানেই বল—রমা সব জানে।

অনিল। রমা-দেবীর সঙ্গে তোমার যা বন্ধুত্ব, আমার তা নয়; ওঁর সাম্‌নে সেসব কথার আলোচনায় আমার আপত্তি থাকৃতে পারে।

রমা। আমি ওঘরে যাচ্ছি দিদি!

[প্রস্থান।

অনিল। তুমি আমার সঙ্গে কেন এমন কচ্ছ বীথি ?

বীথি। আমি তো কোন অন্যায় করিনি !

অনিল। তিনদিন তুমি আমার সঙ্গে কথা কওনি !

বীথি। তুমিও, কথা কওনি। তুমি কথা করে দেখ্‌লে পার্‌তে আমি উত্তর দিই কিনা !

অনিল। তুমি দিন দিন আমার কাছ থেকে দূরে স'রে যাচ্ছ—দিন দিন পর হ'চ্ছ !

বীথি। আপন-পর ব্যবহারে ! তুমি যদি আপন কর্ত্তে চাইতে—আমি আপন হ'তাম। তুমিই তো আমায় পর কচ্ছ !

অনিল। সে রাত্রির সেই তুচ্ছ ঘটনায় তুমি এত উত্তেজিত হ'লে—This is undignified—I tell you !

বীথি। সে ঘটনাকে তুমি তুচ্ছ বল ?—আমি বলি, এর চেয়ে দারুণ অপমান স্ত্রীলোকের পক্ষে আর নেই !

অনিল। তুচ্ছ—তুচ্ছ—The man was hopelessly drunk ! সে তখন বদ্ধ মাতাল—সে জানতো না, কি ক'চ্ছে !

বীথি। একটা পরপুরুষ আমার হাত ধ'রে অপমান কল্ল, সেটা তোমার কাছে তুচ্ছ হ'ল ? কোন দেশের কোন স্বামী যে এটা সহ্য ক'র্‌তে পারে, আমার তা জানা ছিল না !

অনিল। Well—well dear, don't be silly ! তুমি তার গালে একটা চড় মার্‌লে পারতে ! সে কিছু মনে কর্‌তো না।

বীথি। সে কাজটা তোমারই করা উচিত ছিল ! তুমি সেদিকে লক্ষ্য না ক'রে—আর একটা মেয়ের দিকে ছুট্‌লে !

অনিল। তুমি বড্ড গম্ভীর হ'চ্ছ ! সভ্যসমাজে যেখানে mixed companyতে আমোদআহ্লাদ চলে, সেখানে এসব ঘটনা প্রায়ই

ঘটে—কেউ তা seriously নেয় না। রাত্রে হৈ চৈ হয়—সকালে সবাই সব কথা ভুলে যায় !

বীথি। এই যদি সভ্যসমাজের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা হয়, আমি সে সভ্যসমাজে মিশ্‌তে চাইনে !

অনিল। সুন্দরী স্ত্রী সভ্যসমাজে মিশ্‌বার পক্ষে একটা মস্ত বড় asset ! এটা তো তুমি জান, কোন dance partyতে কেউ নিজের wifeএর সঙ্গে নাচে না ; এই হ'চ্ছে custom—কেউ কিছু মনে করেনা।

বীথি। আমি মনে করি। আমি তোমার সঙ্গে আর কোন ক্লাবে যাব না।

অনিল। clubএ যাবে না তো—আমি তোমায় বিয়ে কর্ল্লাম কেন ? A modern wife is her husband's companion at home and abroad. You are now Mrs. Chowdhury, my better half !

বীথি। না—আমি শ্রীমতী বীথি দেবী, তোমার বিবাহিতা স্ত্রী। আমার সম্মান যদি তুমি না রাখ্‌তে পার—

অনিল। হিঁদু মতে ধর্‌লেও আমি তোমার স্বামী—আমার কথা শোনা তোমার দরকার। তুমি আমার কোন কথাই শোন না !

বীথি। তুমি স্ত্রীকে কিভাবে দেখ্‌তে চাও ?

অনিল। কিভাবে আবার দেখ্‌তে চাইব ?

বীথি। আমায় তুমি খেলার পুতুল মনে কর, না দেবী মনে কর—না আর কিছু মনে কর ?

অনিল। তোমার কি দু'এক বছরের ভেতর typhoid হ'য়েছিল ?

বীথি। কেন ?

অনিল। Brainএর conditionটা ঠিক আছে কিনা ভাবছি !

বীথি। আমার কোন কিছু অসুখ হয়নি— brain ঠিকই আছে।

অনিল : আমি তোমায় পুতুলও মনে করিনে, দেবীও মনে করিনে—wife ব'ল্‌তে আমি বুঝি নারী! আমার সমান—আমার জীবনের সঙ্গী...

বীথি। আমি স্বামীকে দেবতা ব'লে ভাবতে চাই; কিন্তু কাকে দেবতা মনে কর্‌বো!

অনিল। দোহাই তোমার বীথি! তুমি আমায় দেবতা মনে ক'রো না—I won't reach that dignified eminence, সুবিধে কর্ত্তে পারবো'না!

বীথি। সে আমি বুঝতে পেরেছি; তুমি আমায় খেলার পুতুলই মনে কর!

অনিল। দেখ বীথি, তোমায় আমি কত ভয় করি—সম্মান করি; clubএ তুমি যদি কাছে থাক—I never drink more than two pegs; অথচ এই কদিন তুমি যাওনি, আমি তোমার উপর রাগ ক'রে lost control—রোজ এক বোতলের উপর!

বীথি। আমার সঙ্গে তোমার কোনদিন মিল্‌বে না! আমি যে পথে যাব, তুমি সে পথে যাবে না; তুমি যে পথে যেতে চাও, আমি প্রাণ থাক্‌তে সে পথ মাড়াতে পার্ব্ব না। আমি চিরদিন তোমার কাছে ভারবোঝা হ'য়ে থাক্‌বো!

অনিল। তাই তো মনে হচ্ছে—bad luck!

বীথি। আমি বলি, তার দরকার কি? তার চেয়ে আমি তোমায় নিষ্কৃতি দিইনা কেন?

অনিল। নিষ্কৃতি দেবে?—আমি ঠিক মানে বুঝতে পাচ্ছিনা বীথি!

বীথি। আমি এখান থেকে চলে যাব—আমি এখানে থাক্‌বো না।

অনিল। থাক্‌বে না?

বীথি। না ; আমি আমার স্বামীকে দেখ্‌তে চাই—দেবচরিত্র !

অনিল। না মলে আমি যে দেবতা হ'তে পার্‌বো, সে ভরসা আমার নেই বীথি !

বীথি। কি বল্লে ? তুমি যাও—চলে যাও ; আমার সাম্‌নে থেকো না—তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার সাম্‌নে থেকো না !

অনিল। বীথি—বীথি !

বীথি। তুমি অবিশ্বাসী, তুমি নাস্তিক, তুমি কিছু মান না ! যে মানে—তাকে ঠাট্টা কর !

অনিল। I wonder !—কি হ'ল ?

বীথি। সত্যি, তোমায় আমায় মিলবে না।

অনিল। আমার সামাজিক জীবন তুমি যদি নিতে না পার, শুধু ঘরে আমার স্ত্রী হওয়ার কোন অর্থ হয় না !

বীথি। তোমার সমাজ মানে যদি ক্লাব হয়, আমি স্বীকার কচ্ছি—সে জীবনের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই।

অনিল। আমি চিরদিন clubএ মানুষ—আমি cinemaয় যাব, theatreএ যাব, raceএ যাব, sportsএ যাব ; dance, swimming—জীবন বল্‌তে আমি এই বুঝি !

বীথি। আমি তা বুঝিনে।

অনিল। যাক্—তোমারও ভুল হ'য়েছে, আমারও ভুল হ'য়েছে ; আমরা কেউ কাউকে চিনে নিতে পারিনি—সে সময়ও ছিলনা আমাদের। ভাল, তুমি যা চাও—তাই হবে !

বীথি। আমি এখানে থাক্‌বো না !

অনিল। বেশ, তোমার বাবাকে চিঠি দিই ; তারপর তোমায় কল্‌কাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্‌বো।

বীথি। আমি মা-বাবার কাছে যাবনা!

অনিল। ভাল. তোমার দাদামশায়ের কাছে যদি যেতে চাও—সেইখানেই চি.

বীথি। তুমি সেখানেও যাবনা।

অনিল। তাহ'লে কোথায় যাবে—বল?

বীথি। এ মুখ আর লোকালয়ে দেখাবনা!

অনিল। তুমি আর কেন মুখ দেখাতে পারবেনা?—আমারই মুখ দেখানো মুস্কিল হবে বন্ধুবান্ধবের কাছে! Bad luck—bad luck! Well, well, well—যখন উপায় নেই, তখন সইতেই হবে! I must face it like a man! আমি নিজের ঘাড়েই সব দোষ নেব—তোমায় দায়ী ক'রবো না; সমাজেও না—নিজের মনেও না!

বীথি। আমিও তোমার নামে কারো কাছে কোন অভিযোগ ক'রবোনা।

অনিল। সত্যি বীথি! আমায় বিশ্বাস কর, আমি কিছুতেই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা—তুমি কি চাও?

বীথি। কি ক'রে বুঝ্‌বে? তুমি তো কোনদিন বাঙালী গেরস্ত ঘরের দিকে ফিরে চাও নি—তুমি হোষ্টেল জান, ক্লাব জান! তুমি আমায় চাওনি—তুমি চাও নারীদেহ; অনেক পাবে—অভাব হবেনা। আমি শুধু দেহ নই!

অনিল। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা কিছুতেই পরস্পরকে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে! Well, well, well—তুমি কবে যেতে চাও?

বীথি। আজই!

অনিল। আজই?

বীথি। হ্যাঁ—আজই; দেরী ক'রে লাভ কি? শোন, আমি আমার

দিদিমাকে দেখেছি ; তিনি আমায় শিখিয়েছিলেন—"স্বামী দেবতা" ! তারপর আমার বিয়ে হ'ল—আমি স্বামীকে দেখলাম। আমার দুঃখ; আমি চেষ্টা ক'রেও তাঁকে দেবতা মনে ক'রতে [illegible]

অনিল। আমিও তো তাই চাই বীথি ! আমি ইচ্ছা করিনে, কেউ আমায় দেবতা মনে করে !

বীথি। তুমি আমার কথা এখনো বুঝ্‌তে পার্ব্বে না !

অনিল। না—।

বীথি। যদি তোমায় কোনদিন দেবতা মনে ক'র্ত্তে পারি, তবেই আস্‌বো। —রমা !

(রমার প্রবেশ)

রমা। দিদি, আমায় ডাকলে ?

বীথি। শঙ্করদাকে ডাক্—আমাদের জিনিষপত্তর বেঁধে নেবে ; আমরা আজ রাতেই কলকাতায় যাব।

রমা। কি বল্‌ছো তুমি পাগলের মত দিদি ?

বীথি। যা বল্‌ছি তাই কর্—শঙ্করদাকে ডাক্ !

রমা। আচ্ছা !

[প্রস্থান।

অনিল। আজ যদি first class berth reserve পাওয়া না যায় ?

বীথি। রিজার্ভেরও দরকার নেই, ফার্ষ্ট ক্লাসেরও দরকার নেই—আমি থার্ড ক্লাসে যাব !

অনিল। থার্ড ক্লাসে যাবে !

বীথি। আমি গরীব—বাংলাদেশের অধিকাংশ মেয়ে যা, আমিও

তাই। আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, আমার বাবুগিরি করা শোভা পায়না।

(রমা ও শঙ্করের পুনঃ প্রবেশ)

শঙ্কর। এসব কি পাগলামি দিদিমণি? যেমন জামাইদাদা, তেমনি তুমি!

বীথি। শঙ্করদা, চুপ কর—জিনিষপত্তর গোছাও!

শঙ্কর। কি বিপদ! দিদিমণি—

বীথি। কোনো কথা ব'লোনা শঙ্করদা—যা বল্লাম তাই কর!

অনিল। Well, well, well—বেশ! আমি এখানকার একজন বড় I. M. S. অফিসর—আমার স্ত্রী third-classএ travel ক'রবে! এই সেদিন একটা scandal হ'য়ে গেল; তারপর এই কাণ্ডটা হ'লে আমার আর এদের কাছে মুখ দেখাতে হবেনা—worse than a divorce case!

বীথি। ওগো! তুমি এখান থেকে যাও—তোমার পায় পড়ি! আমার কাছে থেকোনা, আমার সাম্‌নে থেকোনা—কারো কাছে আমায় স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিওনা! আমি সাদামাটা কাপড় প'রে ভাড়াটে গাড়ীতে যাব—কেউ জান্‌বেনা, কেউ চিন্‌বেনা। তুমি ক্লাবে যাও—দশজনের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কর; আমায় ভুলে যাও—ভুলে যাও!

অনিল। বীথি—বীথি! কেন তুমি—এ রকম—!

বীথি। তুমি যাও—এখনই যাও; যাও বল্‌ছি!—যদি না যাও, আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে ম'র্‌বো!

অনিল। জানিনে, কেন যে তুমি এমন ক'রে নিজে ব্যথা পাচ্ছ—

আমাকেও ব্যথা দিচ্ছ। ভাল, তুমি যা চাও—তাই হবে; আমি থাকবোনা তোমার সাম্নে !

[বীথি দুইহাতে মুখ ঢাকিল। তার যেমন [illegible] হইয়াছিল, তেমনি কান্না আসিতেছিল]

রমা। (গায়ে হাত দিয়া) দিদি, দিদি !

বীথি। আমায় উপদেশ দিস্‌নি রমা ! এ পথ ছাড়া অন্য পথ আমার নেই—আমি নিরুপায় !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[উপেন্দ্রনাথের বাড়ী—প্রাঙ্গণ ; উঠানে আসিয়া
নটবর দাসের সধবা মেয়ে
শান্তি ডাকিল—]

শান্তি। কাকীমা !

(মলিনবসনা শীর্ণকায়া দেবী ঘর হইতে বাহির হইলেন)

দেবী। কে রে ?—শান্তি !

শান্তি। হ্যাঁ কাকীমা—আমি। তুমি আমায় ডেকেছিলে ? ও বাড়ীর মাসী হরিশদার মা, আমায় বল্লে—তোর বামুনকাকীমা ডাকছে !

দেবী। হ্যাঁ—ডাক্‌ছিলাম। হ্যাঁরে, নটবরদা বাড়ীতে আছে ?

শান্তি। বাবা ? না —না ; বাবা তো আজ আবার সেই সকালবেলা বেরিয়েছে—পশ্চিমপাড়ায় তিওরদের বাড়ীতে, তোমাদের গুলো ধানের তাগাদায়। কলিকাল কিনা কাকীমা—ফাঁকি দিতে পার্লি কি আর কেউ ছাড়ে ! দাদাঠাকুর এখন বুড়ো হ'য়েছেন—উনি তো আর কিছু দেখেন না ; কাকাঠাকুর বাড়ী নেই, পিসিমা এহানে নেই, তুমি বৌ মানুষ—তুমি তো আর পাঁচ দরজায় যাবা না ? কাজেই সবাই পেয়ে ব'সেছে ! বাবা কত দুঃখু কর্ত্তিল—এমন ঘরটাও এমন হ'ল !

দেবী। তাহ'লে আজও ধানের আশা নেই!

শান্তি। আজ? বাবা বল্‌তিল—লতুন ধান হ'লে নবান্ন হবে, তবে যদি দেয়; তার নাম সেই অঘ্রাণ মাস!

দেবী। তাহ'লে তো আবার আরো দেড় বিশ পাওনা হবে।

শান্তি। তুমি ঐ হিসেবই ক'রে যাও কাকীমা! ও পোড়ারমুখোরা যে কবে দেবে, তা কেবল বাস্তুঠাকুরই বল্‌তি পারে—আর কেউনা!

দেবী। তাহ'লে তুই এক কাজ কর্ না মা! বড্ড ঠেকায় প'ড়েছি, হরিশের মা পাঁচটা টাকা পাবে—সংসারেও ভুটো চাল না কিন্‌লে নয়!

শান্তি। তোমরা চাল কেন্‌বা কাকীমা? মা লক্ষ্মী তোমাদের গোলায় অঢেল দিয়ে থাকেন!

দেবী। পাঁচ বিশ পাওনা ধান অনাদায়, আর অঢেল থাক্‌বে কোত্থেকে মা! তুই বস্ মা—আমি আস্‌ছি।

(দেবী ভিতরে গেলেন)

শান্তি। তোমার নাউগাছে তো খাসা ফলন ধ'রেছে কাকীমা! এই তো সেদিন পুত্‌লে বাপু! যেমন সবুজ সবুজ পাতা—তেম্‌নি লকলকে ডগাগুলি। বড় পয়মন্তর হাত তোমার কাকী!

(দেবী পুনরায় আসিলেন)

দেবী। ঐ নাউগাছ আর ভুটী গরু—ওরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে মা! এইদিকে আয় মা! শোন—

শান্তি। হ্যাঁ কাকীমা?—তোমার গয়নার বাক্সের একি ছিরি হ'য়েছে মা! আর যে কিছু নেই—গায়ও তো দেওনা। একটা বাক্স ঠেসা গয়না দেখেছি যে মা!

দেবী। আমাদের গেরস্ত ঘরে কোন্ বউটাই বা দিনরাত গয়না প'রে সেজেগুজে থাকে?

শান্তি। থাকলেই পরে—না থাকলে আর কেমন ক'রে পরবে! তা হ্যাঁ কাকীমা—সে সব গেছে?

দেবী। সে কথা থাক্ মা!—তুই এই সোনাবাঁধানো নোয়া গাছটা ছিমন্ত কামারের দোকান থেকে বিক্রী ক'রে এনে দিতে পারিস মা?

শান্তি। এত যতন ক'রে এ নোয়া গাছটী রেখে দিছিলে মা!

দেবী। এ গাছটী বাবার দেওয়া নারে—আমার মায়ের হাতের; মরবার বেলা মা আমায় দিয়ে যান। ইচ্ছে ছিলনা, এটা নষ্ট করি; আর উপায় নেই মা!

শান্তি। তাইতো মা—তুমি এয়োরাণী, ভাগ্যিধরী! কাকাঠাকুর দেশে আলি আবার তোমায় কত গয়না দেবে, টাকার গাদায় বসায়ে থোবে—তুটো দিনের জন্যে এমন জিনিষটে খোয়াব মা!

দেবী। তাহোক্ মা—তুই যা। বাঁধা দিলে আর কটা টাকা দেবে! আমার হাতে এই আসল নোয়া র'য়েছে; ওতো সোনা-বাঁধানো নোয়া—নকল! তবে মা দিয়েছিলেন, এইজন্যেই মনটা একটু খুঁৎ খুঁৎ কর্‌ছে। তা হোক্ মা—তুই যা!

শান্তি। আচ্ছা কাকীমা, দাও—দেখে আসি।

[প্রস্থান।

(দেবী ঘরে গেলেন ; গ্রাম্য পিওন আসিয়া দুখানা চিঠি দিয়া গেল)

পিওন। মা-ঠাকরুণ, আপনার নামে এই দু'খান চিঠি।

[পিওন চলিয়া গেল ; দেবী চিঠি লইলেন। উপেন্দ্রনাথ ও প্রকাশ কথা কহিতে কহিতে ভিতরে আসিলেন]

উপেন্দ্র। কি ব'ল্লে প্রকাশ?—টাকা পাঠিয়েছে?

প্রকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার নামে ইন্‌সিওর ক'রে পাঠিয়েছে

চারশ’ টাকা। অনেক চেষ্টা ক’রে টাকাটা পাঠিয়েছে; তার নিজের রোজগার। কটী ইংরেজ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ওর কাছে বাংলা পড়েন। বার বার লিখেছে, তার নিজের টাকা—শ্বশুরের দেওয়া টাকা নয়!

(দেবী আবার আসিলেন)

দেবী। বাবা!

উপেন্দ্র। কি মা—কিছু বল্‌ছো আমায়?

দেবী। হ্যাঁ—ঠাকুরঝি চিঠি লিখেছেন!

উপেন্দ্র। কে—ভবানী?

দেবী। হ্যাঁ বাবা?

উপেন্দ্র। কি লিখ্‌ছে?

দেবী। তার উপর বড় পীড়ন চ’ল্‌ছে কিছু টাকার জন্যে!

উপেন্দ্র। টাকা দিলে পীড়ন থাম্‌বে মনে কর!

দেবী। আমি কেমন ক’রে বুঝ্‌বো বাবা!

উপেন্দ্র। টাকা তো নেই! তুমিও জান মা—আমিও জানি।

প্রকাশ। এইতো টাকা রয়েছে জ্যেঠামশাই—সত্য পাঠিয়েছে।

উপেন্দ্র। চুপ কর প্রকাশ; টাকা না দিতে পারলে আর কি করা যেতে পারে মা!

দেবী। তাহ’লে আপনি নিজে একবার যান বাবা—তাকে নিয়ে আসুন; তার বড় কষ্ট—সব কথা লিখিনি!

উপেন্দ্র। সেই ভাল, তাকে নিয়েই আসি; যেমন ক’রে হোক্—তিনজনে একসঙ্গে থাক্‌বো, যা জুটবে—তাই খাব। কি বল মা?—তাই হোক্। আর একখানা কার চিঠি ছিলনা?

দেবী। আমার বীথি-মা দিয়েছেন!

উপেন্দ্র। বীথি কোথেকে লিখ্‌ছে? আমাদের কথা তার মনে আছে এখনও!

দেবী। সে কি ভোল্‌বার মেয়ে বাবা—সে যে আমাদেরই!

উপেন্দ্র। সে আমাদেরই—একবার দেখেই তা বুঝেছি। তাই তার জন্যে আশঙ্কাও আছে বিস্তর! কি লিখেছে?

দেবী। সে অনেক কথা বাবা! তার খবরও মোটেই ভাল না।

উপেন্দ্র। ভাল যে হ'তেই পারেনা—তোমায় তো আমি সেইদিনই ব'লেছি। মন্দ খবরটাই দাও মা! আমরা তো সুখের ভাগী নই মা—আমরা দুঃখের ভাগী!

দেবী। জামাইয়ের কাছে সে নেই—বাপ-মা কি দাদামশায়ের কাছেও ফিরে যাইনি!

উপেন্দ্র। কোথায় আছে তাহ'লে?

দেবী। গিরিডি থেকে পত্র লিখ্‌ছে; সেইখানেই একটা মেয়ে ইস্কুলে মাষ্টারি করে।

উপেন্দ্র। বটে? স্বামীর কথা কিছু লিখেছে?

দেবী। শুধু জানিয়েছে—"স্বামীকে আমি দেবতা মনে ক'রতে চেষ্টা ক'রেও দেবতা মনে ক'র্‌তে পারিনি—তাই তাঁর কাছ থেকে চ'লে এসেছি!"

প্রকাশ। বড়ই দুঃখের বিষয় জ্যেঠামশাই! বীথি এভাবে স্বামীর কাছ থেকে চ'লে এল—ছটা মাসও বনিবনাও হ'লনা!

উপেন্দ্র। এই রকমই হয় প্রকাশ! এসব হ'ল গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা। বিয়ে হ'ল খৃষ্টানী মতে; বাপ-মা হিঁদুয়ানি মানেনা, বর হিঁদুয়ানি মানেনা—বীথি দেবতা মনে ক'রবো মনে কল্লেই কি সে বীথির চোখে দেবতা হ'য়ে উঠ্‌বে? এ হ'ল একটা প্রাচীন জাতির সভ্যতা—

সভ্যতার ভিতর যারা জন্মেছে, মানুষ হ'য়েছে, তাদের কাছে এ জ্ঞান সহজ ! বহু সাধনায় তবে এ জ্ঞান সমাজের ভিতর এসেছিল। এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই ! কষ্ট পাবে—বড় দুঃখু পাবে ! তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকোনা মা, পূজোর জায়গাটা মার্জ্জনা ক'রে দেও।

[দেবীর প্রস্থান।

প্রকাশ। জ্যেঠামশাই ! আপনি নিজেই যখন স্বীকার ক'রছেন, সে হিঁদুজাত আজ আর নেই—তখন আপনি কেন আপনার ছেলেদের উপর এত কঠোর হ'চ্ছেন ? তাদের বিশেষ কি অপরাধ ? ধরুন, সত্য কি জিতেনবাবু যদি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হতেন, কি লাভ হ'ত হিন্দুজাতির ? আপনি একটী কি দুটী পরিবার রক্ষা করে এই বৃহৎ হিন্দুজাতকে রক্ষা কর্‌তে পারবেন কি ?

উপেন্দ্র। প্রকাশ ! তুমি যদি এ সম্বন্ধে কিছু জান্‌তে চাও, ভাল ক'রে হিঁদু হও ; পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে চা-সিগারেট্ খেতে খেতে তর্ক কর্‌লে এইসব বিধিনিষেধের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পারবেনা কোনদিন। অস্থি-সঞ্চারিণী বিদ্যার গল্প জান ?

প্রকাশ। আজ্ঞে—না !

উপেন্দ্র। একজন লোক ঐ বিদ্যা শিখেছিল ; সে হাড় থেকে মানুষ বাঁচিয়ে তুল্‌তে পার্ত্ত ! যাঁরা এই অস্থিসঞ্চারিণী বিদ্যা জানেন, তাঁরা এই কঙ্কাল থেকে আসল হিন্দু জাতকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবেন। যদি তেমন কেউ জন্মায় ভবিষ্যতে, সে দেখে বুঝ্‌তে পারবে—জাত্‌টে এই রকম ছিল !

(শান্তি প্রবেশ করিলে)

শান্তি। বামন-কাকী !

উপেন্দ্র। কেরে—শান্তি ? তোর কাকী বাড়ীর ভিতর।

(দেবী বাহির হইয়া তাকে ডাকিলেন)

বৌ। ঐদিকে আয় রে শান্তি!

(শান্তি চলিয়া গেল)

উপেন্দ্র। কি লিখেছে সত্য?

প্রকাশ। আপনাকে চিঠি লিখ্‌তে সে সাহস ক'রেনি; তার আশঙ্কা, আপনি তাকে ক্ষমা ক'রবেন না!

উপেন্দ্র। ক্ষমা আমি তাকে কর্ব্বনা প্রকাশ—তবে বিলেত গিয়েছে ব'লে নয়; সে ছোটলোকের মত আচরণ ক'রেছে। আমি তার টাকা নেব?

প্রকাশ। আমি শুধু আপনাকে একটা কথা জানাতে চাই জ্যেঠামশাই—একটা ছেলে আপনার পর হ'য়ে গেছে, একে যদি আপনি পর না করেন, এ পর হবেনা!

উপেন্দ্র। পর যদি হ'তো প্রকাশ, তা'হলে তো বেঁচে যেতাম! তাদের নাম মুখে আনতেম না—তাদের কথা একবারও ভাবতেম্ না। একি পাতানো সম্পর্ক যে আমি একবার "পর" বল্লেই পর হ'য়ে যাবে? ওদের মা যেদিন মারা গেল—বড়টার বয়স তখন উনিশ, সত্য তখন পাঁচ, ভবানী তিন; সঙ্গে করে শ্মশানে নিয়ে যাই, হাজরাতলার ঘাটে। দিনপ'নের পরে একদিন কোথায় বেরিয়েছিলাম; ঘরে এসে দেখি, জিতেন এক্‌জামিনের পড়া মুখস্থ কর্‌ছে—সত্যও ঘরে নেই, ভবানীও ঘরে নেই! সারা গাঁ খোঁজ-খোঁজ—কোথায় গেল? ঐ হাজরাতলার ঘাটে গিয়ে দেখি, ভাইবোনে গলাগলি হয়ে দাঁড়িয়ে—চিতের পোড়া কাঠগুলোর দিকে তাকিয়ে! আমায় দেখ্‌তে পেয়ে সত্য বল্লে—"বাবা, খুকীকে মা দেখাচ্ছি!"

প্রকাশ। ওসব কথা থাক্ জ্যেঠামশাই!

উপেন্দ্র। না না, তুমি বল্‌ছিলে না—পর হ'য়ে গেছে? তোমরা যে এসব কিচ্ছু বোঝ না! এ মাটির সম্পর্ক বড় শক্ত—সব শেষ হ'য়ে গেলেও সব থাকে, কিছু যায় না! পর ব'ল্লেই—পর? ঐ যে মেয়েটা, বীথি না কি—পরের মেয়ে ব'লে চুপ ক'রে থাক্‌তে পাচ্ছি?—ভাবনা হ'চ্ছেনা? সুখের ভাগী না, দুঃখের ভাগী—পর হ'লে তো বেঁচে যেতাম! তুমি যাও প্রকাশ, বাড়ী যাও; আমি একবার দেখি, খোঁজ নিই—চালটাল আছে কিনা—দামোদর খেতে পাবেন কিনা?

প্রকাশ। তাহ'লে টাকাটা কি ক'র্‌বো?

উপেন্দ্র। ফেরত পাঠিয়ে দাও। আমার বৌমা ওর একটা পয়সাও ছোঁবেন না। আচ্ছা, আচ্ছা—একবার ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌তে পার।

[প্রস্থান।

প্রকাশ। দিদিমণি!

(দেবী আসিলেন)

দেবী। কেন ঠাকুরপো!

প্রকাশ। সত্য আমার নামে চারশ' টাকা পাঠিয়েছে—শুনেছেন বোধহয়!

দেবী। হ্যাঁ—আপনিতো বাবাকে বল্‌ছিলেন!

প্রকাশ। উনি তো সত্যর উপর ভয়ানক রেগে আছেন—রাগের মাথায় অনেক কথাই বল্‌ছেন; কিন্তু সে যদি একবার এসে ওঁর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চায়, আমার বিশ্বাস—তখন আর রাগ থাক্‌বে না।

দেবী। তা হ'তে পারে; কিন্তু উনি যে ক্ষমা চাইবেন, তা আপনি কেমন্‌ ক'রে জান্‌লেন? বড়ঠাকুর তো একবারও আসেন নি—ক্ষমাও

চান্‌নি। বিলেত থেকে ফিরে এলে মানুষ কিরকম হয়, আপনিও জানেন না— আমিও জানিনে। •

প্রকাশ। জানি বৈকি বৌদি?—অনেক বিলেত-ফেরত দেখেছি। সেকালে বিলেত-ফেরত কি রকম হ'ত তা জানা নেই বটে, কিন্তু এখনকার বিলেত-ফেরতের কিছু পরিবর্ত্তন হয়না—যেমন মানুষ ঠিক্ তেমনি থাকে;— কাপড় পরে, চটী জুতো পায় দেয়, ভাতডাল খায়! আপনি অতো ভয় পাবেন না—সত্য ঠিক্ আছে; আমায় চিঠি লিখেছে, বড়দিনের আগেই সে কল্‌কাতায় এসে পৌঁছবে।

দেবী। তিনি পাশ ক'রেছেন?

প্রকাশ। হ্যাঁ—ভালভাবে পাশ ক'রেছে; ভাল চাক্‌রিও পেতে পারে— মোটা মাইনে।

(দেবী মৃদু হাসিলেন)

প্রকাশ। হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়, আমি সত্যি বল্‌ছি বৌদি!

দেবী। আমি জানি—সে জন্যে হাসিনি।

প্রকাশ। তবে! —বলুন, কেন হাস্‌লেন?

দেবী। আমার কাছে আপনার একটা খাওয়া পাওনা আছে ঠাকুরপো! দামোদরের দয়ায় তিনি দেশে এসে পৌঁছুলে, খাওয়াব একদিন—তবে শাক-অন্ন!

প্রকাশ। আপনি যা হাতে ক'রে খাওয়াবেন দিদিমণি, আমার কাছে তা অমৃত! বৌদি শুনুন, সত্যর বড় ইচ্ছে—দেশে ফিরে আগে এখানে এসে জ্যেঠামশায়ের পায়ের ধূলো নেয়—আপনার সঙ্গে দেখা করে। তাহ'লে টাকাকটা আপনি রেখে দিন!

দেবী। না!

প্রকাশ। রাখবেন না?

দেবী। না!

প্রকাশ। কেন রাখ্‌বেন না—শুনি?

দেবী। তিনি বাবাকে টাকা পাঠিয়েছেন; বাবা যখন সে টাকা নেননি, আমি কেমন ক'রে নেব ঠাকুরপো?

প্রকাশ। আমি জানি, সংসার আপনি চালান—জ্যেঠামশাইকে কিছু বুঝ্‌তে দেন না—জান্‌তে দেননা। কত কষ্টে চলে—তার খবরও কিছু রাখি বৌদি! টাকাটা হাতে থাক্‌লে—; ধরুন, এর চেয়ে বেশী অসময় আর কি হবে আপনাদের? আপনি নিন—রেখে দিন!

দেবী। না!

প্রকাশ। আমার কথা বিশ্বাস করুন বৌদি! আমারও কিছু বিচারবুদ্ধি আছে। এ আপনার স্বামীর স্বোপার্জ্জিত টাকা, আপনার নেওয়ার অধিকার আছে। এই নিন!

(প্রকাশ দেবীর সামনে টাকা রাখিয়া দিল)

দেবী। অধিকার নেই ঠাকুরপো, আপনি বিচার ক'রে দেখ্‌বেন; আমি আপনার সঙ্গে তর্ক ক'রতে চাইনে। টাকা আমি নিতে পারবো না—আপনি নিয়ে যান!

(দেবী যাইবার জন্য উদ্যোগী হইলেন)

প্রকাশ। আচ্ছা, টাকা আমি তাকে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু বৌদি, টাকা না নিয়ে আপনারা তার এখানে আসার পথটা বন্ধ ক'রে রাখলেন।

দেবী। সে পথ অনেক আগেই তিনি নিজে ইচ্ছে ক'রে বন্ধ করেছেন। আপনার কথা রাখ্‌তে পাচ্ছিনে, আপনি আমার উপর রাগ ক'রবেন না!

[প্রস্থান।

প্রকাশ। না।

(প্রকাশ গম্ভীরভাবে টাকা লইয়া চলিয়া গেল ; উপেন্দ্রনাথ পুনঃ প্রবেশ করিলেন)

উপেন্দ্র। বৌমা !

(দেবীর পুনঃ প্রবেশ)

দেবী। যাই বাবা !

উপেন্দ্র। পূজোর গোছান হ'য়েছে মা ?

দেবী। হ্যাঁ—হয়েছে বাবা !

উপেন্দ্র। ঠাকুরদের ভোগ ?—ভোগের কি ব্যবস্থা করা যায় বল তো মা !

দেবী। ভাত চড়িয়ে দিয়েছি তো বাবা !

উপেন্দ্র। আমি আজকের কথা ব'ল্‌ছিনে মা, আজ না হয় হবে ;—তারপর ? ধানচাল বাড়ন্ত—কেউ তো কিছু দিলও না !

দেবী। যাহোক্ ক'রে চালিয়ে নেওয়া যাবে ; দামোদরের ব্যবস্থা—উনিই ক'র্‌বেন !

উপেন্দ্র। এই বিশ্বাসটী যদি রাখতে পার মা ! তুমিই আমার বড় ছেলে মা—ওরা কেউ কিছু না ! তুমি আমার মুখে আগুন দেবে। আচ্ছা আচ্ছা, চল যাই—পূজো করিগে তাহ'লে। ভবানী আর বীথি—বুঝ্‌লে মা, মেয়ে দুটো বড় ভাল ! বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে—কি যে পূজো ক'র্‌বো ! তার উপর আবার প্রকাশটা এসে তোমাকেও তো জ্বালিয়ে গেল !

দেবী। ওঁর আর দোষ কি ! উনি তো আমাদের ভাল হবে মনে ক'রেই—

উপেন্দ্র। তা বুঝি, তা বুঝি—সেটুকু জ্ঞান এখনো আছে মা, একেবারে পাগল হইনি ! প্রকাশ খুব ভাল ছেলে—সে কথা বল্‌ছিনে ; তোমায় টাকা দিতে এসেছিল তো ?

দেবী। হ্যাঁ!

উপেন্দ্র। তুমি নাওনি তো মা?

দেবী। না বাবা—আমি কেন টাকা নেব?

উপেন্দ্র। বেশ ক'রেছো মা! আমি জান্‌তেম, তুমি নেবে না—তবু একবার পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লাম। তুমিও নেবে না—আমিও নেব না। আমরা নেব না—ওদের কিচ্ছু নেব না!

দেবী। বাবা, চলুন—পূজো ক'রবেন, চলুন!

উপেন্দ্র। কি ব্যাভার আমার সঙ্গে ক'রেছে জান মা?—আমার সঙ্গে দেখাটা পর্য্যন্ত করলে না! দরোয়ান এসে ব'ল্লে—"কোই সাহেব নেই হ্যায়!" সেদিন সেই ব্যাভার ক'রে আজ আবার টাকা দেখাচ্ছে! ভাবলে, গরীব বামুন টাকা পেলে বর্ত্তে যাবে! ওরে—তোর তেম্‌নি বাপ, তেম্‌নি বউ কিনা? ঘুস্ দিতে চায়, বুঝ্‌লে মা—ঘুস্ ঘুস্! ওরা শুধু টাকা চিনেছে—টাকাকড়ি, ধনদৌলত, দেহের ভোগ; ভাবে, টাকায় সব হয়! ওরে—তা যদি হোত, তাহ'লে আর আজো আকাশে চন্দ্রসূর্য্য উঠতো না, ক্ষেতে ফসল ফ'লতনা, গাছে ফল হ'তনা—সব শুকিয়ে মরুভূমি হ'য়ে যেত!

দেবী। আপনি আসুন বাবা!

উপেন্দ্র। চল যাই; আমার এই কথা রইল মা, আমি এখুনি দামোদরের পূজোয় ব'স্‌বো, ওঁর কাছে আমার এই প্রার্থনা—হে দামোদর, একটীদিনও যদি ঠিকভাবে তোমায় পূজো ক'রে থাকি, তার সঙ্গে যেন আমার আর কখনো দেখা না হয়—সে এ ভিটেয় পা দেবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়! সেই অনাচারী অবিশ্বাসী ছেলের মুখ যেন এ জন্মে আর না দেখি! এস মা—এস! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বোম্বাই—মেডিক্যাল অফিসর ডাঃ এ. চৌধুরীর বাসগৃহ ; পাশাপাশি দুটী ঘর : রোগ শয্যায় অনিল শুইয়া—শঙ্কর ও ডাঃ মুখার্জ্জি]

শঙ্কর। আজ বুঝি মেমসাহেবরা কেউ এল না ?

ডাঃ মুখার্জ্জি। না !

শঙ্কর। কেন, কি হ'ল ওদের ?

মুখার্জ্জি। সবই তো জান শঙ্করদা—কদিন থেকে একটা নার্সকেও রাজী করাতে পাল্লেম না !

শঙ্কর। দরকার নেই ওবেটীদের—আমি একাই আমার জামাই-দাদার খিজ্‌মত ক'রতি পার্‌বো ; কিন্তু ব্যাপারখানা কি, বলতো ডাক্তার দাদা ? কেই বা গুলি কর্‌লে—আর ওবেটীরাই বা অমন ক'রে মরে কেন ?

মুখার্জ্জি। ব্যাপারটা—পুরোণো রাগ। যার জন্যে তোমার দিদিমণির সঙ্গে চৌধুরীসাহেবের ঝগড়া। ম্যাকিন্‌টস্ ব'লে এক বেটা মাতাল সাহেব ক্লাবে একদিন তোমার দিদিমণিকে ধর্‌তে যায়—ধর্‌তে পারিনি ; তিনি পালিয়ে বাড়ী আসেন।

শঙ্কর। তাই বুঝি জামাইদার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে দিদিমণি চ'লে যায় ! ছেলেমানুষ আর বলে কারে ? আর ইনি কি করলেন্ ?

মুখার্জ্জি। ইনি একদিন রাত্রে প্রচুর মদ্যপান ক'রে ম্যাকিন্‌টসের বাংলোয় গিয়ে বিশুদ্ধ দেশী ভাষায় তার চোদ্দপুরুষ উদ্ধার ক'রে তার মেমটার একখানা হাত ধ'রে একটু টেনেছিলেন—সেই সময় ম্যাকিন্‌টস্ বেটা এসে দেখে ওঁকে গুলি করে !

শঙ্কর। ওঃ—তাই বুঝি সাহেব মেমেরা সব এক কাট্টা হ'য়েছে?

মুখার্জ্জি। তা হবে না?

শঙ্কর। যাক্-গে—মরুক্-গে! আমি ওদের ভারি তোয়াক্কা রাখি কিনা? আমি একাই পারবো।

মুখার্জ্জি। কিন্তু তুমি আমার তার পেয়ে চ'লে এলে, অথচ মিসেস্ চৌধুরী এখনো এলেন না—এর অর্থ কি! তাহ'লে কি স্বামীর সঙ্গে তিনি কোন সম্পর্ক রাখ্‌তে চান না?

শঙ্কর। না না—তা নয়, তা নয়; সে এল ব'লে। দিদিমণি যে গিরিডি ইস্কুলের ম্যাষ্টারণী হ'য়েছে। আমি বাড়ীতে কাউকে কিচ্ছু বলিনি। জামাইদাদার পাঁচ্‌শ' টাকা আমার কাছে ছেল না?—তা থেকে দিদিমণিকে একখানা তার করে দিয়ে কর্ত্তাগিন্নীর কাছে দেশে যাচ্ছি ব'লে ছুটী নিয়ে চলে এসেছি।

মুখার্জ্জি। ভারি বুদ্ধিমানের কাজ ক'রেছ শঙ্করদা! You are a genius!

শঙ্কর। কি ডাক্তারদাদা,—ইংরিজীতে গালাগালি দিলে নাকি?

মুখার্জ্জি। না না, সুখ্যাতি কর্ল্লেম—বল্লেম, এরকম বুদ্ধি সবার হয়না!

শঙ্কর। সেটা মিছে কথা বলনি দাদা, বুদ্ধি একটু পেটে দিয়েছিল বিধেতাপুরুষ। এখন ভগবান যদি মুখ তুলে চায়, তবেই সব বুদ্ধি বুদ্ধি—নইলে হতবুদ্ধি! হা বুদ্ধি—আর যো বুদ্ধি!

অনিল। (অৰ্দ্ধ-অচেতন) বীথি—তোমার অপমানের শোধ নিতে গিয়ে—ম'র্‌তে ব'সেছি; তবু তুমি এম্‌নি অভিমান করে থাক্‌বে! ম'রবার সময়েও তোমার দেখা পাবনা!

শঙ্কর। ও দাদা—দাদা, অমন করে ওসব কথা ব'ল্‌তি নেই দাদা! সে এস্‌বে বৈকি? এস্‌বে—এক্ষুণি এস্‌বে!

মুখার্জ্জি। (সাঙ্কেতিক চিহ্ন করিলেন) চপ চপ. মনে করিয়ে দিওনা—ডিলিরিয়াম !

অনিল। কে—মুখার্জ্জি ? এস ভাই—বস ! ডিলিরিয়াম না ভাই—ডিলিরিয়াম না !

অনিল। শঙ্করদা—তুমি এত ভাল কি ক'রে হ'লে ? তুমি বোধ হয় "রাজারাণী"র সেই শঙ্করদা ! বুঝলে শঙ্করদা, রবিঠাকুর তোমায় বাদ দেন্‌নি ; তোমায় পেলাম "রাজারাণী"র ভিতর—অবিকল তুমি ; আরো বুড়ো হয়েছ ! আমি রাজা, বীথি রাণী—আর তুমি আমাদের শঙ্করদা !

শঙ্কর বলিত—

"বন্দীভাবে কখনো দিওনা ধরা।
পিতৃসিংহাসনে বসি'
বিদেশের রাজা দণ্ড দেবে মোরে—
বিচারের ছল করি—সে কি সহ্য হবে ?
তার চেয়ে মৃত্যু ভাল !"

শঙ্কর। চুপ কর দাদা, চুপ কর—আর ওসব কথা ব'লো না !

মুখার্জ্জি। শঙ্করদা—শোন ! (জনান্তিকে) বাইরে একবার দেখে এসো তো—একটা গাড়ীর শব্দ কানে এল।

শঙ্কর। যাই দাদা—দেখে আসি। হ্যাঁ, দাদা বাঁচ্‌বে তো ?

মুখার্জ্জি। সে কি আর ডাক্তারের হাতে দাদা—জানইতো সব !

(শঙ্কর নীরবে চলিয়া গেল)

অনিল। শঙ্করদা—!

মুখার্জ্জি। একটু বাইরে গেছে ভাই—এখুনি আস্‌বে।

অনিল। তুমি কে?

মুখার্জ্জি। আমায় চিন্‌তে পাচ্ছনা ভাই! আমি তোমার বন্ধু—Dr. Mukerji.

অনিল। Doctor—You are a doctor? আমায় আজ নাটকে পেয়েছে ভাই—বুঝেছ Mukerji! I am histrionic, not hysteric but histrionic, doctor!

"Canst thou not minister to a mind diseas'd,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?"

মুখার্জ্জি, এক সময় বেশ ভাল ছেলে ছিলাম—শেক্সপীয়ার মুখস্থ ক'রেছিলাম; এখন আর তেমন মনে হয় না! ঘুম আস্‌ছে মুখার্জ্জি, আমার ঘুম আস্‌ছে! বীথি যদি আসে, আমায় জাগিয়ো—ডেকে দিও; যেন আবার অভিমান ক'রে চলে না যায়!

মুখার্জ্জি। না, যাবে না—তুমি ঘুমোও ভাই!

(শঙ্কর প্রবেশ করিল, মুখার্জ্জিকে হাতছানি দিয়া এক পাশে ডাকিয়া লইল)

মুখার্জ্জি। কি শঙ্করদা—এসেছেন মিসেস্ চৌধুরী?

শঙ্কর। হ্যাঁ—এসেছে; এখুনি এখানে আস্‌তে চায়—আন্‌বো?

মুখার্জ্জি। এইমাত্র একটু তন্দ্রা গেছে—স্থায়ী তন্দ্রা না; এখুনি ভেঙে যাবে; কান্নাকাটি করবেন না তো?

শঙ্কর। কি জানি? আচ্ছা দাদা, আমি ব'লে দিচ্ছি—বারণ ক'রে

দিচ্ছি। বাইরে থাক্‌তে বল্লে বরং কান্নাকাটি কর্‌বে! এখানে এনে বসিয়ে দিলে চুপচাপ ব'সেই থাক্‌বে!

মুখার্জ্জি। আচ্ছা—নিয়ে এস।

(শঙ্কর চলিয়া গেল; কিছুক্ষণ পরে শঙ্করের সঙ্গে বীথি প্রবেশ করিল)

মুখার্জ্জি। (অগ্রসর হইয়া—অভ্যর্থনা করিলেন) আসুন মিসেস্ চৌধুরী! —নমস্কার!

বীথি। (অতি মৃদুস্বরে) নমস্কার!

[অতি সন্তর্পণে ঘরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত গিয়া বীথি স্থির হইয়া দাঁড়াইল; তারপর আরো ধীরে ধীরে রোগীর পাশে গিয়া নিজের যোগ্য স্থানটীতে বসিল; একটু পরে অনিলের তন্দ্রা ভাঙিল—অনিল একদৃষ্টে বীথির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল!]

বীথি। হ্যাঁ—আমি এসেছি!

অনিল। আমি জান্‌তেম্, তুমি আসবে। আমার ভুল আমি বুঝেছি, তোমার কাছে অপরাধ করেছি—সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত!

শঙ্কর। (বীথির কানে কানে) বেশী কথা বল'তে দিও না দিদি—ডাক্তারের বারণ আছে।

[বীথি মাথা নাড়িল; শঙ্কর চলিয়া গেল, ডাঃ মুখার্জ্জি ঘর ছাড়িয়া গেলেন!]

অনিল। কে?—আমাদের শঙ্করদা!

বীথি। চ'লে গেছে।

অনিল। ডাক্তার মুখার্জ্জি?

বীথি। তিনিও বাইরে গেলেন এইমাত্র ; ডাক্‌বো ?

অনিল। না—ওরা সবাই ভাল, বড় যত্ন করে। আমি সব বুঝি বীথি—দুই আর দুইয়ে চার হয়! যদি কারো বুকের পাশ দিয়ে পাঁজ্‌রার হাড়গুলো ভেঙেচুরে bullet pass করে, সে মরে ;—তাকে বাঁচানো যায় না!

বীথি। তুমি ওসব কথা ব'লো না—তোমার পায়ে পড়ি! আমি এখানে বসে আছি—তুমি ঘুমোও।

অনিল। এখন আর ঘুমব না বীথি! যতক্ষণ জাগ্‌তে পারি, জেগে থাক্‌বো ; কদিন খুব ঘুমিয়েছি! তোমায় যে কটা কথা বলার আছে, ব'লে নিই!

বীথি। বল!

অনিল। শোন বীথি! তুমিও ছেলেমানুষ নও, আমিও ছেলেমানুষ নই—মিছে মনকে প্রবোধ দিয়ো না। মনে বল কর, জেনে রাখ—এরা আমায় বাঁচাতে পার্ব্বে না! আমি বড় ডাক্তার—আমি কি কিছু বুঝিনে? মরবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা না হ'লে বড় ক্ষোভ থেকে যেত!

বীথি। তুমি কেন এমন কাজ কল্লে ?

অনিল। তুমি কেন আমায় ছেড়ে চ'লে গেলে? আমার মরবার সম্ভাবনা আছে, তোমার প্রাণ এ কথা বুঝেছে—তাই তুমি এসেছ ; নইলে তুমি আস্‌তে না—আমি তোমায় পেতাম না!

বীথি। আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রো। তখন তুমি কেন আমায় যেতে দিলে? কেন তুমি জোর ক'রে ব'ল্লে না—"বীথি, আমি তোমায় যেতে দেব না—তুমি যেতে পাবে না!" আমি ভুল ক'রেছিলাম ব'লে তুমি কেন ভুল ক'র্‌লে ?

অনিল। আমি ভুল করিনি বীথি! সেদিন যদি তোমায় জোর ক'রে ধ'রে রাখ্‌তেম্—তোমায় আমি পেতাম না কোনদিন। আজ তুমি আপনি এসে ধরা দেছ। আজই আমাদের সত্যি মিলন!

(বীথি নীরবে কাঁদিতে লাগিল)

অনিল। বীথি, কেঁদো না! শোন, তুমি চিরদিন জিতেছ—আমি হেরেছি! সেদিন আমি হার স্বীকার ক'রেছিলাম—কোন কথা বলিনি; আজ আমার জিতবার দিন—তুমি দুঃখ ক'রো না। আমি তোমার যোগ্য হ'য়েছি; অযোগ্য হ'য়ে বেঁচে থাকার চেয়ে যোগ্য হ'য়ে মরে যাওয়া ভাল!

বীথি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি অন্য কথা বল! বল, কি প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে আমি তোমার প্রাণদান পাব?

অনিল। প্রাণের বদলেই তো তোমায় পেলাম বীথি! আমার প্রাণদান আর পাবে না—কেউ দিতে পারবে না, শিবের অসাধ্য! শোন, তোমায় বলি—আমার সম্বন্ধে লোকে অনেক কথা ব'ল্‌বে। খবরের কাগজে বেরিয়েছে—আমি মদ্যপান ক'রে একজন ইংরেজ-মহিলাকে পশুর মত আক্রমণ করি—brutally assaulted an english lady!

বীথি। আমি ও কথা শুন্‌তে চাইনে! তুমি কোন কথা ব'লো না—স্থির হও।

অনিল। তোমায় সব কথা না বল্লে স্থির হ'তে পাচ্ছি কই? শোন বীথি—আমার মিনতি: আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, তোমার কষ্ট হ'চ্ছে—তা হোক্!

বীথি। তোমার যে কথা কইতে নিষেধ আছে!

অনিল। মুখার্জ্জি বারণ ক'রেছে? আমি senior medical

officer, আমি ওর বারণ শুন্‌বো কেন? আমি ম্যাকিণ্টাসকে গিয়ে বল্লাম—তোমার জন্যে আমার স্ত্রী চ'লে গেছেন; তুমি আমার স্ত্রীকে অপমান ক'রেছ—আমি প্রতিশোধ নেব; fight with me or I carry away your wife. লোকটা ভয় পেয়ে আমায় গুলি ক'র্‌লে! তারপর নিজে বাঁচবার জন্যে রটিয়ে দিলে—brutally assaulted my wife!

বীথি। একেই তো তুমি একদিন বড় বন্ধু ব'লে জেনেছিলে!

অনিল। বীথি, আমি অত্যাচারী—কিন্তু দুশ্চরিত্র নই! আমি যখন থাক্‌বো না, তখন এই কথাটা মনে ক'রো—আমি তোমায় ভালবেসেছি! শুধু তোমাকেই ভালবেসেছি--আর কাউকে না। সেদিন ভেবেছিলাম—বুঝি club-life ভালবাসি; তুমি চ'লে গেলে বুঝেছি—তুমি আমার কে? তোমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে বীথি, সমস্ত রাত ট্রেণে জেগে এসেছ—third classএ এসেছিলে বোধহয়? শঙ্করদা!

বীথি। আমার জন্যে তুমি ভাবনা ক'রো না—আমি ঠিক আছি।

অনিল। কই ঠিক্ আছ? তোমার চোখমুখ শুকিয়ে গেছে—নাওয়া হয়নি, খাওয়া হয়নি, তার উপর দুর্ভাবনা। শঙ্করদা!

বীথি। তুমি অত জোরে ডেকো না—আমি শঙ্করদাকে ডাক্‌ছি। কি দরকার বল?

(শঙ্কর প্রবেশ করিল)

শঙ্কর। কি দিদিমণি! অতো জোরে ডাক্‌তে আছে কি দাদা? চাড় লেগে যদি রক্ত পড়ে!

অনিল। হ্যাঁ শঙ্করদা—তোমার দিদিমণির নাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা ক'রে দাও। দেখ্‌তে পাচ্ছ না, মুখ শুকিয়ে গেছে? তুমি যাও বীথি—

স্নান করগে ; তারপর একটু বিশ্রাম ক'রো। আমি আজ ম'র্‌বো না—এখনো দেরী আছে ; তোমায় আগে ব'ল্‌বো ! .

বীথি। আমি কোথাও যাব না, কিছু ক'র্‌বো না ; তুমি তো আমার সবই কেড়ে নিচ্ছ—ওটুকু দরদ আর দেখিয়ো না। আমি ঠিক আছি—ঠিক্ থাক্‌বো। শঙ্করদা, তুমি ঘর থেকে চলে যাও।

(শঙ্কর চলিয়া গেল)

বীথি। (স্বামীর পা ধরিয়া) বল, কি কর্‌লে তুমি বাঁচ্‌বে ?—আমি তাই ক'র্‌বো। আমি উপোস করতে পারি, কাঁদ্‌তে পারি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'র্‌তে পারি !

অনিল। সত্যি কি তোমার প্রার্থনায় বিশ্বাস আছে বীথি ? যদি থাকে—প্রার্থনা কর, আমিও মর্‌তে চাইনে। আমি বাঁচতে চাই, বাঁচতে চাই—পার আমায় বাঁচাতে ? ডাক তোমার ঠাকুরকে—যদি ঠাকুর কেউ থাকেন ! আমি তোমায় পেয়েছি, আমি বাঁচতে চাই ; পারতো সাবিত্রীর মত তোমার মরা স্বামীকে বাঁচাও বীথি !

তৃতীয় দৃশ্য

[ভবানীর শ্বশুর-বাড়ী ; ভবানী এবং ভবানীর বাপের বাড়ীর
নটবর দাসের মেয়ে শান্তি]

ভবানী। তুই এখানে কোত্থেকে এলি শান্তি ?

শান্তি। বল্‌তিছি—তা এক ঘটী ঠাণ্ডা জল খাওয়াতি পার পিসি ?

ভবানী। এনে দিচ্ছি—তুই বস্ মা! একটু জিরো, বড্ড কষ্ট হ'য়েছে ?

শান্তি। তা একটু হ'য়েছে পিসি !

[ভবানীর প্রস্থান।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

নিস্তারিণী। তুমি কে গা বাছা ?

শান্তি। এই পিসিমার বাপের বাড়ীর দেশের মানুষ।

নিস্তারিণী। তত্ত্ব নিয়ে এসেছ বুঝি ? বাপ-মিন্‌সে বুঝি মেয়ে-জামাইয়ের জন্যে পূজোর তত্ত্ব পাঠিয়েছে ?

শান্তি। না মা—আমি তত্ত্বতাবাস ক'রতি আসিনি। কাকীমা ব'লে দিয়েলো—তাই ভাব্‌লাম, একটু চোখের দেখা দেখে যাই।

নিস্তারিণী। তা এয়েছ এয়েছ—বেশ ক'রেছ ; শেষ যেন ঘটীটে বাটীটে নিয়ে স'রে প'ড় না বাছা ! আমার অগোছাল সংসার—চারদিকে বাসনপত্তর থৈ থৈ ক'র্‌ছে।

[নিস্তারিণীর প্রস্থান।

শান্তি। সে কি মা, আমরা গরীব লোক বটে—তাই ব'লে কুটুম বাড়ী এসে চুরিচামারি ক'রবো, এমন কথা কেউ বল্‌তি পারে না।

নিস্তারিণী। (নেপথ্যে) ওরে ও পেঁচো, জিনিষপত্তরগুলো সব গুছিয়ে গাছিয়ে রাখ্—বাড়ীতে চোর-ছেঁচড় আনাগোনা ক'চ্ছে।

(ভবানীর এক ঘটী জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ভবানী। এই নে রে শান্তি—ঘরে একটু গুড়ও নেই মা, যে তাই হাতে দিয়ে জলটুকু দিই!

শান্তি। গুড় থাক্—শুধু জলই দাও পিসি। তা হ্যাঁ পিসি, উনি কেডা? (জল খাইল) আমায় এসে ব'লে গেল, ঘট্‌টে বাট্‌টে নিয়ে যেও না!

ভবানী। ওঁর কথায় কান দিয়ো না মা—আমার শাশুড়ী। তুমিও এখানে বেশীক্ষণ থেকো না; দুইএকটী কথা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিয়ে মানে মানে চ'লে যাও।

শান্তি। উনি তোমার শাউড়ী? তাই তোমার এই দশা! কাপড়খানা যে বড্ড ময়লা আর বড্ড ছিঁড়ে গেছে পিসি?

ভবানী। হ্যাঁরে—বৌদি, বাবা—সব কেমন আছেন? ছোড়দার কোন খবর পেয়েছেন? আমার বীথি-মা বৌদিকে চিঠিপত্তর দেয়? তুইই বা এত খবর কোথায় পাবি!

শান্তি। কাকীমা আর দাদাঠাকুর আছেন একরকম ভালয়-মন্দয়। কাকীমার রোজ জ্বর হয়। দাদাঠাকুর বোধহয় একটীবার তোমায় দেখ্‌তি আস্‌বে। আমি বক্সীগঞ্জর মেলায় গঙ্গাচ্ছানে আসবো বল্লাম কিনা; তাই শুনে কাকীমা বল্লে—"যাচ্ছিস যদি মা, তা একবার তোর পিসিকে দেখে আসিস্। বাবা কবে যেতে পারবেন, ঠিক তো নেই"। তোমারে এই

টাকাটা দিয়েছে—আর এই পাঁচপো শালিধানের চাল দিয়েছে, পায়েস ক'রে খেও। হ্যাঁ পিসি, তুমি কাঁপ্‌তেছ যে—তোমার খাওয়া হয়নি নাকি? পিসেমশায় ক'নে গেলেন?

(ভবানী কাঁদিয়া ফেলিল)

শান্তি। কি হয়েছে পিসি?

ভবানী। যা দেখে গেলি, বৌদিকে কোন কথা বলিস্‌নি। তার নিজের জ্বালাতেই সে অস্থির—তার উপর আমার ভাবনা ভাবে।

শান্তি। পিসেমশায় ক'নে গেছে—তাতো বল্লে না পিসি?

ভবানী। আজ দু'দিন হ'ল বাড়ী নেই! শাশুড়ী আমায় পৃথক করে দিয়েছেন—আর এই দু'দিন তোমার পিসেমশারও দেখা নেই! আমায় বল্লেন—"আমি দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টায় চল্লাম"।

শান্তি। তা তোমায় তোমার বাপের বাড়ী রেখে এলেই তো পার্ত্তো। আমি বুঝ্‌তে পারতিছি পিসি, এ দু'দিন তুমি কিছু খাওনি—তোমার চোখমুখ শুকোয়ে গেছে, গা-হাতপা কাঁপ্‌ছে! তোমার পায় পড়ি পিসি, তুমি তাড়াতাড়ি দুটো ভাত চড়ায়ে দাওগে!

ভবানী। যাচ্ছি মা; তুই যখন চালকটা এনেছিস্‌—তখনি বুঝেছি মা, ভগবান অনাহারে মারবেন না!

শান্তি। যাও মা—আগে যাও; তারপর কথা কইবে।

ভবানী। ভগবান তোকে পাঠিয়েছেন—তোর কথাই শুনি। নিজের উপর বড় ঘেন্না হয়েছিল শান্তি! তুই দু'টো খেয়ে যাবি মা?

শান্তি। না—মা, আমি এক্ষুণি যাব। তোমাদের এই বামনপাড়া ছাড়ায়ে ওই বড় পদ্মদীঘি, তার ধারে আমাদের দল—মেয়েপুরুষে প্রায়

কুড়ি জন—আমাদের সব রান্না চ'ড়েছে। তোমার জামাই আছে, আমার দুই নোনদ—আরো সব আছে মা! তুমি যাও মা—তোমায় দু'টো খাওয়ায়ে তবে আমি এখান থেকে যাব মা! তুমি যাও—আমি বস্‌তিছি।

[ভবানী রান্না ঘরের দিকে গেল।

(নিস্তারিণীর পুনঃ প্রবেশ)

নিস্তারিণী। হাঁগা—তুমি কেমন ধারা মেয়ে গা বাছা! ওঠ্‌বার নাম ক'চ্ছোনা যে—ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে ফুস্‌ফাস্‌ ক'রে বাড়ীর বৌয়ের সঙ্গে কথা কইছ? কি, কিছু কুমতলব আছে নাকি?

শান্তি। তা হাঁ মা—তুমি আমারে এত কথা বল্‌তিছ কেন, বলতো! আমি তোমার কি পাকা ধানে মই দিছি? বাপের বাড়ার দেশের মানুষ—চেনাশোনা আছে, তাই দু'দণ্ড ব'সে সুখদুঃখের কথা বলতিছি! তা তুমি এত রাগ ক'চ্ছো কেন মা?

নিস্তারিণী। তবে রে হারামজাদী—যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? আমার বাড়াতে ব'সে আমার মুখের উপর চোপা!

শান্তি। ওমা—এ কিরকম মানুষ গা! এ যে গায়ে প'ড়ে গাল দেয়!

নিস্তারিণী। বেরো আমার বাড়ী থেকে—বেরো নচ্ছার মাগী!

(ভবানী আসিলেন)

ভবানা। শান্তি বাড়ী যাও মা, এখানে থেকোনা—আমার যেমন কপাল!

শান্তি। তুমি যাও মা, ভাতকটা চড়ায়ে দাও; তুমি এহানে এস না। আমি তোমার শাশুড়ীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতিছি। তুমি

যাও মা—যাও ; তোমার পায় পড়ি পিসি—তুমি এখেনে দেঁড়িয়ে থেকো না ! আমি কৈবর্ত্তের মেয়ে, উনি তো আর আমারে অপমান কত্তি পারবেনা !

[ভবানী আবার ভিতরে গেল।

নিস্তারিণী। তুই আমার সঙ্গে কি বোঝাপড়া কর্ব্বি শুনি ?

শান্তি। তোমার কোন কথা শোন্‌বো না—এহানে গ্যাট্ হ'য়ে বইসে থাক্‌বো।

নিস্তারিণী। গ্যাট্ হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে ! ওরে আমার আহ্লাদীরে, আহ্লাদ যে আর ধরে না !

শান্তি। তা হ্যাঁ—ঠান্‌দি ! তুমি যখন পিসির শাশুড়ী, তোমায় ঠান্‌দি ব'লেই ডাকি ; তোমার বাক্যিসাক্কি গুণো এরকম কর্কশ কেন—বল্‌তি পার ? তোমার মা বুঝি এঁতুড়ে তোমার মুয়ে একটু মধুও দেয়নি ?

নিস্তারিণী। বাপের বাড়ী থেকে লোক আনানো হ'য়েছে আমায় অপমান ক'র্ত্তে ! সুরো বাড়ী আসুক—মজা দেখাচ্ছি ! সে তোর সোয়ামী কি আমার পেটের ছেলে—তাই একবার দেখ্‌বো।

[প্রস্থান।

শান্তি। না—এমন বেয়াড়া মানুষ তো কখনো দেখিনি মা ? এ ভাল কথায়ও চটে, মন্দ কথায়ও চটে—দূর হ'ক্‌গে ছাই ! ও পিসিমা !

(ভবানী প্রবেশ করিলেন)

ভবানী। কেন মা !

শান্তি। এই শাশুড়ী নিয়ে তুমি কেমন ক'রে ঘর কর গা পিসি !

ভবানী। ঘর আর ক'র্‌তে পাল্লেম কই—আমায় তো পৃথক ক'রে দিয়েছেন !

শান্তি। কি জানি বাছা—তোমার এই শাশুড়ীর অন্ত পালাম না পিসি! উনি মিষ্টি কথা ব'লেছেন কখনো? যাক্—তুমি দুটো চড়ায়ে দেছ তো?

ভবানী। দিইছি তো—এখন দেখি, বরাতে কি আছে!

শান্তি। আমি তা'হলে চল্লাম, পিসি! আমি থেকে আর ওনার রাগ বাড়াবো না। পিসেমশায় বাড়ী এলে তোমার নামে আবার দশ কথা লাগাবে—তার চেয়ে আমিই ভালয় ভালয় বিদেয় হই!

ভবানী। হ্যাঁ—আমার দুঃখু তো আছেই। তুই এসে শুধু শুধু অপমান হলি! যাক্,—তবু তুই এ'সেছিলি, তাই!

শান্তি। তোমায় খাতি দেয় না পিসি?

ভবানী। চুপ চুপ্—শুন্‌তে পাবেন! উনি বাড়ী থাক্‌লে খেতে দেন, উনি না থাক্‌লে—

শান্তি। বল কি পিসি!

ভবানী। যাক্, তুই যেন আর এ সব কথা বাবাকে বৌদিকে জানাস্ নে!

শান্তি। তা হ্যাঁ পিসি—তোমার শ্বশুর নেই? সে মিন্‌সে কিছু বলে না?

ভবানী। তিনি সকাল সকাল খেয়ে চাকরিতে বেরিয়ে যান; আসেন সেই রাত্তির ন'টা তার নাম! তারউপর, তিনিও কি আর শাশুড়ীর মুখের উপর কথা ব'ল্‌তে পারেন!

শান্তি। আমি কাকীমারে সব কয়ে দেব। তুমি যদি এখানে থাক, তুমি মারা পড়্‌বা পিসি!

ভবানী। না মা—তুই বলিস্ নে! তুই আর এখানে থাকিস্‌নে—চ'লে যা মা! আমার বরাতে যা হবার হবে!

শান্তি। আচ্ছা পিসি, তাহ'লে পায়ের ধূলো দেও!

ভবানী। তুই আমায় চাল এনে দিলি--টাকা এনে দিলি; আর দুটো দিনও যদি বাঁচি, তোর জন্যেই বাঁচবো; আর আমি এমন হতভাগী যে, একটা পাণ দিয়ে তোরে আপ্যায়িত ক'র্তে পার্লে'ম না। আমার কোন জিনিষে হাত দেবার উপায় নেই।

শান্তি। তা পিসেমশায় কি চোখ খুলে কিছু দেখেনা—না মুখ ফুটে কিছু বলে না?

ভবানী। উনি আর কি বল্‌বেন—উনি কি নিজে কিছু রোজগার করেন যে, ওঁর কথা থাক্‌বে?

শান্তি। আহা মা—তোমার কাছ থেকে যাতি ইচ্ছে করে না! তোমার বরাতে খোয়ার আছে অনেক!

ভবানী। একএকবার ভাবি, যদি ছোড়দার কথা শুনে তখন ছোড়দার সঙ্গে কল্‌কাতায় গিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তাম—নিজের ভাতের যোগাড় অন্ততঃ নিজে কর্ত্তে পারতাম। বরাতে রয়েছে এই সব—আমি না বল্লে হবে কি!

শান্তি। যাই পিসি, আর দাঁড়াব না—তোমার জামাই আবার খোঁজ ক'র্‌তি না আসে।

[প্রস্থান।

[শান্তি চলিয়া গেলে ভবানী ঘরের ভিতর গেল—নিস্তারিণী একবার স্থানটী ঘুরিয়া গেলেন]

নিস্তারিণী। বাপের বাড়ীর লোকের কাছে সংসারের অর্দ্ধেক জিনিষ—চাল, ডাল সব হা'ঘরে বাপকে দিলে তো পাঠিয়ে? গেল কোথায় সে পাজী বেটা—আজ দু'দিন ধ'রে পোড়ারমুখোর দেখা নেই! লক্ষ্মী বৌয়ের গুণাগুণ নিজের চোখে এসে দেখুক; কিছু ঘরে রেখে শান্তি নেই গা—

একটা না একটা ছুতো ক'রে হা'ঘরের মেয়ে সব বাপের বাড়ী ঢেইয়ে দিলে! এ সংসারে ছিরি হবে—না লক্ষ্মী বাস বাঁধবে? এমন অলক্ষুণে খোলাবাজারে বৌও দেখিনি! মাথার উপর শাউড়ী থাক্‌তে এই ?—যখন গিন্নী হবেন, তখন উড়ে প'ড়বে!

(ভবানীর প্রবেশ)

ভবানী। মা, আপনি তো জানেন—আমি সংসারের কোন জিনিসে হাত দিইনে?

নিস্তারিণী। তা দেবে কেন? এসব ছোটলোকের বাড়ীর জিনিষ—তুমি বেলেস্তারা সায়েবের বোন, বড় নোক! তুমি কোনো জিনিষে হাত দিলে তোমার হাত ময়লা হবে যে—এই দাসীবাঁদী আছে, সেই ক'র্‌বে; তুমি টাটের ঠাকরুণ হ'য়ে বসে থাক! সুরো আসুক—এসে তোমার পূজো আরুতি সব কর্‌বে এখন!

ভবানী। আমি কি কর্‌বো, বল্‌তে পারেন মা? কোন জিনিষ-পত্তর তো আমায় ছুঁতে দেবেন না; এদিকে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে—তাও বকবেন!

নিস্তারিণী। এই বয়সে তোমার ছোঁওয়া-নেপা জিনিয খেয়ে কি শেষ জাত্‌টা খোয়াব? যেমন মেলেচ্ছ সংসারের মেয়ে—তেম্‌নি কি তোমার আচরণ!

ভবানী। আমি মেলচ্ছ সংসারের মেয়ে! আমার বাবা—

নিস্তারিণী। থাক্—আর বাবার গুণ গাইতে হবে না! বাবার যা গুণাগুণ তা মেয়েতেই পেরকাশ্। ফস্‌ফাস্ ক'রে কি কথা হচ্ছিল—ঐ ছোটনোক নচ্ছারনী মাগীটার সাথে? আমরা বুঝি, সব বুঝি—আমার চোখে ধূলো দিতে পার্‌বে না বাছা! সাবাস্ বুকের পাটা—বৌয়ের

ধন্যি পির্‌বিত্তি! ভদ্দরলোকের বৌ—হেসে হেসে ওর গায়ে ঢ'লে প'ড়ে ওসব কি কথা! ভাব্‌ছ বুড়ী মাগী—ও আবার কি বুঝ্‌বে? সুরো বাড়ী আসুক, অমুক ঘোষাল ফিরুক বাড়ীতে—তোমায় এক কাপড়ে এবাড়ী থেকে বিদেয় ক'র্‌বো!

ভবানী। হ্যাঁ মা—আপনি কি ব'ল্‌ছেন? ও আমার বাপের বাড়ীর নটবর দাসের মেয়ে! আমাদের বাড়ীর পাশে ওদের বাড়ী—ওরা বেশ ভাল গেরস্ত।

নিস্তারিণী। ঢের দেখেছি নটবর দাস—তুই আর আমায় নটবর দেখাস্‌নে এ বয়সে! কাল্‌কের মেয়ে, গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়—উনি আমায় বলেন নটবর!

[প্রস্থান।

[ভবানী সেইখানে খানিকক্ষণ চুপটী করিয়া বসিয়া রহিল; একটু পরে বাড়ীর ভিতরের দিক হইতে আসিল সুরেশ; ভবানী তখন কাঁদিতেছিল]

সুরেশ। ভবানী!

ভবানী। তুমি এসেছ? আঃ বাঁচ্‌লেম! কোথায় ছিলে দু'দিন?

সুরেশ। বল্‌ছি—তুমি কাঁদ্‌ছিলে নাকি?

ভবানী। না কাঁদিনি!

সুরেশ। হ্যাঁ—কেঁদেছ বইকি। মা ব'কেছিল? ও আর উপায় নেই—সইতেই হবে। তোমায় খেতে দিয়েছিল এ দু'দিন? বল না—আমার কাছে ব'ল্‌তে দোষ কি?

ভবানী। সে অনেক কথা—তোমার শুনে কাজ নেই। তুমি কোথায় ছিলে?

সুরেশ। তোমায় তো ব'লেই গিয়েছি—কাজের চেষ্টায়?

ভবানী। হ'ল কোন কাজকর্ম্ম?

সুরেশ। একবার কল্‌কাতায় যেতে পাল্লে চেষ্টা দেখ্‌তে পার্ত্তেম। ও উনুনে কি ?

ভবানী। দুটো ভাত চড়িয়েছি। তোমায় বলি, না ব'লেই বা উপায় কি ? পরশু থেকে মা আমায় পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন !

সুরেশ। পৃথক্ ক'রে দিয়েছেন ! চালডাল দিয়ে পৃথক্ ক'রেছে—না শুধু ঘর দেখিয়ে দিয়েছে ?

ভবানী। না—এম্‌নি !

সুরেশ। তুমি কিছু খাওনি ?

ভবানী। মা আমায় খেতে ডাকেন না ?

সুরেশ। তুমি নিজে বেড়ে খেলে না কেন ? এমন বোকা !

ভবানী। আমায় রান্নাঘরে ঢুক্‌তে দেন না—তারপর সবার খাওয়া হ'লে রান্নাঘরে চাবি লাগিয়ে শুতে যান।

সুরেশ। তোমার বাবাও তো একবার এলে পার্ত্তেন, তাঁর সঙ্গে তোমায় পাঠিয়ে দিতাম ? নাঃ—এ সব সমান !

ভবানী। তিনি নিজের জ্বালায় অস্থির—তাঁকে আর জ্বালাতন ক'রবো না !

সুরেশ। তাঁকে জ্বালাতন না ক'রে আর উপায় কি ? দেখ্‌লে তো ?—আমি তোমায় আগেই ব'লেছি, আমার মায়ের মন—ও নরম হবার মনই না ! আমার বাবা কোনদিন পাল্লেন না তো তুমি ! যাক্—আজ চাল কোথায় পেলে ?

ভবানী। বউদি পাঁচপো শালিধানের চাল পাঠিয়ে দেছে আর একটা টাকা !

সুরেশ। যাক্—তবু দুটো দিন চ'ল্‌বে ! কাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন বৌদি ?

ভবানী। নটবরদা'র মেয়ে শান্তি এসেছিল বক্সীগঞ্জের মেলায় গঙ্গা নাইতে—সেই নিয়ে এল।

সুরেশ। তোমার ভাত বোধহয় হ'য়েছে এতক্ষণ। যাও—দুটো খেয়ে নাওগে।

ভবানী। তুমিও তো কিছু খাওনি?

সুরেশ। আমি খেয়েছি—আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না!

ভবানী। না—তোমার খাওয়া হয়নি!

সুরেশ। বল্‌ছি খাওয়া হ'য়েছে—তবু বলে না হয়নি! তোমার আর নকুতো ক'র্‌তে হবেনা—যাও!

ভবানী। তুমি সত্যি খেয়েছ?—আমার মাথার দিব্যি!

সুরেশ। এতদিনেও তুমি আমায় চিন্‌লে না ভবানী! আগে নিজে না খেয়ে তোমার খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হব—এতখানি নিঃস্বার্থপর আমায় দেখেছ কোনদিন?

ভবানী। কি জানি, আজ যেন আমার মনে হ'চ্ছে—তোমার খাওয়া হয়নি! (হাত ধরিয়া) এস, ওই ভাতেই দু'জনের হবে—তুমি আগে খেয়ে নাও!

সুরেশ। ভবানী—আর লজ্জা দিয়ো না আমায়। মায়ের গঞ্জনায় আমি বাড়ী থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। তোমার কি দশা হবে ভাবিনি—আজও ভাবতেম না! তুমি যাও লক্ষীটি—খেয়ে নাও। আজ যখন বিধাতা মাপিয়েছেন—আজকের দিনটে খাও। আমার হাতে যখন প'ড়েছ, ভবিষ্যতে অনেক উপোস ক'রবার সুযোগ পাবে—কোন চিন্তা নেই!

ভবানী। তুমি যেন মাকে বলো না বউদি চাল পাঠিয়েছে!

সুরেশ। আমি কিছু বল্‌বো না—তুমি যাও!

[ভবানী চলিয়া গেল।

কুঞ্জ। (নেপথ্যে) দা'ঠাকুর, দা'ঠাকুর—

সুরেশ। কে রে!

(কুঞ্জলাল সং সাজিয়া প্রবেশ করিল)

কুঞ্জ। দা'ঠাকুর—! (হাসিতে লাগিল)

সুরেশ। কে রে, কুঞ্জ বেটাচ্ছেলে বুঝি!

কুঞ্জ। হাঁ—দা'ঠাকুর!

সুরেশ। তুই এ কি সেজেছিস্?

কুঞ্জ। আজ্ঞে—সং সেজেছি দা'ঠাকুর! গঙ্গাচ্ছানের মেলায় গাওনা কত্তে যাচ্ছি। একখানা নতুন গান বেঁধেছি! ভাবলাম, দা'ঠাকুর যখন আমার ওস্তাদ—দা'ঠাকুরকে একবার শুনিয়ে যাই। গানখানা ধরি তাহ'লে দা'ঠাকুর?

সুরেশ। ধর্!

(কুঞ্জলালের গান)

তোমায় বলিহারি গঙ্গাধর!
আপনি তুমি দিগম্বর;
তোমার পরণে জোটে না টেনা—
(তুমি) সাজ্‌লে গিয়ে বিয়ের বর!
তোমারে যে মেয়ে দেয় সে
তোমার বাড়া আহাম্মখ!
তুমি নেশার ঘোরে বিভোর হ'য়ে
চেয়ে দেখ্‌লে নাকো বৌয়ের মুখ।
(বউ) চ'লে যেতে ঢ'লে পড়ে
অঙ্গ কাঁপে থরথর॥
(তোমার) অন্ন দেবার নেইকো মুরদ
তুমি ব'সে ব'সে ভাব খালি!

সোনার-বরণ গৌরী তোমার
অন্ন বিনে হ'ল কালি ;
তুমি ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে
শূন্যহাতে ফির্‌লে ঘর ॥

সুরেশ। ওরে বেটা, এই তোমার কীর্ত্তি?—তুমি আমার গালাগাল দিয়ে গান বেঁধেছ !

কুঞ্জ। কেন দা'ঠাকুর, তুমি গা পেতে নেচ্ছ ?

সুরেশ। বেরো, বেরো বেটা—দূর হ !

কুঞ্জ। একটা পয়সা ?

সুরেশ। যা গান গেয়েছ, তোমায় মোহর দেব'খন !

[ভবানী ঘোমটা দিয়া একখানা রেকাবীতে কিছু চা'ল ও পয়সা আনিয়া দিল]

কুঞ্জ। এই দেখ, আমার লক্ষ্মী বৌঠাকুরুণ—চাল, পয়সা এনে দিয়েছেন !

[ভবানীর প্রস্থান।

(কুঞ্জলাল প্রস্থানোদ্যত)

সুরেশ। এই কুঞ্জ—কুঞ্জ, একটা কথা শুনে যা বেটা !

কুঞ্জ। কি দা'ঠাকুর ?

সুরেশ। এদিকে তো গুরু বল্‌ছিস্‌, ওস্তাদ বল্‌ছিস্‌—গাওনা ক'রে যা পাবি, গুরুদক্ষিণে হিসেবে কিছু বখ্‌রা দিয়ে যাবি—বুঝ্‌লি ?

কুঞ্জ। যদি পাই দা'ঠাকুর—সে এখন তোমার আশীর্ব্বাদ আর আমার হাতযশ !

[হাসিয়া প্রস্থান।

(নিস্তারিণীর প্রবেশ)

নিস্তারিণী। ওখানে ব'সে কেরে—সুরো?

সুরেশ। হ্যাঁ মা—আমি!

নিস্তারিণী। কোন্ চুলোয় ছিলে এতুটো দিন?

সুরেশ। কত চুলো ঘুরে দেখ্‌লাম, কোনো চুলোয় কিছু নেই!

নিস্তারিণী। এবার যখন যাবে, বউটাকে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে যেও বাপু! ঐ তো চেহারা, ফুঁয়ে ওড়েন! আমার উপর রাগ ক'রে আবার ভাত খান্‌নি দুদিন; কে বাপু, বুড়ো মেরে খুনের দায়ী হবে?

সুরেশ। তোমার ওপর রাগ করে?—রাগের কারণ?

নিস্তারিণী। আমি ব'লেছিলাম, তুমি বাপু হেঁসেলে গিয়ে সবছোঁওয়া-নেপা ক'রোনা; এই আর যাবে কোথা—বউ দুদিন খেলেন না, উঠ্‌লেন না—দিনরাত শুয়েই আছেন! আমিও আর ডাকিনি—আমার ব'য়ে গেছে!

সুরেশ। বেশ ক'রেছ মা—ভাল কাজ ক'রেছ!

নিস্তারিণী। অন্যায় আমার সয়না—বাছা! কর্ত্তা নিজে কত সাধাসাধি করলেন—তবু বৌ উঠে ভাত খেলেন না!

সুরেশ। বটে? আচ্ছা মা, কি করা যায় বলতো এ বউ নিয়ে?

নিস্তারিণী। বৌয়ের গুণাগুণ আরো শোন—

সুরেশ। আর শুন্‌তে হবেনা মা—আমি সব বুঝতে পাচ্ছি!

নিস্তারিণী। তুমি কিছু বুঝতে পাচ্ছনা। তুমি বুঝ্‌লে কি আর আজ তোমার এ দশা হয়? তুমি একটা ভারতছাড়া গাড়োল!

সুরেশ। 'ভারতছাড়া গাড়োল'! বাঃ, মার গালাগালগুলি খাসা পষ্ট, বেশ চমৎকার বোঝা যায়—অর্থাৎ এমন একটা গাড়োল, যা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না!

নিস্তারিণী। তুমি বুঝ্‌বে কোত্থেকে? তোমার কি আর বুদ্ধি-

শুদ্ধি কিছু রেখেছে! শ্বশুরবাড়ী থেকে ওষুধবিষুদ পাঠিয়ে গুণজ্ঞান ক'রে তোমায় একটা জন্তু বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে!

সুরেশ। ঠিক কথা মা, তুমি ঠিক ধ'রেছ। দেখ, এইবার বৌ আনার পর থেকে আমার কিরকম রোজ দু'টো ক'রে ঘাস খেতে ইচ্ছে করে—আর চার পায়ে চলতে ইচ্ছে ক'রে!

নিস্তারিণী। তোমার ঘাস খাওয়াই উচিত! তোর চোখের ওপর বউ সাত গাঁয়ের পুরুষের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়—আর সেই বউ নিয়ে তুই ঘর করিস্? তোর হায়াআক্কেল কিছু আছে—হ্যাঁরে অলপ্পেয়ে!

সুরেশ। মা—আস্তে আস্তে! তিনতিনটে উপোষের পর মানুষটা খেতে বসেছে—উঠে প'ড়বে? একটু থাকনা; খাওয়ার পর আমরা দু'জনে মিলে দেখে নেব—ও কত বড় বৌ! আমাদের কাছে চালাকি!

নিস্তারিণী। খেতে বসেছে! ওর কোন্ বাবা খাবার পাঠাল?

সুরেশ। একটী মাত্র বাবা তার বাবার বাড়ীতেই আছে; বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল, সেইখান থেকেই চালটে এসেছে!

নিস্তারিণী। ওই কথা তোমায় বুঝিয়েছে? আঃ বুদ্ধির ঢেঁকী! তা নইলে তোমার এ দশা হয়? খোঁজ ক'রে দেখ্গে—ওর কোন ভাবের মানুষ দরদ ক'রে খাবার পাঠিয়েছে!

সুরেশ। (সক্রোধে) চুপ কর মা—তোমার পায়ে পড়ি, এখন ওকথা থাক্! বল্ছি তো, পাঁচ মিনিট পরে যত পার ব'লো—এখন চুপ কর!

নিস্তারিণী। মার ওপর যত তম্বী! আর তোর বুকের ওপর বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে—তারে কিছু বল্‌তে পারিস্‌নে? আয়—ঘরের ভিতর আয়। আমার সাম্‌নে—তোর পা ছুঁয়ে দিব্যি গেলে বলুক!

সুরেশ। চল—যা হবার হ'য়ে যাক্; আমারো আর সয় না!

(উভয়ে ভিতরে গেল)

নিস্তারিণী। বল—আমার ছেলের পায়ে হাত দিয়ে বল্ হারামজাদী! শ্বশুরবাড়ীর ভাত বড় তিতো, আর এই ভাত বড় মিষ্টি—কেমন?

ভবানী। মা, আমি তোমার কি ক'রেছি মা! এমন ক'রে আমার সর্ব্বনাশ কেন ক'চ্ছ মা!

সুরেশ। তুমি ওঠ ওঠ—আর তোমার ভাত খেতে হবে না! ওঠ—আজ তোমায় এখান থেকে বিদেয় ক'রে এসংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে যে দিকে দু'চোখ যাবে, সেই দিকে যাব। ওঠ!

[ভবানীর হাত ধরিয়া টানিল—বেকায়দায় লাগিয়া ভবানীর দেহ কাঁপিতেছিল, সে পড়িয়া গেল—ভাতের থালায় মাথা কাটিল]

ভবানী। উঃ উঃ উঃ—মাগো!

[বারকয়েক গোঙানি ও মা, মা, শব্দ ; তারপর রক্তবমন ও হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ]

সুরেশ। ভবানী, ভবানী, ভবানী!

নিস্তারিণী। এ কি হ'ল রে সুরো? এ যে কথা কয় না—আবার খিট্‌কিলিমি ক'রে মুখ দিয়ে রক্ত বমি কর্‌লে যে রে!

সুরেশ। ও দেখ্‌তে হবে না আর; হ'য়ে গেছে—চ'লে এস!

নিস্তারিণী। কি হ'য়ে গেছে?

সুরেশ। হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে—চ'লে এস!

সুরেশ। যাও, তোমার ঘরে যাও—শুয়ে পড় গে; শীগ্‌গির যাও—এখনি লোকজন আস্‌বে, হাতে দড়ি প'ড়্‌বে; যাও—যাও এখান থেকে!

নিস্তারিণী। তুই?—তোর কি হবে বাবা!

সুরেশ। ফাঁসি হবে, আর কি হবে!

নিস্তারিণী। ও কি মরে গেছে ?

সুরেশ। না—না, ও বেঁচে গেছে! তুমি যাও—তোমার পায়ে পড়ি, তোমার চোদ্দপুরুষের পায়ে পড়ি—তুমি যাও! ও বেঁচেছে, তুমি বেঁচেছ, আমি বেঁচেছি!

নিস্তারিণী। তুইও কেন পালিয়ে যানা বাবা! সবাই জানে, তুই আজ দু'দিন বাড়ী নেই।

সুরেশ। না—সেটা আর পেরে উঠব না ; তুমি যাও—যাও ;—এস

[মায়ের হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া অন্যদিকে লইয়া গেল ; মাকে বাড়ীর ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে আসিয়া রোয়াকে বসিল ; শুধু একটী কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইল—]

সুরেশ। যাক্—নিশ্চিন্ত !

[ম্লান আলো—কিছুক্ষণ চলিয়া গেছে ; তারপর সেখানে আসিলেন উপেন্দ্রনাথ—তিনি মেয়ের খোঁজ করিতে আসিয়াছেন। সমস্ত বাড়ী ঘুরিয়া এই দিক্‌টায় আসিলেন]

উপেন্দ্র। বেয়ানঠাকরুণ, বেয়ানঠাকরুণ—সব কোথায় গা? বাড়ীতে কাউকে দেখ্‌ছিনে যে! গঙ্গাস্নানের মেলায় গেছে নাকি সব? ওমা ভবানী—ভবানী!

সুরেশ। এই যে—আসুন আসুন! বাঃ, আপনি ঠিক সময়টীতে এসেছেন তো!

উপেন্দ্র। কি বল্‌ছো সুরেশ ?

সুরেশ। না—কিছু বল্‌ছিনে ; আপনি বসুন—এই আসনে বসুন!

(সুরেশ শ্বশুরের পায়ের ধূলো লইল)

উপেন্দ্র। আমার মা ভবানী কোথায়—ভবানী? এক বছরের উপর খোঁজখবর নিতে পারিনি; তাই একবার দেখতে এলাম বাবা!

সুরেশ। তা বেশ ক'রেছেন; তবে দু'একদিন আগে এলেই ভাল হ'ত! ওবেলা এলেও দেখা হ'ত। এখন আর দেখা হবেনা তার সঙ্গে!

উপেন্দ্র। সে কি! সে তোমার বাড়ীতে নেই?

সুরেশ। আজ্ঞে—না!

উপেন্দ্র। সে কোথায়?

সুরেশ। মারা গেছে!

উপেন্দ্র। মারা গেছে! —কবে?

সুরেশ। আজই—এই একটু আগে!

উপেন্দ্র। কি হ'য়েছিল?

সুরেশ। কিছু না—তাকে মেরে ফেলা হ'য়েছে!

উপেন্দ্র। মেরে ফেলা হ'য়েছে! কে মেরে ফেলেছে—কে আমার মাকে খুন ক'রেছে?

সুরেশ। আপনি বসুন; উত্তেজিত হ'য়ে আর কোন লাভ নেই—ফেরানো যাবে না!

উপেন্দ্র। কে মেরে ফেলেছে?

সুরেশ। আমি—হ্যাঁ আমি। সে ম'রেই ছিল! তিনদিন খায়নি—আমি তাকে খেতে দিতে পারিনি! আপনার বৌমা—চাল পাঠিয়েছিলেন, দুটো ভাত রেঁধে খেতে ব'সেছিল—আমি হাত ধ'রে টেনে ব'ল, তোমায় আর খেতে হবে না—ওঠ! সে উঠতে পার্লে'না—প'ড়ে গেল! একটু আগে এ ঘটনা ঘটেছে—এখনো ভাতের থালার উপর মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে!

উপেন্দ্র। ভাতের থালার উপর মুখ গুঁজে পড়ে আছে?

সুরেশ। আজ্ঞে হ্যাঁ! দেখ্‌তে চান তো আসুন।

উপেন্দ্র। কোথায়?

সুরেশ। এই যে—ঘরের ভিতর!

উপেন্দ্র। ভবানী মারা গেছে?—মারা গেছে?

সুরেশ। হ্যাঁ!

উপেন্দ্র। কে মেরে ফেলেছে—বল্‌ছিলে না?

সুরেশ। আমি মেরে ফেলেছি। মারা সে যেত, তবে আরো দু'চার মাস পরে। আমি হাত ধরে না টান্‌লে আরো কিছুদিন হয় তো বাঁচ্‌তো! দেখ্‌বেন একবার?

উপেন্দ্র। চল, দেখে আসি;—তার মরা মুখ দেখে আসি! ছ'কোশ রাস্তা হেঁটে এসেছি—একবার দেখবো না! এই ঘরে—এই ঘরে?

সুরেশ। হ্যাঁ!

(উভয়ে ঘরের ভিতর গেলেন)

উপেন্দ্র। (ঘরের ভিতরে গিয়া) ওমা, মা ভবানী—ভবানী! তোমায় নিতে এসেছিলাম মা! বাপের মুখ আর দেখ্‌বেনা ব'লে—আগেই তোমার মায়ের কাছে গেলে মা! আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা—তা বেশ ক'রেছ, বেশ ক'রেছ!

(উপেন্দ্রনাথ ঘর হইতে বাহির হইলেন—কোনদিকে না চাহিয়া চলিলেন)

সুরেশ। শুনুন্!

উপেন্দ্র। আমায় ডাক্‌লে?

সুরেশ। হ্যাঁ; আপনার মেয়ে খুন হ'য়েছে, আমি খুন ক'রেছি—পুলিশে এজাহার দেবেন না?

উপেন্দ্র। না—ও-সব বিলিব্যবস্থা যা হয়, তুমিই কর। আমায় ওর মধ্যে আর জড়িয়ো না! আমি আমার মাকে গিয়ে খবরটা দিই; ভবানী ম'ল, অথচ আমি কাঁদ্‌তে পাচ্ছিনে! মা একবার ভবানীর নাম ক'রে কাঁদুন—তাঁর কান্না দেখ্‌লে যদি কান্না পায়! নিঃশ্বেস আট্‌কে আস্‌ছে, অথচ চোখে জল আস্‌ছেনা—কি রকম একটা অসোয়াস্তি হ'চ্ছে! তারা তারা তারা—মা! তারা, তারা—

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[চন্দনডাঙ্গা গ্রাম—উপেন্দ্রনাথের বাড়ী :
দাওয়ায় বসিয়া দেবী ও বীথি
কথা কহিতেছে]

বীথি। আমি তাঁর কাছ থেকে চলে এসেছিলাম ; তিনি তার শোধ নিয়েছেন মা—তিনিও চলে গেছেন ! অনেক কেঁদেছিলাম, ভগবানের কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলাম—তিনিও মুখ তুলে চাইলেন না ! বড় অপরাধ করেছিলাম, বড় শাস্তি পেয়েছি !

দেবী। বড় কষ্ট পেয়েছ মা—বড় কষ্ট পেয়েছ !

বীথি। কিসে মারা গেলেন সব—ঠাকুরদা, পিসিমা ?

দেবী। বাবা অনেকদিন অনেক দুঃখ-কষ্ট স'য়ে ছিলেন ! তোমার পিসিমার ঘা-টা আর সইতে পারলেন না ! তাকে আনতে গিয়েছিলেন—গিয়ে দেখেন, সব শেষ ! সেই যে বাড়ী এসে শুলেন, আর ওঠেননি !

বীথি। আমিও তাই ভেবেছিলাম, আমি গিয়ে দাঁড়াব—কারও সঙ্গে দেখা হবে না ; তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তাও আশা করিনি !

(নিতাই প্রবেশ করিল)

নিতাই। এই যে বৌমা—আলাম একবার ! বাবাঠাকুর চলে গেলেন, বড় পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন ! আমার গান শুনতে বড় ভালবাসতেন—

তাই আলাম ; এখনো তো দশপিণ্ডি পাননি ? বাড়ীর আশেপাশেই ওঁর আত্মা আছেন !

[দেবী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল]

(নিতাইয়ের গান)

ওমন মরণ কেমন জানিস্ কিরে ?
নিতুই কত দেখিস মড়া—
শ্মশান ঘাটে নদীর তীরে !
যে কাছে ছিল, সাথে ছিল—
কইত কথা হেসে হেসে !
আজ কেন সে কয়না কথা—
কি হ'ল তার এক নিমিষে ?
কাঁদলি কত, ডাকলি কত—
চাইলো নাকো পিছন ফিরে।
কত সাধের বাঁধন দিয়ে
বেঁধেছিল এই খেলা ঘর !
সাথি নিয়ে ছিল সাথে
বাছাই করে আপনপর—
নিতাই বলে ওরে পাগল, ভাঙল ক্ষেপা সকল আগল !
কাঁদনে সে তো ভুল্‌বে না আর, ফেরাতে আর পারবি নিরে॥

দেবী। দুটো চাল এনে দেব বাবা ?

নিতাই। না মা—অশৌচ ! এখন তো ভিক্ষে দিতিও নেই, নিতিও নেই ; আমি শুধু বাবাঠাকুরের ভিটে বলেই গাইতে এলাম। বাবাঠাকুরের শ্রাদ্ধ হ'য়ে যাক—তার পর নেব ; শ্রাদ্ধের দিন এসে কীর্ত্তন গা'ব—সেই দিন নেব মা ! আচ্ছা মা, তা'লি এহন আসি !

[প্রস্থান।

(দেবী দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিল ; বীথি জিজ্ঞাসা করিল—)

বীথি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো বৌমা ?

দেবী। কি মা !

বীথি। কাকাবাবু কি আজো দেশে ফিরে আসেন নি ?

দেবী। আমি তো জানিনে মা ! প্রকাশঠাকুরপোর কাছে শুনেছিলাম, তিনি শীগ্‌গিরই দেশে ফিরবেন। এতদিন হয়তো কলকাতায় এসেছেন !

বীথি। তাঁকে একখানা চিঠি দেব কাকীমা ?

দেবী। না মা—দরকার নেই !

বীথি। একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখতেও চাওনা ?

দেবী। না মা ! আমার এ দশা দেখ্‌লে তাঁর প্রাণে বড় লাগবে—তিনি শান্তি পাবেন না !

বীথি। বৌমা, সত্যি বলতো মা ! তুমি নিজে কি প্রাণে শান্তি পেয়েছ ?

দেবী। পেয়েছি মা !

বীথি। কাকার উপর তোমার রাগ-অভিমান—কিছুই নেই ? আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে মা, তাই তোমায় বলছি ; আমার অপরাধ নিওনা বৌমা !

দেবী। সত্যি বল্‌ছি মা—রাগ-অভিমান কিছু নেই !

বীথি। কিছু নেই !

(দেবী ঘাড় নাড়িল)

বীথি। কেমন করে তুমি মন বেঁধেছ, আমায় বলতে পার মা ?

দেবী। কিছুদিন বড় অশান্তি পেয়েছিলাম ; তারপর বাবার

উপদেশে মন বাঁধতে পেরেছি। উনি আমার মহাগুরু—সত্যি বলছি মা, উনি আমার মহাগুরু!

(বীথি অবাক্ হইয়া রহিল ; তারপর জিজ্ঞাসা করিল—)

বীথি। কে—ঠাকুরদা মশাই ?

দেবী। উনি আমায় বল্‌লেন—"মা, তোমার স্বামী মানুষ ; মানুষের মত তার দোষ আছে, গুণ আছে। তুমি মানুষ ভুলে যাও ; শুধু মনে রাখ—স্বামী! "স্বামী"-মন্ত্র জপ কর। আমি তাই করেছি মা! মানুষ ভুলে গেছি, তাঁর দোষগুণ কিছুই মনে পড়েনা ; শুধু জানি, তিনি আমার স্বামী—আমার দেবতা!

বীথি। কখনো তাঁকে দেখতে চাওনা ?

দেবী। যে স্ত্রী নিয়ে মানুষ সংসার করতে চায়, আমি আর সে স্ত্রী হতে পারবোনা মা! আমার সাধ নেই, আহ্লাদ নেই, আশাভরসা—কিছু নেই ; তাই যতদিন বেঁচে আছি, আর দেখা করতে চাইনে। তবে মরবার সময় যদি একটীবার মাথার কাছে এসে দাঁড়ান!

বীথি। আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো বৌমা, আর কোথাও যাব না!

দেবী। চল্ মা, তোর ঠাকুরদার ঘরে একটা প্রদীপ জ্বেলে দিই—সন্ধ্যে হ'য়ে এল!

[উভয়ে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কলিকাতা—জিতেন্দ্রনাথের বাটী : হলঘর। প্রকাশ ও সত্য পরস্পর সামনাসামনি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে]

প্রকাশ। তাঁর দেহ-মন—সব ভেঙ্গে পড়েছে! তুমি তাঁকে দেখে হয়তো চিন্‌তে পারবে না। তিনি সে মানুষ আর নেই। একবার যাবেনা দেখতে?

সত্য। বুঝতে পাচ্ছিনা প্রকাশ! এখনো বাবার আত্মা সে বাড়ীতে—তিনি তো আমায় ক্ষমা ক'রেন নি!

প্রকাশ। তোমার বিশ্বাস, তিনি তোমায় ক্ষমা ক'রেন নি?

সত্য। কি জানি—কিছুই জানি না! শুধু এইটুকু জানি, আমি যে অপরাধ ক'রেছি, তার ক্ষমা নেই!

প্রকাশ। ভবানী যদি অমন ক'রে চলে না যেত, জ্যেঠামশাই আরো কিছুদিন বাঁচতেন!

সত্য। হ্যাঁ, ভাল কথা—সে খুনেটার কোন খবর জান? তার ফাঁসি হ'য়েছে, না কি হ'য়েছে?

প্রকাশ। খুন প্রমাণ হয়নি! সুরেশ জজের কাছে সব সত্যি ঘটনা বলে; বলেছিল—হুজুর! এই ঘটনা;—আমি খুন ক'রেছি! জজ আর জুরি এক মত হ'য়ে সুরেশকে নট্-গিল্টি বলেছে। ভবানীর মৃত্যু বলেছে—accident!

সত্য। সুরেশ সব সত্যি কথা বলেছিল?

প্রকাশ। না—একটি সত্য সে বরাবর গোপন ক'রেছিল; এতে তার মায়ের যোগ ছিল শুনেছি! মায়ের নামটা আর ক'রেনি।

সত্য। মায়ের নাম ক'রেনি ?

প্রকাশ। না—নিজে দোষ স্বীকার ক'রেছে, মাকে রক্ষা ক'রেছে! He is a great character! তুমি তাকে বরাবর ছোট মনে ক'রে এসেছো—সে ছোট না!

সত্য। এখন সুরেশ কোথায়—জান ?

প্রকাশ। না; কেউ বলে কাশী গেছে, কেউ বলে সন্নিসী হয়েছে, কেউ বলে রামকৃষ্ণ-মিশনে গেছে! কোর্ট থেকে আর বাড়ী ফেরেনি।

সত্য। ক'দিনেরই বা কথা ?—ভবানীর সঙ্গে সুরেশের বিয়ে হ'ল; এর মধ্যে সব শেষ হ'য়ে গেল!

(জিতেনের প্রবেশ)

জিতেন। এই যে প্রকাশবাবু!

প্রকাশ। আমায় আর বাবু বলবেন না দাদা!

জিতেন। তোমার বন্ধু তো বড় চাকরি পেলেন। (সত্যর প্রতি) তোমায় কোথায় পোষ্ট ক'রলো ?

সত্য। আলিপুরে!

জিতেন। Lucky boy! ক'বে join ক'রছো ?

সত্য। 1st february!

জিতেন। তাহ'লে এইবেলা পুরোণো হাকিমদের কাছে দিনকতক তালিম দিয়ে নাও। তোমার শ্বশুরকে বল, তিনি introduce ক'রে দেবেন।

প্রকাশ। আমি তাহ'লে আসি দাদা! সত্য, আমি যা বললাম একটু ভেবে দেখ।

[প্রস্থান।

সত্য। আমি বল্‌ছিলাম কি ?—

জিতেন। কি ব'লছিলে ?

সত্য। আমাদের তরফ থেকেও বাবার শ্রাদ্ধশান্তি কিছু করা দরকার।

জিতেন। তুমি তাই মনে কর ?

সত্য। হ্যাঁ—মনে ক'রি বৈকি ?

জিতেন। বেশ—তাহ'লে ব্যবস্থা কর ; কোথায় শ্রাদ্ধ ক'র্‌বে ?

সত্য। আপনার এখানেই !

জিতেন। আমার এখানে ? এতো ম্লেচ্ছর সংসার হ'য়ে গেছে। এখানে হিঁদুর ক্রিয়াকর্ম্ম mockery বলে মনে হ'বে। বীথি ঠিক্ বুঝেছে, তাই ও কিছুতেই এল না। হয় পুরো মাত্রায় গ্রহণ করতে হয়, না হয় পুরোপুরি ত্যাগ করতে হয়। আমাদের মত আধা সাহেব আধা বাঙালী হওয়া কোন কাজের নয় !

সত্য। তাহ'লে এখানে আয়োজন ক'র্‌বো না ?

জিতেন। এখানে আয়োজন করার কোন অর্থই হয় না। আমার মত—ক্রিয়াকর্ম্ম যা হ'বে দেশের বাড়ীতেই হোক্ ; তুমি কিছু খরচ দাও—আমি কিছু খরচ দিই !

সত্য। আপনার দেওয়া টাকা তিনি নেবেন কিনা জানিনা, তবে আমার টাকা তিনি নেবেন না !

জিতেন। তুমি কি ক'রে জানলে ?

সত্য। প্রকাশের কাছে বলেছেন !

জিতেন। Then she must be a very great lady ! তিনি বোধহয় দেশ ছেড়ে কোথাও যান্‌নি ?

সত্য। না—তিনি কখন কল্‌কাতাও দেখেন নি !

জিতেন। তিনি এই বাঙ্‌লা দেশের মেয়ে—খাঁটি সোনা!

সত্য। ভবানীও ঠিক্ তাঁরই মত ছিল!

জিতেন। বড় দুঃখ সত্য, এইসব ভাল ভাল মেয়েগুলো এইভাবে ম'রছে! এদের বাঁচাবার কোন উপায় নেই। এই দেখ না—আমাদের বীণির কি অদৃষ্ট হ'ল?

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। হ্যাঁগা—কি হ'বে তাহ'লে? এইভাবেই থাকবে সেখানে?

জিতেন। থাকনা! এখানে এসেই বা কি রাজ্যপাট লাভ হ'বে তার?

মায়া। কথা শুনছো তোমার দাদার? বাড়ীর মেয়ে বাড়ী না থেকে কোথায় কোন্ বনবাদাড়ে পড়ে থাক্‌বে বল তো?

জিতেন। বাড়ীতেও আছে—ভালও আছে!

মায়া। হ্যাঁ—ভাল আছে! মোটা থান কাপড় পরে, পুকুরের জলে রোজ চারপাঁচবার ক'রে রুক্ষ নায়, সেই মোটা চালের ভাত দিনে একবার—তাও মাসে দশবারোদিন উপোস্!

জিতেন। আমার বোধহয়, তুমি নিজে না গেলে সে আসবে না। তুমিই বরং নিজে যাও একবার।

মায়া। এই সব কথা নিয়ে ঠাট্টা কর—ভালও লাগে!

জিতেন। ওকে ফেরানো যাবে না মায়া! ও আর আমাদের নেই। দেখছ না, আমাদের কিছু নেয়নি? ও হ'য়েছে ওর ঠাকুরদার নাত্‌নী! সেখানে গিয়ে তাঁর ভিটেয় তাঁর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ক'র্‌ছে—ও সেখানেই থাক্‌বে।

মায়া। থাক্‌বে বললেই অমনি থাক্‌বে? মাথার ওপর আমরা

থাক্‌তে ও যা খুসী তাই ক'র্‌বে? আমি বীথির আবার বিয়ে দেব। দশ-পনেরোটা পাত্তর রয়েছে আমার সন্ধানে—খুব ভাল ছেলে। ভাল মেয়ে হ'লে, তারা বিধবা বলে আপত্তি ক'র্‌বে না।

জিতেন। তুমি এইসব কাণ্ড ক'র্‌বে বলেই তো সে এখানে আসতে চাইছে না!

মায়া। সে যা চাইবে, তাই হবে?

জিতেন। তা স্ত্রীস্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য—এ সব যদি শুধু মুখের কথা না হয়, তাহ'লে সে যা চায়—দিতে হয় বৈকি?

মায়া। বীথি যতদিন বেঁচে থাক্‌বে—একাদশী ক'র্‌বে, নিরামিষ খাবে, থান কাপড় পরবে?

জিতেন। বীথির চেয়ে অনেক ছোট মেয়ে হিঁদুর সংসারে আবহমান কাল ধরে তাই ক'রে আস্‌ছে।

মায়া। আমার চোখের সামনে এই সব ক'র্‌বে আর আমি মা হ'য়ে তাই দেখবো?

জিতেন। বাপমায়ের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ছেলেমেয়ে। আমরা যতখানি অনাচার করেছি, বীথি ততখানি আচার পালন ক'র্‌বে! ওকে কেউ ঠেকাতে পারবে না—প্রকৃতির প্রতিশোধ!

মায়া। দেখলে?—ওঁর আচরণ দেখলে সত্য! আমি যত হাত-পা ছুড়ে মর্‌চি, কি ক'রে মেয়েটাকে শান্ত করা যায়—উনি তত বসে বসে ধর্ম্ম দেখাচ্ছেন!

[প্রস্থানোদ্যত।

(গীতির প্রবেশ)

মায়া। এই যে গীতি, তুই কখন্ এলি?

গীতি। এই এলাম। দিদি এসেছে মা?

মায়া। না—কই আর এল!

গীতি। আমি দিদিকে দেখবো না? দিদির জন্যে বড্ড মন কেমন ক'রছে! কাকা, আপনি দিদিকে এনে দিন—না হয়, আমায় দিদির কাছে রেখে আসুন! ...বাবা!

জিতেন। তোমার দিদির সঙ্গে মিশ না গীতি!

গীতি। কেন বাবা?

জিতেন। তোমার যে দিদিকে তুমি জানতে সে আর তেমনটি নেই!

গীতি। দিদির কি হ'য়েছে বাবা?

জিতেন। সব ওলোটপালোট হ'য়ে গেছে মা! সেই শান্ত-শিষ্ট সুন্দর মেয়েটি—সে আর নেই! ফুটন্ত ফুলগাছ ঝলসে গেলে যেমন হয়, তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না—তোমার দিদির অবস্থা ঠিক সেইরকম; সে ঝল্‌সে গেছে—বেঁচে থেকেও বেঁচে নেই! যে মানুষ মারা গেছে, তার সঙ্গেই তার সম্পর্ক—সেই তার আপন! যারা বেঁচে আছে, তারা তার কেউ না!

মায়া। এই সব কথা ঐ কচি মেয়েকে শেখানো হ'চ্ছে! তোমার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে? আয় গীতি—আয়! আমার যেমন পোড়া কপাল!

[গীতি ও মায়া চলিয়া গেল।

জিতেন। তোমার বৌদি ঠিকই বলেছে সত্য—মাথা আমার বোধহয় খারাপ হ'য়েছে; বীথির কথা আমি ভাবতে পারিনে!

সত্য। বিধবা হবার পর বীথিকে আপনি দেখেন নি?

জিতেন। না—আমায় সে দেখা দিতে চায় না; বোধহয় ভাবে, আমি সইতে পারবো না!

সত্য। বৌদিরও বড্ড লেগেছে ! আমি এসে অবধি লক্ষ্য ক'রছি. বীথি ছাড়া ওর মুখে অন্য কোন কথা নেই।

জিতেন। তা লাগবে না ? একি সোজা ব্যাপার সত্য ! তুমি বুঝতে পারবে না ভাই, বুঝতে পারবে না—সন্তান তো তোমার হয়নি আজও ! আজ বুঝতে পাচ্ছি. বাবার মনে আমরা কি দুঃখটাই দিয়েছি ! বুঝতে পাচ্ছি, ভবানীর মৃত্যুর পর তিনি আর ওঠেননি কেন ! তোমার বৌদি এবার সত্যি শোক পেয়েছেন। বিয়ের পর থেকে বীথি যে এমন ক'রে পর হ'বে—উনি তা ভাবেননি কোনদিন। অথচ কি আশ্চর্য্য দেখ—যার কাছে মনের কথা বলা চল্‌বে. ঠিক তার কাছেই সে গিয়েছে ! কে গান গাইছে হে ?

সত্য। ও গীতির স্কুলের একটী বন্ধু !

জিতেন। ডাকো ওকে !

সত্য। গীতি—তোমার বন্ধুকে এখানে নিয়ে এসো !

(গীতি ও তাহার বন্ধু মলিনার প্রবেশ)

জিতেন। গাও তো মা গানখানা !

(মলিনার গান)

এই ঘাটেতে বাঁধ তোমার না—
ওগো নেয়ে !
একখানি মুখ মনে পড়ে, আমি ভুলতে পারিনি
আমার প্রাণটি আছে ছেয়ে।
বাদল সাঁজে দাঁড়িয়েছিল—
বাঁধা ঘাটের ধারে।
সোণারবরণ সিঁথেয় সিঁদুর
(সে রূপ) কইব কাহারে ?

চোখে পলক পড়েনি মোর
মুখের প্বানে ছিলাম চেয়ে !
আজও সেথায় দাঁড়িয়ে আছে—
তেমনি ভাবে একা একা ।
ভরা নদী শুকায়ে গেছে
যা কিছু সুখ ফুরায়ে গেছে—
(তুমি) হাত পেতে কার কাছে যাও গো,
বিধবা বাঙালীর মেয়ে ॥

সত্য। কার কাছে শিখেছ মা ?

নলিনা। দিদির কাছে !

[গীতি ও তাহার বন্ধু চলিয়া গেল।

জিতেন। আচ্ছা সত্য, তুমি বস ; আমি একবার ঘুরে আসি।

সত্য। শ্রাদ্ধের কি করা যাবে বললেন না তো ?

জিতেন। শ্রাদ্ধ ক'রতেই হ'বে ?

সত্য। আমার খুব ইচ্ছে !

জিতেন। কবে শ্রাদ্ধ—আজ ন' দিন হ'ল না ?

সত্য। হ্যাঁ—কাল ঘাট, পরশু শ্রাদ্ধ।

জিতেন। তুমি এক কাজ ক'র, হয় গঙ্গাতীরে না হয় তুমি যে নতুন—বাড়ী নিচ্ছ, সেই বাড়ীতে ব্যবস্থা ক'র।

[প্রস্থান।

(ইলা উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল)

সত্য। কি দেখছ ইলা ?

(ইলার প্রবেশ)

ইলা। দেখছিলাম, আর কেউ আছে কি না! একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো—আমায় সত্যি বলবে ?

সত্য। কি কথা ?

ইলা। তোমার বাবা ছিলেন—কই একথা তো আগে বলনি ?

সত্য। না—বলিনি !

ইলা। কেন বলনি ?

সত্য। ইলা বস ; কথা আছে !

ইলা। কি বল !

সত্য। ইলা, আমি তোমায় প্রতারণা ক'রেছি !

ইলা। প্রতারণা ক'রেছ ! কই—আমি তো কোন দিনও বুঝতে পারিনি, তুমি প্রতারণা ক'রেছ !

সত্য। আমি যখন তোমায় বিয়ে করি, তখন আমার স্ত্রী বর্ত্তমান তিনি এখনও বেঁচে আছেন !

ইলা। তুমি সত্যি বলছ ?

সত্য। হাঁ—আমি সত্যি বল্‌ছি ! পাছে তোমায় হারাতে হয়, এই ভয়ে আমি সেদিন সত্য গোপন করেছিলাম।

ইলা। এতদিন যা গোপন ক'রেছ, চিরদিন তা গোপন রাখলে না কেন ! আজ তুমি আমায় আর চাও না ?

সত্য। আমি আর মিথ্যার জালে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পারছি নে। নিজের পাপের কথা তোমায় অকপটে জানাচ্ছি। ইচ্ছা হয়, ক্ষমা ক'রো—ইচ্ছা না হয়, ক্ষমা ক'রো না। তোমায় বিয়ে করার পর তিন বছর আমি দেশে যাইনি। আমার স্ত্রী মনে ক'রেছিলো—আমি তাকে ত্যাগ ক'রেছি ; তবু সে আমার ভিটে ছেড়ে কোথাও যায়নি—প্রাণপণে ঠাকুরসেবা ক'রেছে, খেতে পায়নি, ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরেছে—কাউকে কিছু বলেনি ; আমার অত্যাচার মুখ বুঁজে চুপ্‌ ক'রে সয়েছে, দিনে দিনে তিলে তিলে তার দেহ-মন শুকিয়ে গেছে !

ইলা। বীথি সেখানে?—তাঁর কাছে?

সত্য। হ্যাঁ—তাঁর কাছেই গেছে! আমাদের বিয়ের আগের দিন সন্ধ্যাবেলার কথা তোমার মনে পড়ে?

ইলা। হ্যাঁ—মনে পড়ে!

সত্য। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণপণ্ডিত এসেছিলেন এখানে—আমরা কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করিনি। তুমি জানতে চাইলে "উনি কে?"; আমি বল্লাম—"আমার পরম হিতৈষী মহাপণ্ডিত"।

ইলা। তিনিই বাবা?

সত্য। হ্যাঁ—তিনিই আমার বাবা!

ইলা। এখন আমি তোমার সব আচরণের অর্থ বুঝতে পাচ্ছি।

সত্য। আমি নিশ্চয়ই জানি, শুধু আমার কথা ভেবে ভেবেই বাবার দেহ ভেঙ্গে গিয়েছিল—আমিই তাঁর মৃত্যুর কারণ!

(দুয়ারের নিকট দারোয়ান)

সত্য। ক্যা হায়?

দরোয়ান। জী হুজুর, আপকো ওয়াস্তে একঠো টেলিগ্রাম আয়া।

[সত্যকে টেলিগ্রাম দিয়া দারোয়ানের প্রস্থান।

ইলা। কোথাকার টেলিগ্রাম?

সত্য। দেখছি—

ইলা। কে টেলিগ্রাম ক'রেছে?

সত্য। বীথি—আমাদের বাড়ী থেকে!

ইলা। কি খবর?

সত্য। (টেলিগ্রাম ইলাকে দিল) খুব খারাপ খবর! দেবী মৃত্যুশয্যায়।

ইলা। তাঁর নাম দেবী ?

সত্য। হ্যাঁ!

ইলা। তাহ'লে চল!

সত্য। কোথায় ?

ইলা। দেশের বাড়ীতে—দিদিকে দেখতে। দেরী ক'র না মোটেই। আমি বড়দিকে বলে আসি।

সত্য। তুমি যাবে দেবীকে দেখ্‌তে ?

ইলা। যাব না ?—তিনি আমার দিদি! তিনি মুখ বুঁজে তিন বছর সব দুঃখ, সব অত্যাচার সহ্য ক'রেছেন। তিনি মানুষ নন, তিনি দেবী! এইবার তাঁর সব দুঃখ শেষ হবে। আজ তাঁকে একবার দেখবো না ?

সত্য। আমি যে তোমায় প্রতারণা ক'রেছি ইলা—আমার শাস্তি!

ইলা। বাবা চলে গেলেন, ঠাকুরঝি চলে গেলেন; দিদি—তিনিও চল্লে যাচ্ছেন! আরও শাস্তি চাও তুমি ? তুমি অপরাধের বেশী শাস্তি পেয়েছ।

সত্য। তুমি আমায় ক্ষমা ক'র্‌তে পারবে ইলা ?

ইলা। তুমি যা অন্যায় ক'রেছ, আমায় ভালবেসেই করেছ! সে ভালবাসার মর্য্যাদা যদি আমি না বুঝতে পারি আমার মত হতভাগিনী কেউ নেই। তুমি শিগ্‌গীর চল, তৈরী হ'য়ে নাও—আমি আসছি!

[প্রস্থান।

সত্য। দাদা!

(জিতেনের প্রবেশ)

জিতেন। কি ?

সত্য। এই দেখুন! (টেলিগ্রাম দিল)

জিতেন। Telegraph ! ওঃ—তুমি সেখানে যাবে একবার ?

সত্য। তাঁর বড় ইচ্ছা ছিল, মরবার সময় এক বার—

জিতেন। তোমায় দেখবেন ? আমাদের দেশের মেয়েগুলো আশ্চর্য্য রকম ভাল ! তুমি যা ব্যবহার ক'রেছ ওঁর সঙ্গে, অন্য কোন দেশের মহিলা হ'লে তোমার মুখ উনি আর দেখতেন না ! সীতা-সাবিত্রীর চেয়েও এঁরা ক'ম নন। ইচ্ছা হ'য়েছিল একবার দেখি !

(মায়া ও ইলার প্রবেশ)

মায়া। যাবে দেখতে ? তাই চল ; আমারও বড় ইচ্ছে হ'চ্ছে একবার দেখে আসি। ওকে লুকুতে হ'বে না—ইলা জানে সব ; ইলাও যাবে।

জিতেন। উনি যাবেন সত্যর সঙ্গে ?

মায়া। হ্যাঁ ; চল আমরাও যাই,—একবার দেখে আসি ; আহা, বড় কষ্ট পেয়েছে,—সারা জীবন কষ্ট পেয়েছে !

জিতেন। সত্য, তোমার এখুনি যাওয়া দরকার। এর পর যাওয়া না যাওয়া, দুইই সমান হ'বে।

সত্য। আপনি যাবেন না ?

জিতেন। আমি ? তোমরা আর আমার জন্যে অপেক্ষা ক'র না। তোমরা এগোও।

[সত্য ও ইলা চলিয়া গেল।

মায়া। কি ক'র্‌বে বল—যাবে একবার দেখতে ?

জিতেন। না—সেখানে যাওয়া আমার অসম্ভব !

মায়া। কেন অসম্ভব শুনি ? বীথি যেতে পারে, ইলা যেতে পারে—আর তুমি !

জিতেন। সবাই সেখানে যেতে পারে, কারো যেতে মানা নেই—একমাত্র আমি ছাড়া ; আমার যাওয়া নিষেধ !

মায়া। কেন নিষেধ শুনি ?

জিতেন। বল্‌লে তুমি কি বুঝ্‌তে পারবে মায়া ! পার আর না পার—বলি শোন। আমি তোমাদের এ সভ্যসমাজের মানুষ নই। আমি গাঁইয়া—জন্ম গাঁইয়া। যে গাঁয়ে আমার জন্ম, সারা জীবন সেই গাঁয়ে থেকে যদি সেইখানেই মর্‌তে পারতাম—আমার জীবন হ'ত সুখের জীবন !

মায়া। ওই বন, জঙ্গল, বাঁশঝাড়, পানাপুকুর—সেই গাঁ হল তোমার ভাল গাঁ !

জিতেন। বড় মায়াবী গ্রাম ! ঐ গাঁখানিকে আমি যে ক'ত ভালবাসতাম, তুমি বুঝ্‌তে পারবে না মায়া ! আমার কাছে ওগাঁয়ের সব ভাল। ওর বন, জঙ্গল, হাট, বাজার নদী, মাঠ, মন্দির, দেবালয়, সেকালের একঘরে দলাদলি ঘোঁট সব ভাল—ম্যালেরিয়া জ্বর পর্য্যন্ত ভাল ! ছেলেবেলায় আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হ'ত, একশ' পাঁচ পর্য্যন্ত জ্বর উঠ্‌তো ; মা আমার মাথার কাছটিতে বসে বাতাস দিতেন। যদি মাথার কাছে মা বসে থাকেন, হোক না আমার জন্ম জন্ম ম্যালেরিয়া জ্বর ! গ্রাম ছিল আমার স্বর্গ—আর বাবা ছিলেন সেই স্বর্গের দেবতা !

মায়া। তবে তুমি সে গাঁয়ে আর যাবে না কেন ?

জিতেন। দেবতা আমায় অভিশাপ দিয়েছেন। আমার আর যাবার উপায় নেই মায়া ! আমি হ'চ্ছি মেঘদূতের "স্বাধিকারপ্রমত্ত নির্ব্বাসিত যক্ষ"। ওই যে মেয়েটী আজ মারা যাচ্ছে—ওকে দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু উপায় নেই !

মায়া। আমিও তো তাই বলছি। সে আমার বীথির কাকী, আমার চেয়েও বীথি তাকে বেশী ভালবাসে,—তাকে একবার দেখতে হয় না ?

জিতেন। আমি যেতে পারি মায়া! কিন্তু গেলে যে কি হ'বে, তা আমি জানিনে! সমস্ত গাখানা আমায় ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রবে। ওই নদীর জল, মাটীর ঘর, গরু-বাছুর, নীল আকাশ, আকাশের কালো মেঘ, নদীতে ছোট ছোট জেলে ডিঙ্গি—ওরা সবাই আমার আপনার! আমি এতদিন ওদের ভুলে তোমাদের কাছে আছি। আজ যদি যাই, ফিরতে পারবো কিনা জানি না। ওরা আমায় ছেড়ে দেবে না!

মায়া। বীথি সেখানে আছে; যদি যেতে—তাকেও আনা হ'ত, একেও দেখা হ'ত!

জিতেন। আমি জানি; না থাক—দরকার নেই মায়া! যে কারণে তিন বছর আগে আমি বাবার সঙ্গে দেখা করিনি, ঠিক সেই কারণেই ওগাঁয়ে আর যাব না। বীথি গেছে সেখানে—আমি বুঝতে পাচ্ছিনি, যদি না ফেরে—যদি না আসতে দেয়!

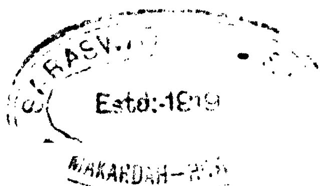
মায়া। কি যে সব অলুক্ষুণে কথা বল! আমার ঘাট হ'য়েছে—তোমায় সেখানে যেতে ব'লেছি; আর কখনো বলবো না। মরণটা হ'লেই বাঁচি!

জিতেন। আঃ, মায়া মায়া! শোন শোন—রাগ ক'রো না! আমি তোমায় ঠিক বুঝিয়ে বলতে পাচ্ছিনা; আমি বলছিলাম কি—এই যে সভ্যতার আবর্ত্তে আমরা পড়ে গেছি, এ থেকে আমাদের মুক্তি নেই—আর বোধ হয় আমরা মুক্তি চাইনে! কাজেই গাঁয়ে গিয়ে আর লাভ কি?

মায়া। আচ্ছা, তুমি যদি না যাও, আমি শঙ্করকে নিয়ে ঘুরে আসি।

জিতেন। তুমি যাবে?

মায়া। হ্যাঁ!



তৃতীয় দৃশ্য

[সত্যেন্দ্রের শয়ন ঘর ; মৃত্যুশয্যায়

দেবী—পাশে মাথার

কাছে বীথি]

দেবী। ওমা, মা মাগো! আমার জন্ম-জন্মান্তরের গর্ভধারিণী মা! কই—আমার মা কই?

বীথি। এই যে মা—এই যে আমি।

দেবী। তুই আছিস্?

বীথি। আছি বৈকি মা!

দেবী। ভেবেছিলাম, একাএকা চুপচাপ ঘরে মরে থাকবো—কেউ জানতেও পারবে না। তুমি মা, বড্ড সময় মত এসে পড়েছ! কাল শ্রাদ্ধ—কি হবে বলতো মা? কে শ্রাদ্ধ ক'রবে? এতবড় একটা মানুষের শ্রাদ্ধ হবেনা মা!

বীথি। কেন শ্রাদ্ধ হবে না বৌমা? আমি সব যোগাড় করেছি! কোন গণ্ডগোল হবে না।

সত্য। (নেপথ্যে) ওমা বীথি—বীথি!

দেবী। ও কে, ও কে—কে ডাকে!

বীথি। কাকা!

দেবী। এসেছেন তিনি?

বীথি। আসবার তো কথা—দেখি! (দোরের কাছে গিয়ে)

কাকা এই ঘরে ; ঘরের ভিতর, এই দিকে এস ; ওমা—এ কে ! নতুন কাকীমা যে ?

(ইলা ও সত্য ঘরের ভিতর দেবীর শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল)

দেবী। আমার কাছে এস—তোমরা সবাই এস ! (মূর্চ্ছা)

ইলা। একি বীথি !

বীথি। বড় দুর্ব্বল—একটুও রক্ত নেই !

(কিছুক্ষণ সকলে নীরব)

বীথি। এইবার মূর্চ্ছা ভেঙে গেছে। জল খাবে বৌ মা ?

দেবী। দাও— !

(বীথি জল দিল ; দেবী ধীরে ধীরে পান করিল)

দেবী। কে জান্‌তো ?—মরবার সময় এত সুখে ম'রব !

ইলা। তুমি মরবে কেন দিদি ?—আমরা তো তোমায় মর্‌তে দেব না !

দেবী। আয়, আয় বোন—আমার কাছে আয় ; আমার সময় হয়েছে !

ইলা। না, সময় হয় নি—তুমি ওসব কথা বলোনা দিদি !

দেবী। এর চেয়ে ভাল সময় আর কবে হবে দিদি ? এখন যদি না মরি, তোমরা আবার আমায় ফেলে চলে যাবে।

ইলা। দিদি, আমি না হয় তোমায় জানতুম না—তুমি তো আমায় জান্‌তে ! পরিচয় দিয়ে যদি একখানা চিঠি লিখ্‌তে আমি কোন্ কালে তোমার কাছে এসে হাজির হতুম !

দেবী। উনি ভরসা করে তোমায় আমার কথা বলেন নি, আমি কোন্ সাহসে তোমায় পত্র লিখি ভাই !

ইলা। (সত্যর প্রতি) আমায় যদি গোড়ায় তুমি সব কথা খুলে বলতে, এমন কাণ্ড কখনো ঘ'টত না! আমি তোমায় সঙ্গে নিয়ে সরাসর এখানে চলে আস্‌তাম—বাবার পা জড়িয়ে ধর্‌তাম, দিদির পা জড়িয়ে ধর্‌তাম! তুমি তো আমার উপর রাগ করে থাক্‌তে পার্‌তে না দিদি ?

দেবী। আমিও বুঝতে পাচ্ছি বোন, তুমি আনন্দময়ী! তুমি এলে সব দুঃখ চলে যেত!

বীথি। তুমি আর কথা ব'লো না বৌমা, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

দেবী। সাত বছর এ সংসারে এসেছি—তখন ছোট্ট মেয়েটি, সেইদিন থেকেই মুখ বুঁজে আছি মা! আজ যখন ভগবান দিন দিয়েছেন, দুটো কথা বলে নিই মা!

বীথি। না—না বৌমা!

দেবী। বেশী নয়—দুটো কথা! (সত্যর প্রতি) শোন, যদি পার কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমায় বাঁচিয়ে রেখে দিও—কাল বাবার শ্রাদ্ধ! বীথি একটু জল! (বীথি জল খাওয়াইল) বীথি, ইলা—আমি তোমাদের দু'জনকেই বল্‌ছি,—তোমরা যা ভাল বুঝবে ক'রো; আমার এই শ্বশুরের ভিটেয় আমি সাত বছর প্রদীপ দিয়েছি, দামোদরের সেবা করেছি—ভিটে আর দামোদর নিয়েই বাবা জীবন কাটিয়েছেন। যা হয় ব্যবস্থা তোমরাই ক'রো!

বীথি। আমি এইখানেই থাক্‌বো বৌমা! তোমার শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বল্‌বে—দামোদরের পূজার ভার আমিই নিলাম!

সত্য। বীথি—!

বীথি। হ্যাঁ কাকা—আমি এখানেই থাক্‌বো!

সত্য। ইলা!

ইলা। কেন?

সত্য। বীথি যে ভার নিতে যাচ্ছে—সে ভার নেওয়া উচিত ছিল আমার!

ইলা। বেশ—তুমি ভার নাও!

সত্য। আমি ভার নিলে আমার সঙ্গে তুমি যোগ দেবে ইলা?

ইলা। দিদি তো বীথিকে আর আমাকে আগেই বলেছেন। তাঁর আদেশ আমি মাথা পেতে নিয়েছি!

(প্রকাশের প্রবেশ)

প্রকাশ। কতক্ষণ এসেছ সত্য?

সত্য। এস প্রকাশ! এই খানিকক্ষণ—ইলাও এসেছে!

প্রকাশ। শুন্‌লাম; দিদিমণি আজ কেমন আছেন?

দেবী। ভালই আছি দাদা! মরবার সময় আমার কপালে এত সুখ ছিল—ভাবতে পারিনি ভাই!

সত্য। প্রকাশ, তুমি এসেছ—ভালই হয়েছে! তুমি সাক্ষী—বাবার কাছে, দেবীর কাছে আমি অপরাধী! ভিটেয় আমি আসবো না—ভিটের ভার বীথির উপর। (ইলার প্রতি) কিন্তু আমার সাতপুরুষ যে গাঁয়ে মানুষ, আমার বাবা যে গাঁয়ে জীবন কাটিয়েছেন—যে গাঁয়ের বৌ দেবী, মেয়ে ভবানী—তাঁদের সকলের আত্মার তৃপ্তির জন্যে আজ থেকে আমি এই গাঁয়েই থাক্‌বো; এইখানেই আমার কর্ম্মস্থল!

দেবী। যদি গাঁয়ে থাক—জেনে রাখ, বাবা তোমায় ক্ষমা করেছেন!

প্রকাশ। তাহ'লে আমি একথা গাঁয়ে রাষ্ট্র করে দিই? সত্য, সব ছেড়ে তুমি গাঁয়ের উন্নতির জন্যে গাঁয়েই থাক্‌লে!

সত্য। উন্নতি অবনতি জানিনে প্রকাশ! আমার পিতৃপুরুষের এ গ্রাম ছেড়ে আর কোথাও যাবনা—আমি এই গাঁয়ে জন্মেছি, এই গাঁয়েই মরবো। ওই—ওই—হাজরাতলার ঘাটে আমার মা চিতেয় শুয়েছেন, আমার বাবা চিতেয় শুয়েছেন, আজকালের ভিতর আমার দেবীকেও সেখানে আমার নিজের হাতে শুইয়ে রাখ্‌তে হবে! আমি বুঝেছি, এ গ্রাম ছাড়া ত্রিভুবনে আর কোথাও আমার শান্তি নেই! তুমি গাঁয়ের সবাইকে শুধু এই কথাটি জানিয়ে দাও প্রকাশ—আমি তাদেরই একজন ; তাদের সুখে সুখী, তাদের দুঃখে দুঃখী!

(মায়ার প্রবেশ)

মায়া। সত্য!

সত্য। কে—বৌদি ?

মায়া। হ্যাঁ—আমি।

সত্য। দাদা এসেছেন ?

মায়া। না ; কই—ছোট-বৌ কোথায় ?

সত্য। এই যে!

দেবী। কে—দিদি? দিদি!

মায়া। থাক্ থাক্—তুমি ব্যস্ত হয়োনা! একি—এই বিছানায় মাটির ওপর রুগী শুয়ে!

সত্য। এখন অশৌচ!

মায়া। তোমরাই তো রুগীকে আরো মেরে ফেলেছ! বীথি, এইভাবে তোমার কাকীমার সেবা কচ্ছ ? কি চিকিৎসা হ'চ্ছে ?

বীথি। কাকীমা কোন ঔষধ খেতে চান না!

মায়া। ওর কথা শুনতে হবে নাকি! সত্য, শীগগির যাও—কলকাতা থেকে Dr. Royকে নিয়ে এস—টাকা আমি দেব!

সত্য। কাল বাবার শ্রাদ্ধ!

মায়া। আঃ—তর্ক ক'র না! আগে জ্যান্ত মানুষের কথা ভাব, তারপর যদি সময় পাও—মরা মানুষের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করো! যাও—শীগ্‌গির যাও!

দেবী। আমি বাঁচবো না দিদি—কেন এত কচ্ছ?

মায়া। সারা জীবন স'য়ে এসেছ—তাই তোমায় এরা এতখানি ঠকাতে পেরেছে!

দেবী। এবাড়ীতে এসে পর্য্যন্ত একটী কামনা ছিল, তোমায় এ ভিটেয় আনবো! মরবার সময় তাও হ'লো—ভগবান সে সাধও অপূর্ণ রাখলেন না! এরপর কি আর বাঁচতে আছে দিদি?

মায়া। হ্যাঁ—আছে! (সত্যর প্রতি) যাও—শীগ্‌গির যাও!

দেবী। শোন—শোন!

সত্য। কি দেবী—কি! একদৃষ্টে চেয়ে কি দেখছ ওদিকে?

দেবী। (অতি মৃদুস্বরে) মা দেখ্‌তে কেমন ছিলেন বল দেখি? আমি তো তাঁকে দেখিনি কোনদিন—ঠিক্ বুঝ্‌তে পাচ্ছি না!

সত্য। আমার স্বপ্নের মত মনে আছে—লক্ষ্মীর মত চেহারা, গৌরবর্ণ, চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরা—সিঁথেয় সিঁদুর, কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পায়ে আল্‌তা!

দেবী। ওই যে—ওই যে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! একলা নয়—একপাশে বাবা, কোলের কাছে ঠাকুরঝি! তাঁরা তোমার ওপর প্রসন্ন হয়েছেন—তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছেন!

যবনিকা